লয়লা-মজ্‌নু।

পারসীক কাব্য।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহোদয়ের

সম্পূর্ণ সাহায্যে

শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায়

বিরচিত।

তৃতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা

সুচাক-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭১। ১৮৬৪।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এই লয়লা-মজ্নু কাব্যের মূল গ্রন্থ পারসীক ভাষায় লিখিত। শৃঙ্গার-রস-ঘটিত এরূপ সুবিমল পরম পবিত্র প্রেম-ময় কাব্য আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। কোন কোন কাব্য সুবিমল আদিরসের ব্যভিচার বর্ণনে পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রেমিক মাত্রেরি ঘৃণাস্পদ হয়। কোন কোন কাব্যে নায়ক নায়িকার সম্ভোগের বিকার বর্ণিত হওয়াতে বিশুদ্ধ মধুর রসকে এক প্রকার হট্টস্থ বেশ্যার ন্যায় বিকৃত করা হইয়াছে। সুতরাং সে সকল কাব্য কোন ক্রমেই সাধুদিগের চিত্ত-বিনোদন নহে। এই কাব্যে সে সকল কোন কলঙ্ক নাই। ইহাতে সম্ভোগ প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকাতেই শৃঙ্গাররস অতি সুশীলা পরম সুন্দরী প্রতিপ্রাণা কুলবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ইহার পরিশিষ্টে নায়ক নায়িকার মিলন না হইয়া নিধন হওয়াতে অত্যন্ত করুণ-রসোদ্দীপন হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রেম পদার্থের যে কি পর্য্যন্ত

মাহাত্ম্য, ইহাতে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হই-য়াছে। নায়করাজ মজ্নু যাবজ্জীবন বনবাস স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার চির-প্রেয়সী লয়লা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি অমূল্য প্রেমনিধি পরি-ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ইহাতে মি-লন অপেক্ষা বিরহ ভাবের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রকৃষ্ট-রূপে প্রেমের মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। যেমন কোন চির-দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ অর্থ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অতু-লানন্দ রসাভিষিক্ত হয়, এবং অর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, ধনবান্ ব্যক্তির তদ্রূপ হইতে পারে না। তৃষ্ণা-তুর ব্যক্তি জলপান করিলে যে রূপ পরিতৃপ্ত হয়, ও জলের গুণ বুঝিতে পারে, সহজ ব্যক্তির কদাচ তদ্রূপ হয় না। সেইরূপ বহুকাল পরে মিলন হইলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপত্তি হয়, চির-মিলনে কোনক্রমেই তদ্রূপ সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। এই সকল নানা কার-ণেই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানে ইহার মূল গ্রন্থের স্থূল উপা-খ্যান মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক রচনা করা গেল। কোন ভাষান্তরের অবিকল অনুবাদ করিলে সুরস হয় না এজন্য অস্মদ্দেশ-প্রিয় অলঙ্কার দ্বারা পৃথক রূপে রচিত হইল। এই উপাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। ইহা উর্দ্দু এবং

ইংরেজিতে রচিত হইয়াছে; এবং বাঙ্গলা ভাষা-তেও এক জন মুসলমান্ কর্ত্তৃক রচিত হয়। কিন্তু তাহার রচনা এরূপ কদর্য্য ও গোলযোগময় যে তাহার অনেক স্থানে অর্থ স্ফূর্ত্তিও হয় না। সুতরাং তৎ পাঠে কাহারো প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তেই তাহা পুনর্ব্বার রচনা করা গেল। এই উপাখ্যানকে লয়লী-মজ্‌নুও বলে।

একণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে কবিবর শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহোদয় ইহার সংশোধন কল্পে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহার প্রথমাবধি ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তিনি এরূপ ভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা তাঁহার স্বরচিত বলিলেও হয়। আর ১৬০ পৃষ্ঠাবধি ১৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মজ্‌নুর বিরহ বিকার বর্ণন ও প্রেম-মাহাত্ম্য, এবং অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। এই ভরসায় ভর করিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইলাম।

শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

লয়লা মজ্‌নু কাব্য তৃতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এবারেও শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহোদয় ইহায় সংশোধন কল্পে বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। ইহার যে যে অংশ অসংলগ্ন ছিল, তৎসমুদায় সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃষ্ট রূপে সংলগ্নার্থ ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই কাব্য যখন প্রথমবার প্রচারিত হয়, তখন কাব্য রসজ্ঞ ভাবুক মহাশয়েরা ইহার প্রতি এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে প্রথম মুদ্রিত পাঁচ শত খণ্ড পুস্তক এক মাস মধ্যে বিক্রীত হইয়া যায়। যদি কাব্য রসজ্ঞ ভাবুক মহাশয়দিগের প্রথম বারের পুস্তকের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তবে এবারকার সুসংস্কৃত পুস্তকের প্রতি যে আরো অনুরাগ জন্মিবে, এরূপ অনুভব হইতেছে।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ,
তৃতীয়বারের প্রকাশক।

লয়লা-মজ্‌নু।

মঙ্গলাচরণ।

সৃজন পালন লয়, যে জন হইতে হয়,
যিনি প্রেমময় ভগবান্।
করি যাঁর রসাশ্রয়, সবিতা সংসারময়,
সতত করেন কর দান॥
সুধাকর গ্রহ তারা, যাঁহার নিয়মে তারা,
আকাশমণ্ডলে ধাবমান্।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্প্রধান॥

ষড়্‌ঋতু কালক্রমে, যাঁহার নিয়মে ভ্রমে,
ভূগোল ভ্রমিছে অনুক্ষণ।

যাঁহার কৌশল-বলে, জীবগণ চলে বলে,
বাড়িছে অচল জীবগণ ॥
দেখ যাঁর অনুগ্রহে, ক্ষুদ্র নর-দেহে রহে,
বল বুদ্ধি সিন্ধুর সমান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্‌প্রধান ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভার, বিরাট আকার যাঁর,
চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার লোচন।
দিক্ সর্ব্ব যাঁর শ্রুতি, বাক্য যাঁর যত শ্রুতি,
শিরোদেশ অমর ভুবন ॥
পদ যাঁর বসুমতী, লিখিল জগত্ মতি,
সমীর সলিল যাঁর প্রাণ।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্‌প্রধান ॥

দেখিয়ে সামান্য কলে, সবে অতি কুতূহলে,
প্রশংসে তাহার কর্ত্তাগণে।
কিন্তু এ ব্রহ্মাণ্ড কল, দেখিয়াও জীবদল,
আশ্চর্য্য না মানে মনে মনে ॥

এমন ক্ষমতা আর, বল দেখি আছে কার,
বিনা সেই জগত্‌নিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্‌প্রধান॥

অপত্যের প্রেমরস, জগত্‌ যাহাতে বশ,
আসে যায় দিন রাত্রিদ্বয়।
বিষয় বাসনাভোগে, প্রকৃতি পুরুষযোগে,
জীবের উৎপত্তি সদা হয়॥
এসব আশ্চর্য্য ভাব, ভাল করি যদি ভাব,
হবে তাঁরে কত বড় জ্ঞান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্‌প্রধান॥

সকল মঙ্গলালয়, সচ্চিত্‌-আনন্দময়,
যিনি শুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন।
ভাবক সেবকগণে, অমূল্য প্রণয় ধনে,
করিছেন সদা বিমোহন॥
আত্মারূপে সবাকার, দেহে থাকি অনিবার,
করিছেন মঙ্গল বিধান।

অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্প্রধান ॥

সামান্য সাকার কায়, স্বীকার করিলে তাঁয়,
অনাদি অনন্ত বলা দায়।
যদি কাশী বৃন্দাবন, ভাব তাঁর নিকেতন,
সর্ব্বব্যাপী বলা ভার তাঁয় ॥
" তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম"
সার তাঁর প্রণয় বিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্প্রধান ॥

সর্ব্বত্রে সে সনাতন, বিরাজেন অনুক্ষণ,
বিশেষত আত্মারূপে কায়।
অতএব নিরন্তর, যত্নে আত্মতত্ত্ব কর,
হবে ব্রহ্ম নিরূপণ তায় ॥
অন্তরে যাঁহার স্বত্ত, অন্তরে কি কর তত্ত্ব,
অন্তরনিবাসী ভগবান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্প্রধান ॥

গ্রন্থারম্ভ।

আরব নগর বর্ণন।

আরব নগর-শোভা, জগজন-মনোলোভা,
তুলনা তুল না তার আর।
বর্ণেতে বর্ণিতে শেষ, বুঝি না পারিয়ে শেষ,
সহস্র বদন হল তাঁর॥
রাজধানী চমৎকার, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
স্বর্গ পরিহার মনে মানে।
ভূপতি কি ভাগ্যধর, হয় হস্তীউষ্ট্র খর,
হিংসাশূন্য কত স্থানে-স্থানে॥
রম্য-হর্ম্ম্য নানা মত, শোভা পায় কত শত,
মাঝে মাঝে স্ফাটিক রচিত।
বুঝি দেব সুরপতি, আনিয়ে অমরাবতী,
এই স্থানে করেন স্থাপিত॥
কিবা পথ মনোহারী, দুই দিকে সারি সারি,
শোভে সব বিক্রয়-আলয়।
মধ্যে মধ্যে দেবালয়, এতে এই মনে লয়,
দর্শনে দুষ্কৃতি হয় লয়॥

রাজপুরী-পুরোদেশে, অতি ভয়ঙ্কর বেশে,
দাঁড়ায়ে প্রহরী অগণন।
যতেক মল্লের ভার, ধরা ভার বসুধার,
মাজে মাজে কম্পে একারণ॥
অগণন যুদ্ধবীর, সমর-তরঙ্গে ধীর,
গেলে শির ভঙ্গ নাহি রণে।
কামান গরজে ঘন, যেমন নিবিড় ঘন,
শব্দে সশঙ্কিত শত্রুগণে॥
সিংহদ্বার মাজে মাজে, মধুর নৌবত বাজে,
সে স্বরে বিরাজে পঞ্চবাণ।
মনে এই অনুমানি, বুঝি এই পুরী খানি,
বিধাতার বুদ্ধির নিশান॥
উদ্যান মধ্যেতে চারু, নানা জাতি রম্য দারু,
তরুণ পল্লবে কিবা শোভে।
মল্লিকা মালতী জাতী, ফোটে ফুল নানা জাতি,
অলি পুঞ্জে গুঞ্জে মধুলোভে॥
কোন অলি প্রেমভরে, মুকুলে দংশন করে,
ফুটাইতে আকিঞ্চন করে।
যেন মুগ্ধ হয়ে অতি, মুগ্ধা নায়িকার প্রতি,
জোর করে নবীন নাগরে॥

কোকিল-কোকিলা-কুল, হয়ে প্রেম-রসাকুল,
পঞ্চস্বরে বর্ণে পঞ্চশরে।
বৃক্ষোপরি সারি সারি, রস-ভরে শুক শারী,
রাগে নানা রাগে গান করে॥
এই বুঝি হয় জ্ঞান, স্মরের বিরাম স্থান,
নহে কেন সদা ঋতুরাজ।
হইয়ে মালীর মত, পুষ্প-বনে অবিরত,
স্বগণেতে করেন বিরাজ॥
বুঝি লয়ে ফুল-ভার, স্মরে দেয় উপহার,
সেই ফুলে হয় ফুলবাণ।
করে ফুলময় ধনু, দহে বিরহীর তনু,
আকুল করে হে তায় প্রাণ॥
মলয়পর্ব্বত হতে, গন্ধবহ গন্ধ লতে,
এসেছিল এ রম্য উদ্যানে।
পাইয়ে সৌরভস্পর্শ, মরমে পরম হর্ষ,
মুগ্ধ হয়ে রহিল সেখানে॥
মরি কিবা সরোবর, অতিশয় মনোহর,
সুধার আধার অভিপ্রায়।
ধীর মলয়ের বায়, প্রভাকর কর তায়,
মিলে যেন বিজুলী খেলায়॥

শ্বেত নীল রক্ত পীত, প্রস্তরেতে সুনির্ম্মিত,
কিবা চারু ঘাট চারি পাশে।
জলচর পক্ষী যত, রত-রসে হয়ে রত,
ভরিবত উন্মত্ত বিলাসে ॥
সারস সারসীগণ, হইয়ে সরস মন,
সে জলে যুড়ায় যত জ্বালা।
আহা কিবা মনোহারী, রাজহংস সারি সারি,
চলে যেন শ্বেতপদ্ম-মালা ॥

রাজসভা বর্ণন।

সভার কি কব শোভা অতি অপরূপ।
ত্রিলোকে না দেখি তার আর অনুরূপ ॥
পাত্র মিত্র সভাস্থ স্বজন অগণিত।
পণ্ডিতমণ্ডলী আর স্বজন মণ্ডিত ॥
পাঠকে করিছে পাঠ যশ বর্ণে ভাট।
গায়কে করিছে গান নাটকেতে নাট ॥
আহামরি কিবা সভা অদ্ভুত রচিত।
মাজে মাজে নানা মনি-মাণিক্যে খচিত ॥
প্রদীপের প্রয়োজন নাহিক নিশায়।
স্থানে স্থানে মণি জ্বলে আলো করে তায় ॥

শ্রেণী মত শোভে কত চারু চিত্র-মূর্ত্তি।
দীন জনে দেখিলেও জন্মে চিত্তস্ফূর্ত্তি॥
মাজে মাজে সাজে সব কৃত্রিম পুত্তলী।
বোধ হয় সজীব রয়েছে সে সকলি॥

আরবরাজের পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ ও মজ্নুর জন্ম।

ভূতলে নগর-শ্রেষ্ঠ আরব নগর।
তথা আলি-গৌহর নামেতে নৃপবর॥
ঐশ্বর্য্যে গাম্ভীর্য্যে শৌর্য্যে সৌন্দর্য্যে অতুল।
ইন্দ্র চন্দ্র বহ্নি যম শোকেতে ব্যাকুল॥
অখণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-মহাপ্রচণ্ড-প্রতাপ।
প্রজাপক্ষে পিতৃসম বিপক্ষের তাপ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ দানেতে তৎপর।
সসাগরা-ধরাপতি সবে দেয় কর॥
বিভব ভাণ্ডারে কত সংখ্যা নাহি হয়।
কুবেরের কোষ বুঝি মানে পরাজয়॥
এমন ঐশ্বর্য্য রাজ্য সমস্ত অসার।
সংসারে সন্তান নাই কি কাজ

এক দিন সিংহাসনে বসি নৃপবর।
আক্ষেপ করেন বহু মন্ত্রীর গোচর॥
কোন মতে ঐশ্বর্য্যেতে আর নাহি লোভ।
সন্তান বিহীনে মনে হয় বড় ক্ষোভ॥
কি কার্য্য ঐশ্বর্য্য রাজ্য সংসারে আমার।
পুত্র বিনা জ্ঞান হয় সকলি অসার॥
এ কারণে রাজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন।
ত্যজিয়ে সংসার বনে করিব গমন॥
রক্ষা কর রাজপুরী রাজ্য ধন জন।
তোমাদের করিলাম সব সমর্পণ॥
শুনি সে আক্ষেপ উক্তি গগনে ঈশ্বর।
কহিলেন দৈববাণী শুন দণ্ডধর॥
না হও উদাস নৃপ স্থির কর মতি।
অবিলম্বে মহিষী হইবে গর্ব্ভবতী॥
জন্মিবে সুপুত্র তব অতি অপরূপ।
রতিপতি লজ্জা পাবে হেরি তার রূপ॥
জগত্‌বিখ্যাত পুত্র হইবে তোমার।
তাহার কীর্ত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার॥
দৈববাণী শুনি নৃপ মনের আবেশে।
ব বহুধন পুত্রের উদ্দেশে॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা খণ্ডে সাধ্য কার।
কুসুমিতা হইলেন মহিষী তাঁহার ॥
শুভক্ষণে নৃপসনে হইল সুরতি।
দৈববলে মহারাণী হন গর্ব্ভবতী ॥
ক্রমে পূর্ণ দশ মাস আনন্দ অপার।
শুভক্ষণে প্রসবেন সুন্দর কুমার ॥
সে রূপ স্বরূপ রূপ পাওয়া আর ভার।
কুমার কি মার যেন হন অবতার ॥
রাজা মহাসুখী দেখি পুত্রের বদন।
আজ্ঞা দেন বিলাইতে ভাণ্ডারের ধন ॥
জ্যোতিষ-পণ্ডিতে ডাকি দেন অনুমতি।
গণিয়ে পুত্রের দেখ অদৃষ্টের গতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে জ্যোতিষজ্ঞ করিয়ে গণন।
কহেন বিশেষ করি সকল লক্ষণ ॥
এ পুত্র পণ্ডিত হবে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কয়েস রহিল নাম শুন নরপতি ॥
কিন্তু এক রূপসীর প্রেম-পারাবারে।
মজিয়ে মজ্নু হবে ত্যজিয়ে সংসারে ॥
গৃহাশ্রমে অনাস্থা অবস্থা হবে হীন।
ভ্রমিবেন বনে বনে হয়ে অতি দীন ॥

শুনিয়ে নৃপের হলো হরিষে বিষাদ।
বলে বিধি দিয়ে নিধি সাধিলে হে বাদ॥
শিশু যত বাড়ে তত বাড়ে তার রূপ।
দিন দিন শুক্লপক্ষ শশীর স্বরূপ॥

লয়লার জন্ম।

আরব নগর ধাম, ছিলেন হোসেন নাম,
বণিক বড়ই ধনবান।
ধনে মানে কুলে আর, তার সম পাওয়া ভার,
কিন্তু প্রাণ পাষাণসমান॥
কোথা এই অবনিতে, নাহিক তুলনা দিতে,
জন্মিল লয়লা নামে কন্যা।
ত্রিলোকের মনোরমা, সকলের প্রিয়তমা,
নিরুপমা নারী অগ্রগণ্যা॥
দিনে দিনে বাড়ে বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
ধূলা খেলা করে অনিবার।
কিবা রূপ অপরূপ, মরি কি রসের কূপ,
চপলা চমকে রূপে তার॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, সৃজিল লয়লা নিধি,
কত বিধি করিয়ে বিচার।

শুন শুন সর্ব্বজন, সুস্থির করিয়ে মন,
কহি রূপ কিঞ্চিত্ তাহার ॥

লয়লার বাল্যাবস্থার রূপ বর্ণন।

চারু চিকুরের শোভা হেরি নব ঘন।
মনোদুঃখে বৃষ্টি ছলে কাঁদে ঘন ঘন ॥
দেখিয়ে বিনোদ বেণী দুঃখে বিষধরী।
মনুষ্য মাত্রের হিংসা করে বিষ ধরি ॥
হেরি মুখ-শোভা পদ্ম জলে ঝাঁপ দিল।
অভিমানে চন্দ্র গিয়ে আকাশে উঠিল ॥
নয়ন ভঙ্গীতে তার বিশ্ব মনোহরে।
এই খেদে মৃগকুল বনে বাস করে ॥
নাসার তুলনা তার হল না বলিয়ে।
শুকেরে গঞ্জনা দেয় পিঞ্জরে পূরিয়ে ॥
কেমনে কহিব বিম্ব ওষ্ঠাধর প্রায়।
অভিমানে অধোমুখে ঝোলে সে লতায় ॥
গগণের শক্রধনু দেখি তার ভুরু।
থাকি থাকি দেখা দেয় মানিবারে গুরু ॥
হাসির তুলনা হবে চপলা কেমনে।
চপলা হল সে তবে কোন প্রয়োজনে ॥

গড়িবা মাত্রত দন্তপাতি পিতামহ।
উদ্যানে লুকায়ে রাখে কুন্দে বৃক্ষ সহ ॥
গড়িয়ে সে ভুজদ্বয় বিধাতা অচিরে।
পদ্মনালে ডুবাইয়ে রাখিলেন নীরে ॥
কে বলে সিংহের অতি ক্ষীণ মধ্যদেশ।
তবে কেন করে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ ॥
দরশন করি দ্বীপ নিতম্বের রঙ্গ।
লজ্জায় লুকাতে যায় নীরে নিজ অঙ্গ ॥
রম্ভা তরু উরুশোভা করি দরশন।
খেদে অল্পদিনে ত্যাগ করে রে জীবন ॥
কে বলে গজেন্দ্র সম তাহার গমন।
তবে বন মাজে তারা রহে কি কারণ ॥
হরিদ্রা মাটীতে রহে হেরিয়ে সুবর্ণ।
শোকে সদা দেহ দাহ করেন সুবর্ণ ॥
মুখ স্বচ্ছ মুকুরে দেখিতে সাধ যার।
দেখুক আসিয়ে কর-পদ-নখে তার ॥
বেশ-ভুষা করে যদি সেই রূপবতী।
রূপে তার কাছে রতি হবে এক রতি ॥

লয়লা মজ্‌নুর বাল্যাবস্থার প্রণয়।

মরি কিবা পূর্ব্বরাগের রস।
শৈশবেই হলো প্রেমের বশ॥
পঞ্চম বর্ষের হইল বালা।
এখনি জানিল প্রেমের জ্বালা॥
কার সাধ্য তারে ঘরেতে রাখে।
সদাই রাজার ভবনে থাকে॥
মজ্‌নুর প্রেমে মজায় মন।
প্রহরী করিয়ে দুটি নয়ন॥
মজ্‌নু তাহারে হৃদয়ে লয়ে।
বেড়ায় প্রেমেতে বিভোর হয়ে॥
হেরিয়ে তাহার বদন-ইন্দু।
উথলে তাহার প্রেমের সিন্ধু॥
তিলেক বিরহ প্রাণে না সহে।
মুখে মুখে দোঁহে সদাই রহে॥
লয়লারে পরে করিলে কোলে।
কাঁদেন মজ্‌নু ভাব-বিভোলে॥
সে ভাবের ভাব না জানে কেহ।
এক প্রাণ শুধু ভিন্ন সে দেহ॥

শৈশব সময়ে প্রেম এমন।
না জানি যৌবনে হবে কেমন॥
আহা মরি কিবা প্রেমের গুণ।
শিশুতে জ্বালিল আবেশাগুন॥

লয়লা ও মজ্‌নুর এক পাঠশালায় বিদ্যা-ভ্যাস হেতু প্রেমাসক্তির প্রবলতা।

মজ্‌নুর বয়স হল দ্বাদশ বৎসর।
অমৃতাভিষিক্ত বাক্য সহাস্য অধর॥
অপরূপ রূপবান সুশীল সুজন।
পুত্রে হেরি হরষিত হলেন রাজন॥
বিদ্যাশিক্ষা হেতু তার চিন্তিয়ে অন্তরে।
অনুমতি দেন যত পাত্র-মিত্রবরে॥
প্রাণাধিকে শিক্ষা দেওয়া উচিত সত্বর।
বয়োধিকে বিদ্যা হওয়া বড়ই দুষ্কর॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা গুরু আন এক জন।
করিব তাঁহার হস্তে সুত সমর্পণ॥
মন্ত্রিগণ রাজ-আজ্ঞা পাইয়ে ত্বরায়।
পরম পণ্ডিত এক আনিল সভায়॥

পণ্ডিত-মণ্ডিত সভামধ্যে দণ্ডধর।
বলেন শিক্ষকবরে যোড় করি কর ॥
শুন ওহে বুধবর করি কৃপা লেশ।
নানা শাস্ত্রে মজ্‌নুরে দেহ উপদেশ ॥
আপন সন্তান জ্ঞানে করি বিদ্যাদান।
জগতে বিখ্যাত কর বিদ্যার সম্মান ॥
বিনয়ে পণ্ডিতে পুত্র করি সমর্পণ।
দিলেন তাঁহারে কিছু আশামত ধন ॥
রাজপুত্রে সঙ্গে লয়ে শিক্ষক সুজন।
প্রবেশেন বিদ্যালয়ে হয়ে হৃষ্টমন ॥
লয়লা সে বিদ্যালয়ে এল শিখিবারে।
দুই জনে মিলে পাঠ পড়ে একেবারে ॥
পরস্পর শুভাদৃষ্টে হইল মিলন।
কিসে জানিবেন গুরু উভয়ের মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত প্রবীণ।
কিন্তু উভয়ের মন বুঝা সে কঠিন ॥
পাঠাভ্যাসে মজ্‌নুর হয় অন্য মন।
প্রেমসিন্ধু উথলে হৃদয়ে অনুক্ষণ ॥
যখন করেন পাঠ পুস্তক দেখিয়ে।
অনর্থ করেন অর্থ বিমনা হইয়ে ॥

বিদ্যাছলে প্রেম লাভ হইল দোঁহার।
পরস্পর হেরি দোঁহে আনন্দ অপার॥
উভয়ে উভয়ে চিত্র করে চিত্রপটে।
দুই দেহ এক প্রাণ বঞ্চে অকপটে॥
প্রণয় বচন সুধা করে সদা পান।
প্রণয়-পয়োধি-নীরে দোঁহে করে স্নান॥
প্রণয় পূরিত নেত্রে সদা বারি বহে।
প্রণয়-গুণেতে দোঁহে সদা বাঁধা রহে॥
লয়লা মজ্‌নুর কর ধরি ধীরে কয়।
দেখ প্রাণনাথ যেন বিচ্ছেদ না হয়॥
অমৃত বচনে মজ্‌নু পরম প্রণয়ে।
প্রমদার কর ধরি সম্ভাষে বিনয়ে॥
অস্থির না হও প্রিয়ে স্থির কর মন।
আমি ফণী তুমি মণি জানিবে যেমন॥
আমি আঁখি তুমি তারা কহিলাম সার।
বিচ্ছেদ হবে কি প্রাণ থাকিতে আমার॥
কখন দুজনে মিলে থাকিয়ে অন্তরে।
ধীরে ধীরে বেড়াতেন সরস অন্তরে॥
কখন করেন গান মিলাইয়ে স্বর।
সেতো স্বর নহে যেন পঞ্চশর-শর॥

কখন গুরুর ভয়ে ভয়ার্ত্ত হইয়ে।
রোদন করেন দোঁহে বিরলে বসিয়ে॥
হৃদিক্ষেত্রে প্রেমবীজ করিয়ে রোপণ।
দুজনে আবেশ বারি করেন সেচন॥
এইরূপে বিদ্যালয়ে প্রেমময় মনে।
গ্রন্থে প্রেমময় পাঠ দেখেন দুজনে॥
প্রেমভাষা ভিন্ন অন্য মনে নাহি লয়।
বিরহে দোঁহার হয় পলকে প্রলয়॥
নিশিতে বিচ্ছেদ মাত্র হয় সে দুজনে।
দোঁহার মাধুরী দোঁহে দেখেন স্বপনে॥
শয্যাকণ্টকের প্রায় শয্যার যন্ত্রণা।
বিরহ না রহে যাতে করেন মন্ত্রণা॥
এই রূপে কত কষ্টে বঞ্চিয়ে যামিনী।
দিনে বিদ্যালয়ে মেলে কুমার কামিনী॥
এক দিন কন ধীর প্রাণের প্রিয়ায়।
নিশির বিচ্ছেদ আর সহা নাহি যায়॥
ইহার সুযুক্তি এক শুন প্রাণপ্রিয়ে।
লয়ে যাও লেখন-আধার বদলিয়ে॥
তোমার নিকটে যাব বদল ভাঙ্গিতে।
নিশিতে মিলিব নিত্য এরূপ ভঙ্গিতে॥

এই যুক্তি স্থির দোঁহে করিয়ে গোপনে।
করেন লেখনাধার বদল দুজনে॥
রজনী হইলে ধীর প্রেমপূর্ণ মনে।
ওই ছলে যান সুখে লয়লা-সদনে॥
উভয়ের প্রেম-মাখা মধুর মূরতি।
হেরিয়ে উভয়ে হন পুলকিত অতি॥
দোঁহে আঁখি ঠারে করে প্রেমসুধা পান।
কোনমতে কেহ তার না পায় সন্ধান॥
যাত্রা কালে মজনুর না চলে চরণ।
"যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়ন"॥
এই রূপ কিছু দিন দোঁহে কুতূহলে।
বিচ্ছেদে করেন ছেদ বুদ্ধির কৌশলে॥
যত শিশু বিদ্যালয়ে পড়ে নিরন্তর।
অন্তর সবার সঙ্গে মজ্নুর অন্তর॥
কেবল থাকেন সদা প্রিয়ারূপ ধ্যানে।
সর্ব্বদা বিভোর চিত্ত প্রেমতত্ত্বজ্ঞানে॥
প্রিয়াপ্রেমতরূপরি করি আরোহণ।
সদাই আসক্তি ফল করেন ভোজন॥

লয়লা-মজ্নুর প্রণয় প্রকাশ।

এই রূপে ক্রমে বৎসরেক গত হয়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাঠি ঢাকা কি তা রয়॥
শিশুগণ পরস্পর কাণাকাণি করে।
মজ্নু মজেছে বুঝি লয়লা উপরে॥
অহরহ মুখে মুখে রহে দুই জন।
তিলেক বিচ্ছেদ হলে বিরস বদন॥
হাব হাসে রসোল্লাসে প্রেমের প্রসঙ্গে।
নিরন্তর রঙ্গ করে রসের তরঙ্গে॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে নেত্রনীরে ভাসে।
ক্ষণে করে ধরে দোঁহে ক্ষণে প্রিয়ভাষে॥
শিশুর বদনে ক্রমে হইল প্রচার।
লয়লা মজ্নুর প্রেম অতি চমৎকার॥
ঘরে ঘরে পথে ঘাটে জানিল সকলে।
মজেছে লয়লা মজ্নু প্রেমসিন্ধু-জলে॥
বিদ্যালয়ে পাঠপড়া সকলি সে ঠাট।
ওই ছলে পড়ে দোঁহে পিরীতের পাঠ॥

পরম্পরা সাধুজায়া শুনি সে সম্বাদ।
বলে হায় কেন হেন ঘটিল প্রমাদ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাতায়।
ক্ষোভানলে দগ্ধ তনু করে হায় হায়॥
লজ্জায় মলিন মুখ সজল নয়ন।
অভিমানে মনোদুঃখে কহেন তখন॥
এমন সুখের ধনে হল কি অসুখ।
অমৃতে উঠিল বিষ কি বিষম দুখ॥
ওরে নিদারুণ বিধি সাধিলি কি বাদ।
অকলঙ্ক কুলে হল এত অপবাদ।
কেমনে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব।
লুকায়ে রহিব ঘরে কোথায় না যাব॥

লয়লার প্রতি শ্রেষ্ঠিনীর তিরস্কার।

রক্ত বর্ণ আঁখি, লয়লারে ডাকি,
কহে সাধুসীমন্তিনী।
হায় কি করিলি, কুলে কালি দিলি,
ওলো কুলকলঙ্কিনি॥

এ মুগ্ধা বয়েসে, মজিলি কয়েসে,
মুগ্ধা হয়ে প্রেমাবেশে।
প্রগল্‌ভা যখন, হবি লো তখন,
না জানি কি হবি শেষে॥
কি পড়া পড়িলি, কি মতি করিলি,
তোর সে সকলি ঠাট।
করি পাঠছল, করিলি কেবল,
সদা পিরীতের নাট॥
তোর পিতা সাধু, তার তুল্য সাধু,
ভূমণ্ডলে নাহি আর।
আহা মরি মরি, ত্রিজগত্‌ ভরি,
কলঙ্ক রটালি তার॥
যে কাল সাপিনী, বিষম পাপিনী,
জন্মেছিস মোর ঘরে।
ধিক থাকু তোরে, ধিক থাকু মোরে,
ধিক থাকু এ উদরে॥
কি হল বালাই, ভাবিয়ে না পাই,
লাজ রাখিবার ঠাঁই।
ওমা বসুন্ধরা, বিদর গো ত্বরা,
তাহাতে মিশায়ে যাই॥

আই মা কি লাজ, করিলি যে কাজ,
খেলি এ মায়ের মাতা।
করি বিষ পান, ত্যজিব কি প্রাণ,
কি বাদ সাধিল ধাতা॥
হায় হায় হায়, এ কি হল দায়,
কত লোকে কত কয়।
হাত দুই ডোর, না ঘুড়িল তোর,
সে পাপ করিতে ক্ষয়॥
মায়েরে জ্বলালি, দেশটা ঢলালি,
শিখিলি যে পোড়া গুণ।
জানিলে আগেতে, সূতিকা ঘরেতে,
তোরে খাওয়াতাম লুণ॥
হইয়ে কুলটা, মজালি কুলটা,
হাসালি সকল দেশ।
লইয়ে নাগরে, রসের সাগরে,
ডুবিয়ে রহিলি শেষ॥
বিদ্যার কারণ, ঘটিল এমন,
বিদ্যার কপালে ছাই।
যে বিদ্যা শিখিলি, যে লেখা লিখিলি,
জাতি কুল রৈল নাই॥

দুখে দেহ দহে, এত পড়া নহে,
　　কেবল পোড়ান মোরে।
অপযশে ভরা, হইল লো ধরা,
　　ধিক ধিক ধিক তোরে॥
অতি শিশুবেলা, দোঁহে করে খেলা,
　　সদা এক স্থানে রয়।
কে জানে এমন, তোদের মনন,
　　তা হলে কি এত হয়॥
ওরে সখীগণ, ধর রে বচন,
　　লয়লারে তোরা আর।
পড়িতে না দিবি, গৃহেতে রাখিবি,
　　রহিল তোদের ভার॥
নয়নে নয়নে, রাখিবি যতনে,
　　ছাড়িয়ে কোথা না যাবি।
আমার এ কথা, হইলে অন্যথা,
　　হাতে হাতে ফল পাবি॥
বিদ্যা অবিদ্যার, কাজ নাহি আর,
　　গুণ হয়ে হল দোষ।
এতেক বলিয়ে, শ্রেষ্ঠিনী চলিয়ে,
　　গেল প্রকাশিয়ে রোষ॥

লয়লার বিলাপ।

মায়ের বচনে, ভাবে মনে মনে,
লয়লা প্রমাদ গুণি।
কি করি উপায়, একি হল দায়,
হায় হায় একি শুনি॥
জীবনের সার, যে জন আমার,
মন বিকায়েছি যাঁরে।
তাঁহার বিরহে, জীবন কি রহে,
একথা বুঝাব কারে॥
আমার জীবন, সফরী যেমন,
তিনি নিরমল নীর।
কিবা আমি ফণী, তিনি তায় মণি,
জানি আমি এই স্থির॥
সেই রসকূপ, প্রেমময় রূপ,
খোদিত আছে অন্তরে।
কেমন করিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে,
রহিতে পারি অন্তরে॥
হায় হায় হায়, সে প্রিয় কোথায়,
আর কি পাইব তাঁয়।

ওরে পোড়া বিধি, হাতে দিয়ে নিধি,
পুন হরেনিলি হায়॥
যে প্রেম রতনে, কতই যতনে,
কত কষ্টে লাভ হয়।
হরিয়ে সে ধন, অবলা নিধন,
করিলে হে নিরদয়॥
যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়,
পাছে সেই প্রাণধন।
আমার লাগিয়ে, বিরহে দহিয়ে,
হয় অতি জ্বালাতন॥
ভাবিতে ভাবিতে, লয়লার চিতে,
জ্বলিল বিরহানল।
বরণ মলিন, তনু হল ক্ষীণ,
বিরস মুখমণ্ডল॥
ক্ষণেক ধরায়, লুটায় সে কায়,
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায়।
ক্ষণে সচেতন, ক্ষণেকে কম্পন,
দশম দশা বা পায়॥
অঙ্গের অম্বরে, নাহিক সম্বরে,
কুন্তল নাহিক বাঁধে।

সদা এক ভাবে, মজনুরে ভাবে,
যোগী যেন যোগ সাধে ॥
যত সখীগণ, বলে এ কেমন,
হায় কি হবে উপায় ।
বিরহ জ্বালায়, এ নব বালায়,
ঘটিল বিষম দায় ॥

লয়লার বিরহে মজ্‌নুর বিলাপ ।

শিশুগণ মুখে সব শুনিয়ে বিশেষ ।
উন্মত্তের প্রায় হল সুবোধ কয়েস ॥
রসিক নাগরবর গুণের সাগর ।
প্রেয়সীর বিরহেতে বিষম কাতর ॥
কহে প্রিয়ে একবার দেহ দরশন ।
তোমার বিরহে শূন্য দেখি ত্রিভুবন ॥
জনক জননী শত্রু হইল তোমার ।
পড়িতে আসিতে হেথা নাহি দেবে আর ॥
হায় হায় প্রাণ যায় তোমার বিরহে ।
জরজর হল তনু যাতনা না সহে ॥
এখানে আসিয়ে প্রিয়ে পাঠের ছলায় ।
কত সুধামাখা বাণী শুনাতে আমায় ॥

মনোভাব কার কাছে আর প্রকাশিব।
প্রাণপ্রিয়ে বলি কার অধর ধরিব॥
সুধাংশুবদনি তব সুধাংশু বদন।
আর না কি হেরিবে এ তাপিত নয়ন॥
তব মুখ হেরি সুখ যত হয় মনে।
সে ভাব বুঝিবে কেবা ভাবুক বিহনে॥
আর কে আসিয়ে বসিবেক মম পাশে।
আর কে কহিবে কথা সুমধুর ভাষে॥
আর কে আমার সঙ্গে কৌতুক করিবে।
প্রাণনাথ বলি মোরে কে আর ডাকিবে॥
কোথা বিনোদিনি মোর হৃদয়রতন।
তোমারে হারায়ে আমি ত্যজিব জীবন॥
এত দিনে জ্বলিল রে বিরহ আগুন।
বুঝি নিদারুণ বিধি হইল বিগুণ॥
পিরীতের পেটিকায় সে রূপ রতনে।
হৃদয়-ভাণ্ডারে সদা রেখেছি যতনে॥
সদা চিত্তপটে মোর প্রেম তুলিকায়।
রেখেছি করিয়ে চিত্র প্রেয়সি তোমায়॥
কেমনে ভুলিব তবে থাকিতে পরাণ।
তব প্রেম অগ্রে প্রাণে দিব বলিদান॥

চারি দিকে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার।
কি ফল জীবনে মোর বিরহে তোমার॥
যে রূপ হেরিয়ে লাজে চপলা চপলা।
দিন দিন হয় ক্ষীণ লাজে শশিকলা॥
সেই রূপ রসকূপ আসিয়ে এখন।
একবার তব নাথে করাও দর্শন॥
বিদ্যালয় বোধ হয় বিষের আলয়।
হেন মনে লয় শীঘ্র দেহ হবে লয়॥
লিখিতে পড়িতে আর মন নাহি চায়।
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে আসি কায়॥
ওহে প্রণয়িনি আমি হেথা তব সঙ্গে।
পড়িতাম পাঠ থাকিতাম রস-রঙ্গে॥
এখন বিরহানলে প্রাণ জ্বলে মরি।
কেবল তোমার ভাব মনে মনে স্মরি॥
পিরীতি বিষম বিষ কত সেয় জ্বালা।
তথাপি পরেছি গলে তব প্রেমমালা॥
প্রেমের ভিকারী আমি হইয়ে এখন।
তব প্রেমভিক্ষা আশে করিব ভ্রমণ॥
যত দিন বাঁচিব হইব প্রেমাধাম।
করিব তোমার ধ্যান হয়ে উদাসীন॥

ঘরে ঘরে সকলেতে কলঙ্ক রটায়।
বলে মজিয়াছে মজনু প্রিয়া লয়লায়॥
শ্রবণে সে কথা মোর সুধা জ্ঞান হয়।
মনে মনে কত ভাব হয় হে উদয়॥
আমি ভাবি সে কলঙ্ক আমার ভূষণ।
এ ভাব ভাবুক বিনা বুঝে কোন জন॥
আর কি এমন ভাগ্য হবে মোর ধীরে।
নিবাব বিরহানল ও লাবণ্যনীরে॥
ঘরে পরে সবে হল অতি প্রতিকূল।
মিলন করাবে কেবা হয়ে অনুকূল॥
এ রূপে তাঁহার মন বিষম ব্যাকুল।
দুঃখের সাগরে ভাসে নাহি দেখে কুল॥
বসন ভূষণ সব ফেলে দেন দূরে।
অচেতন হন মুখে বাক্য নাহি স্ফূরে॥
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান উন্মত্তের প্রায়।
ভাবিনীর ভাবে আঁখিনীরে ভেসে যায়॥
কহে ওহে প্রাণ তুমি ত্যজহ আমারে।
প্রিয়া ছাড়া হলে আর কি কাজ তোমারে॥
যে প্রেম অমৃত বলি করিলাম পান।
এখন সে প্রেম যেন গরল সমান॥

দংশিতেছে বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ সর্ব্ব কায়।
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিষম জ্বালায়॥
এস প্রাণ সোহাগিনি হৃদয়ের ধন।
বাক্যসুধা-বরিষণে জুড়াও জীবন॥
এত বলি কাঁদে মজ্‌নু বিরস বদন।
প্রেয়সীর প্রেমার্ণবে হইয়ে মগন॥

মজ্‌নুর ফকির বেশ ধারণ।

প্রেয়সীর বিরহ-বিকারে।
বুঝি মজ্‌নু প্রাণে মরে, সদা হাহাকার করে,
কোন শোভা নাহিক আকারে॥
ললিত লাবণ্য রূপ, কেবল সুধার কূপ,
দিন দিন হইল বিরূপ।
অন্য রোগ ত্রিসংসারে, বৈদ্যের ঔষধে সারে,
এ রোগে ঔষধ সেই রূপ॥
বলে কি করিব হায়, কেমনে পাইব তায়,
ভেবে কিছু না পাই উপায়।
ডুবেছি আসক্তি-কূপে; মজেছে মন সে রূপে,
কি রূপে ভুলিব তবে তায়।

পরে অতি সকাতরে, ডাকিয়ে গভীর স্বরে,
দাঁড়ালেন প্রেমদার দ্বারে।
আমি অতি দীন-হীন, নিরাশ্রয় উদাসীন,
কেহ মোর নাহি ত্রিসংসারে॥
শুদ্ধ প্রেমভক্তি-পথে, দাঁড়ায়েছি মনোরথে,
মোরে প্রেমে ভিক্ষাদান কর।
মনস্কাম সিদ্ধ হবে, কোন ক্লেশ নাহি রবে,
করিবেন করুণা ঈশ্বর॥
অন্তঃপুর হতে ধনী, শুনিয়ে নাথের ধ্বনি,
অমনি উঠিল শাহরিয়ে।
গবাক্ষের দ্বারে আসি, দেখে নিজ গুণরাশি,
ভিকারীর বেশে দাঁড়াইয়ে॥
বলে আহা প্রাণ মোর, মোর ভাবে হয়ে ভোর,
হল এই ফকির হইতে।
ধিক ধিক ধিক মোরে, নাথে বাঁধি প্রেমডোরে,
নারিলাম প্রাণে গছাইতে॥
পিরীতের যত গুণ, কব আমি কত গুণ,!
আগুন লাগুক তার মুখে।
এ হেন রসিক রাজে, দারুণ যোগীর সাজে,
ভিক্ষা মাগাইল এত দুখে॥

আবেশ কি অপরূপ, যার লাগি রসভূপ,
চক্রবর্ত্তী রাজার নন্দন।
পথের ভিকারী হয়ে, করেতে করঙ্গ লয়ে,
ভিক্ষা মাগি করেন ভ্রমণ॥
কোন ভাবে কোন রূপে, ভেটিব নাগর ভূপে
রসকূপে মজাইব মন।
নিরখি নাথের মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
বুঝি আর না রহে জীবন॥
ধনী এত ভাবি মনে, জননীর নিকেতনে,
গিয়ে বলে বিনয় করিয়ে।
শুন গো মা নিবেদন, দণ্ডধারী এক জন,
ভিক্ষা আশে দ্বারে দাঁড়াইয়ে॥
যদি পাই অনুমতি, গিয়ে অতি শীঘ্রগতি,
ভিক্ষা দিয়ে আসি গো মা তাঁয়।
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়,
মহাতুষ্ট ঈশ্বর যাঁহায়॥
শুনিয়ে সাধুর জায়া, না বুঝি কন্যার মায়া,
অনুমতি দিলেন অচিরে।
পেয়ে মাতৃ অনুমতি, প্রমদা প্রফুল্ল অতি,
ভিক্ষা লয়ে চলিল বাহিরে॥

"ভাবে তনু ঢল ঢল; প্রেমে আঁখি ছল ছল"
আসি প্রণমিল তাঁর পায়।
প্রেমভিক্ষা লহ বলি, হয়ে রামা কৃতাঞ্জলি,
নাথে লয়ে বিরলে দাঁড়ায়॥

লয়লার খেদ।

কহে সতী, পতি প্রতি, যোড় করি কর।
প্রাণকান্ত, কর শান্ত, বিরহের জ্বর॥
পোড়া দেশে, সবে শেষে, কলঙ্ক রটায়।
পড়িবারে, মা আমারে, আর না পাঠায়॥
তদবধি, নিরবধি, আছি বন্দী প্রায়।
মনোচোর, বিনা মোর, দুঃখ কব কায়॥
ওহে প্রাণ, তব ধ্যান, বিনা নাহি জানি।
অনুক্ষণে, জাগে মনে, তব মুখ খানি॥
তব লাগি, নিশি জাগি, নিদ্রা পলায়েছে।
প্রেমসুধা, পানে ক্ষুধা, আমারে ত্যজেছে॥
সদা মন, উচাটন, তোমার বিরহে।
দুঃখানল, করি বল, মনঃপ্রাণ দহে॥
প্রেমদায়, প্রমদায়, করিবারে ত্রাণ
অপরূপ, ছদ্মরূপ, ধরেছে ধীমান॥

তব পদ, কোকনদ, করিব হে সেবা।
তব সম, বন্ধু মম, আর আছে কেবা॥
বিরহিণী, অনাথিনী, দেখিয়ে আমায়।
বন্ধু যারা, ছিল তারা, শত্রু হল হায়॥
পুষ্পোদ্যান, হরে জ্ঞান, বর্ষে যেন তীর।
সুধাকরে, করে করে, দহন শরীর॥
পিককুল, প্রতিকূল, হয়েছে আমায়।
তার স্বর, যেন শর, হানে মোর কায়॥
আর প্রাণ, কুল মান, রহে না আমার।
শুদ্ধ আছি, প্রাণে বাঁচি, বিরহে তোমার।
তিরস্কার, সবাকার, সয়েছি সদাই।
তব মুখ, ভাবি দুখ, কিছু হয় নাই॥
ওহে প্রাণ, কর ত্রাণ, প্রেমসুধা দানে।
তোমা বিনা, এ নবীনা, অন্য নাহি জানে॥

মজনুর খেদ।

প্রেয়সীর ধরি কর, কহেন নাগর বর,
অনিবার বার বার প্রেমে আঁখ ঝরে হে।
প্রেয়সি তোমার লাগি, হয়ে আমি সর্ব্বত্যাগী,
ফকির হলাম খেদে দেখ অতঃপরে হে॥

তোমার বিচ্ছেদ-অসি, শরীরের মাঝে পশি,
নিরন্তর ছেদ করে আমার অন্তর হে।
বল দেখি প্রাণপ্রিয়ে, তবে আর কি করিয়ে,
পারিব তোমারে ত্যজি থাকিতে অন্তরে হে॥
মান ত্যাগ করিলাম, ছিন্ন বাস পরিলাম,
ধরিলাম দেখ প্রিয়ে করঙ্গ এ করে হে।
হয়ে ভোর ভাব-ভরে, ভস্ম মাখি কলেবরে,
সুধামুখি শুধু তব পিরীতের তরে হে॥
এত বলি রসরায়, প্রেমরসে গলে যায়,
মুগ্ধ হয়ে মোহিনীর সুধাধর ধরে হে।
প্রেমসুধা করি পান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর প্রেম সরোবরে হে॥

মজনুর ফকির-বেশ প্রকাশ।

অতঃপর রসবতী লয়লা সুন্দরী।
বিনয় করিয়ে কন কান্ত কর ধরি॥
আমাদের হেথা আর থাকা ভাল নয়।
লোকে হবে জানাজানি ওহে রসময়॥
এ অমূল্য পিরীতের শত্রু পায় পায়।
দুর্ণাগ্রে জানিলে তারা হবে বড় দায়॥

প্রাণনাথ তুমি আর না পাবে আসিতে ।
তোমার দাসীরে হবে দুঃখেতে ভাসিতে ॥
শুনিয়ে মজ্‌নু কহে সজল নয়নে ।
এই অনুরোধ মোর রাখ সুলোচনে ॥
প্রত্যহ এ বেশে আমি আসিব হেথায় ।
তুমি সম্ভাষিবে মোরে ছলেতে ত্বরায় ॥
ধনী কহে কেন এত অনুরোধ তার ।
ওহে কান্ত জেনো আমি একান্ত তোমার ॥
তুমি যদি এত ক্লেশ সহ গুণাগার ।
অবশ্য আসিব আমি কহিলাম সার ॥
পরেতে দোঁহার দোঁহে চুম্বিয়ে বদন ।
বিদায় হইয়ে যান আপন সদন ॥
নয়ন ফিরায়ে ঘরে যাওয়া হল ভার ।
আহা মরি পিরীতের কিবা ব্যবহার ॥
প্রেম অবতার মজ্‌নু আসিয়ে ভবনে ।
প্রেয়সীর রূপ ধ্যান করে মনে মনে ॥
জরজর কলেবর পিরীতের জ্বরে ।
ক্ষণে ওঠে ক্ষণে বসে ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
ক্ষণেক ধরায় পড়ে ক্ষণেক শয্যায় ।
এই রূপে কত কষ্টে যামিনী পোহায় ॥

প্রভাত হইলে ধীর মনের আবেশে।
পিয়া-দরশনে চলে ফকিরের বেশে ॥
সেই বেশে মহাবেশে আসি সাধুদ্বারে।
ভিক্ষা দেহ বলি ধীর ডাকে বারে বারে ॥
শুনিয়ে নাথের ধ্বনি শীহরিয়ে ধনী।
ভাবে ওই এসেছেন মোর গুণমণি ॥
ত্বরায় মায়ের কাছে আসিয়ে অমনি।
মৃদুস্বরে কহে রামা শুন গো জননি ॥
দরিদ্র ভিকারী এক আসিয়াছে দ্বারে।
ভিক্ষা হেতু উচ্চৈঃস্বরে ডাকে বারে বারে ॥
স্বকরেতে ভিক্ষা দিলে মহাফল হয়।
জগদীশ তারে হন পরম সদয় ॥
অতএব ওগো মাগো এই ভিক্ষা চাই।
ক্ষুধিত ভিক্ষুকে আমি ভিক্ষা দিতে যাই ॥
সরলা শ্রেষ্ঠিনী আজ্ঞা দিলেন তখনি।
প্রেমিকা প্রেমিক-পাশে চলিল অমনি ॥
ত্বরায় আসিয়ে রামা নাথে সম্ভাষিল।
উভয়ে উভয়ে হেরি পরাণ পাইল ॥
এই রূপে নিত্য মিত্য নাগরী নাগরে।
মনোসাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে ॥

এ ভাবেতে কিছু দিন সুখে গত হয়।
গুপ্তকথা কত দিন আর ছাপা রয়॥
প্রচার হইল ইহা ক্রমেতে নগরে।
ঘরে ঘরে পরস্পরে কাণাকাণি করে॥
মজ্‌নু ফকির বেশে প্রেমে মত্ত হয়ে।
প্রত্যহ করেন ক্রীড়া লয়লারে লয়ে॥
শুনিয়ে সাধুর জায়া এই সমাচার।
কপালেতে করাঘাত করে অনিবার॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল আবার।
একটা মেয়েতে কুল মজালে আমার॥
লাজে খেদে ক্রোধে রামা হইয়ে অস্থির।
কন্যারে ভর্ৎসনা করে চক্ষে বহে নীর॥
ওলো কুলকলঙ্কিনি মজাইলি কুল।
এখনো সে রোগ তোর হয় নাই ভুল॥
ভিক্ষা দান ছলে গিয়ে প্রত্যহ নাগরে।
প্রেমভিক্ষা দিয়ে ভাস রসের সাগরে॥
কেমনে জানিব আগে এ সব কৌশল।
এক রতি মেয়ের এতেক বুদ্ধিবল॥
যদি লো বাহিরে তুই যাস কভু আর।
কহিলাম সমুচিত শাস্তি পাবি তার॥

মায়ের বচনে মন উচাটন তার।
বলে একি সর্ব্বনাশ ঘটিল আবার॥
অতঃপর সাধুবর শুনি সে বৃত্তান্ত।
দ্বারপালগণে কহে কুপিত নিতান্ত॥
ওরে দ্বারি তোদের নাহিক প্রাণে ভয়।
না রাখ সন্ধান তার কোথায় কি হয়॥
বিশ্বাস করিয়ে করি শির সমর্পণ।
অনায়াসে তোরা তাহা করিস ছেদন॥
চাকরী বজায় যদি চাও রে রাখিতে।
ভিকারীরে বাটী মধ্যে না দেবে আসিতে॥
বাহিরেতে দেবে ভিক্ষা আইলে ভিকারী।
শ্রদ্ধা না করিও আর দেখি দণ্ডধারী॥
শুনি দ্বারীগণ তবে সাজিল সত্বর।
ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি কম্পিত অধর॥
কালান্তকালের সম দুয়ারে দাঁড়ায়।
পতঙ্গ এড়াতে নারে অন্যে কিবা তায়॥

লয়লার বিরহে মজ্‌নুর বন-গমন।

প্রমদার দ্বারে পীর যাইতে না পান।
বিরহ-অনলে জ্বলে সদা মনঃপ্রাণ॥

সঘনে নিশ্বাস বহে সজল নয়ন।
বলে কোথা রৈলে প্রিয়ে দেহ দরশন॥
উন্মাদের প্রায় ধীর হইল তখন।
গৃহে না রহিতে পারে মন উচাটন॥
কখন রহেন গৃহে বাহিরে কখন।
কখন নগরে যান করিতে ভ্রমণ॥
কিছুতে না পান সুখ সদা পোড়ে প্রাণ।
বুঝহ প্রেমিক সবে যে জান সন্ধান॥
উপায় না পায় কিছু ভাবে মনে মনে।
মনস্থ করিল শেষে যাইব কাননে॥
পিতা মাতা ধন জনে কাজ নাহি আর।
বিনোদিনী বিনা মোর সকলি অসার॥
বনে গিয়ে যোগাসন করিয়ে বসিব।
প্রেয়সীরে পাইবারে তপস্যা করিব॥
এত ভাবি চলে ধীর নিবিড় কাননে।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে প্রিয়ারূপ ভাবি মনে॥
সমাধি করিয়ে ধীর বসেন কাননে।
প্রিয়ার মোহন-মূর্ত্তি ধ্যান করি মনে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি কিছু নাহি হয়।
ভাবিনীর ভাবামৃত পানে বেঁচে রয়॥

এখানে ভুপতি শুনি সেই সমাচার।
নয়নের জলে ভাসে করে হাহাকার॥
শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল তাঁহার।
বলে বিধি দিয়ে নিধি হরিলে আবার॥
অন্ধকার ঘর মোর আলোময় করি।
কেন পুন সে দীপ লুকালে আহামরি॥
কত দুঃখে পালিয়াছি সে পুত্র রতন।
হায় হায় হারালাম করি অযতন॥
গুণের সাগর সেই তনয় আমার।
কেন হেন দুষ্ট বুদ্ধি ঘটিল তাহার॥
গণকে গণিয়ে মোরে বলেছিল যাহা।
মরি মরি মোর ভাগ্যে ঘটিল কি তাহা॥
হাহা মোর প্রাণাধিক গুণের সাগর।
হাহা মোর বংশধর সংসারের সার॥
হাহা মোর প্রেমাধার প্রাণের রতন।
হাহা মোর প্রিয় কোথা রহিল এখন॥
পুত্রের বিরহে রাজা হলেন অস্থির।
বার বার দুনয়নে ঝরিতেছে নীর॥
পাত্র-মিত্রগণ প্রতি কন মহারাজ।
রাজ্যধনে আর মোর নাহি কিছু কাজ॥

যদি সে প্রাণের ধন রহিল কাননে ।
বল না কি ফল তবে এ সামান্য ধনে ॥
এত বলি মহারাজ বিষাদিত মনে ।
পুত্র অন্বেষণে চলে নিবিড় গহনে ॥
পাগলের প্রায় রায় পুত্রের কারণে ।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ভ্রমে কাননে কাননে ॥
জিজ্ঞাসা করেন দেখি উচ্চ শাখিগণে ।
তোমরা দেখেছ কি হে মম প্রাণধনে ॥
তোমরা অনেক দূর পাও দরশন ।
বল কোথা আছে মোর হৃদয়-রতন ॥
এই রূপে ভূপতি ভ্রমেন বনে বনে ।
হেনকালে কোন বনে দেখেন নন্দনে ॥
যোগী যেন যোগে বসি মুদিয়ে নয়ন ।
এক মনে করে পরব্রহ্মের সাধন ॥
সুখে দুঃখে রাজার নয়নে জল ঝরে ।
ধেয়ে গিয়ে প্রেমভরে পুত্রে কোলে করে ॥
স্নেহাবেশে করে রায় বদনে চুম্বন ।
বলে কেন বাপ তুমি হইলে এমন ॥
সুবুদ্ধিশেখর তুমি সর্ব্ব গুণাধার ।
কেন কেন এ কুবুদ্ধি ঘটিল তোমার ॥

কিসের অভাব তব তুমি রাজ্যেশ্বর।
চল রাজ্যে তোমারে করিব দণ্ডধর॥
এই বেশ দেখি তব প্রাণ মোর কাঁদে।
আহামরি এ বেশ সাজিলে কেন সাধে॥
রাণী তব শোকেতে হয়েছে অচেতন।
আছে কি না আছে প্রাণে বেঁচে এতক্ষণ॥
বাপ মার ক্লেশ দিলে মহা পাপ হয়।
তোমারে বুঝাব কিবা তুমি গুণময়॥
তখন হয়েছে প্রেমোন্মাদ ভাব তার।
পিতারে চিনিতে নারে একি চমৎকার॥
কহিছে কে তুমি মোরে দেহ পরিচয়।
কেন মোরে এত স্নেহ কর মহাশয়॥
কেন মোরে দিতে চাহ রাজ্য ধন জন।
শুনিয়ে বিস্মিত হয়ে কহেন রাজন॥
তোমার জনক আমি ওরে প্রাণধন।
আরব রাজ্যের রাজা বিখ্যাত ভুবন॥
লইতে তোমারে আমি এসেছি এখন।
বিলম্ব না সহে চল আপন ভবন॥
ঈষদ হাসিয়ে ধীর ভূপে দেন বোধ।
কেন মহারাজ এত কর অনুরোধ॥

পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু রাজ্য ধন জন।
কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন ॥
শুদ্ধ লয়লার ভাব মনে মনে জাগে।
শুদ্ধ লয়লার প্রেমে সিদ্ধ হব রাগে ॥
সেই মোর রাজ্য ধন ভবন বিভব।
সেই মোর ধ্যান জ্ঞান সেই মোর সব ॥
সেই মোর গতি মুক্তি ভক্তির কারণ।
সেই মোর শুদ্ধ সত্য ব্রহ্ম সনাতন ॥
সেই মোর নিত্যধন আর সব বৃথা।
তারে বিনা কারে আমি চাহি না গো পিতা ॥
কে বুঝিবে মোর ভাব কহিব কাহারে।
যে বুঝে তাহারে প্রাণ সঁপেছি সংসারে ॥
কেন বৃথা ক্লেশ পাও কানন ভিতরে।
ত্যজিয়ে আমার আশা চলে যাও ঘরে ॥
অবাক হইল রায় সে কথা শুনিয়ে।
কি করি উপায় কিছু না পান ভাবিয়ে ॥
পুত্রের দেখিয়ে ভাব ভাবেন রাজন।
ইহার উপায় আমি কি করি এখন ॥
প্রেমোন্মাদ ভাব দেখি এখন ইহার।
গৃহে লয়ে যেতে সাধ্য নাহিক কাহার ॥

যে সর্ব্বনাশিনী মোর সর্ব্বনাশ করে।
তবে যদি তার নামে ফিরে যায় ঘরে॥
এই যুক্তি করি রায় হইয়ে কাতর।
ধীরে ধীরে কন তার ধরিয়ে অধর॥
লইয়ে যাইতে তব প্রিয়ার নিকটে।
আইলাম বহু কষ্টে পড়িয়ে সঙ্কটে॥
তোমার প্রেমেতে মত্ত লয়লা যুবতী।
কাঁদিতেছে নিরবধি গৃহে নাই মতি॥
কঠিন হৃদয় তব নাহি স্নেহ ভাব।
বিপরীত দেখি তব ভাবের অভাব॥
অতিশয় দুঃখ সহ্য করিছে সে প্রাণে।
কেহ নাহি জানে শুদ্ধ বিধি কিছু জানে॥
অতএব চল পুত্র প্রিয়া-সন্নিধানে।
তাহার নিকটে গিয়ে সুস্থ কর প্রাণে॥
মজ্নু শুনিয়ে বাণী সম্মত হইল।
প্রমদা মিলনে তবে গমন করিল॥
গৃহেতে আসিয়ে নৃপ সন্তানে লইয়ে।
মহিষীর করে তারে দিল সমর্পিয়ে॥
নন্দনে পাইয়ে রাণী কোলেতে বসায়।
স্নেহ ভাবে কাঁদে কত ধরিয়ে গলায়॥

অধনের ধন তুমি নয়নের তারা।
কেমনে বাঁচিব আমি তোরে হয়ে হারা॥
অমূল্যরতন তুমি সংসারের সার।
তোমার বিরহে দেখি সকলি আঁধার॥
প্রেমাসক্ত হয়ে পুত্র হারাইলে জ্ঞান।
ত্যজিয়াছ দয়া মায়া করি নারী-ধ্যান॥
কুকর্ম্মেতে নাহি সুখ দুঃখ অতিশয়।
যত ভাব তার তরে তার তত নয়॥
তুমি তার জন্যে কর অরণ্যে ভ্রমণ।
সে রয়েছে সদা সুখে গৃহেতে আপন॥
তাহার কারণে সদা হয়েছ উন্মত্ত।
সে আছে পরম সুখে নাহি করে তত্ত্ব॥
নৃপতি কহেন পুত্র এই যুক্তি ধর।
ত্যাগ কর বৃথা আশা রাজ্যপাট কর॥
রাজার রাজত্ব যায় কুমতি হইলে।
রাজ্য নষ্ট হয় রাজা দুষ্কর্ম্ম করিলে॥
রাজার গুণেতে সব প্রজা সুখী হয়।
লম্পট স্বভাবে হয় দুঃখের উদয়॥
মিছে কেন ভাবিতেছ লয়লা কারণ।
রাজত্ব করিয়ে সুখে রহ অনুক্ষণ॥

বেশ-ভূষা করি তবে বস সিংহাসনে।
নিয়ত নিবিষ্ট হও প্রজার পালনে ॥
দুষ্টের দমন কর শিষ্টের পালন।
আসক্ত-পিঞ্জরে বদ্ধ হৈও না কখন ॥
সে সদা গৃহেতে আছে উল্লাস অন্তরে।
তুমি কেন বনে বনে ভ্রম তার তরে ॥
অতএব ওরে বাপু রাজকার্য্য কর।
লয়লার ধ্যান ছাড় মোর বাক্য ধর ॥

মাতাপিতার প্রতি মজ্নুর উত্তর।

পিতার বচন শুনি চক্ষে বহে নীর।
কাতরে কহেন ধীর পরাণ অস্থির ॥
জনক-জননি শুন আমার বচন।
লয়লারে ত্যজি কিসে স্থির করি মন ॥
প্রেয়সীর প্রেম-পাশ লাগিয়াছে চিতে।
সঁপিয়াছি মনঃপ্রাণ তাহার পিরীতে ॥
কেমনে তাহারে ত্যজি থাকিব অন্তর।
নিরন্তর দগ্ধ করে আমার অন্তর ॥
তাই ভাবি সদা আমি লয়লার রূপ।
উথলিয়ে উঠিছে বিরহ-বিষকূপ ॥

বিচ্ছেদ-অনলে মোর দহিছে শরীর।
নির্ব্বাণ না যায় বিনা প্রিয়া-প্রেমনীর ॥
মম মনঃ স্থির নহে তাহার কারণে।
প্রেয়সীর দেখা পাব বল না কেমনে ॥
আমার মনের ভাব কে জানিবে আর।
সেই জানে প্রেমের শরীর হয় যার ॥
তোমাদের স্নেহে মোর নাহি প্রয়োজন।
শেল সম লাগে বুকে ওসব বচন ॥
প্রিয়ার না পেলে মোর মরণ মঙ্গল।
দেশে না রহিব শুধু ভ্রমিব জঙ্গল ॥
এত বলি হেলা করি পিতার বচন।
পুনর্ব্বার কাননেতে করিল গমন ॥
প্রেমাগুন শতগুণ বাড়িয়ে উঠিল।
বিচ্ছেদ বাতাসে তাহা আরো জ্বেলে দিল ॥
কাননে কাননে ধীর করেন ভ্রমণ।
প্রেয়সীর নাম ধরি ডাকেন সঘন ॥
বাতুল হইল পুত্র দেখি দণ্ডধর।
হাহাকার করে সদা শিরে হানে কর ॥

মজ্‌নুর বায়ুরোগ নিবারণ জন্য রাজার এক মুনি-সমীপে গমন।

সুতের লাগিয়ে, ভূপতি ভাবিয়ে,
না পান কিছু উপায়।
মজ্‌নু দুর্ম্মতি, হইয়াছে অতি,
হয়েছে পাগল প্রায়॥
হায় হায় হায়, কি করি উপায়,
কেমনে হবে সে ধীর।
জীবনের ধনে, হারায়ে কেমনে,
রহিব হইয়ে স্থির॥
এ বড় বিষাদ, প্রমোদে প্রমাদ,
ঘটিল কপালে মোর।
বিধি বাদ সাধে, কি করিবে সাধে,
হায় একি দায় ঘোর॥
এমন সময়, তথায় উদয়,
ধীর পান্থ এক জন।
নৃপে আশ্বাসিয়ে, কহেন হাসিয়ে,
সুস্থির হও রাজন॥

ধর হে বচন, সম্বর রোদন,
ধৈরয ধর হে মনে।
মনোদুঃখ তব, নষ্ট হবে সব,
চল হে আমার সনে॥
ইষ্ট-পরায়ণ, এক তপোধন,
বসিয়ে আছেন বনে।
মনের বেদন, তাঁরে নিবেদন,
কর গিয়ে এই ক্ষণে॥
শুনি নরবর, হরিষ অন্তর,
কন আগন্তুক জনে।
ওহে মহাশয়, বিলম্ব না সয়,
চল যাব তব সনে॥
এতেক বলিয়ে, পথিকে লইয়ে,
ভুপতি কাননে যান।
সমাধি করিয়ে, আছেন বসিয়ে,
মুনিরে দেখিতে পান॥
দ্রুত নৃপবর, যোড় করি কর,
মুনিরে বিনয়ে ভাষে।
তনয় আমার, হল দুরাচার,
গৃহ-বাসে নাহি আসে॥

ক'রে প্রেমতত্ত্ব, হয়েছে উন্মত্ত,
ত্যজে গৃহ বাপ মায়।
কর হে উপায়, যাতে গৃহে যায়,
ধরি প্রভু তব পায়॥
করি হে মিনতি, রাখ হে ভারতী,
বাঁধা রব তব কাছে।
এক মাত্র মম, পুত্র প্রিয়তম,
আর নাহি কেহ আছে॥
বিধি বিড়ম্বন, কপালে লিখন,
করিয়াছি কত পাপ।
সেই কর্ম্মফলে, এই ফল ফলে,
আছে বুঝি কার শাপ॥

তপস্বি-কর্ত্তৃক মজ্নুর প্রতীকার।

এতেক শুনিয়ে ঋষি কন নৃপবরে।
ইহার উপায় আমি করিব সত্বরে॥
অনূঢ়া কন্যাতে সূতা যতনে কাটিবে।
তাতে তাগা করি লয়লা মজনুরে দিবে॥

পরে লয়লার গৃহ-মৃত্তিকা লইয়ে।
দেবে হে উহার চক্ষে অঞ্জন করিয়ে॥
শর্করা পড়িয়ে দেবে করিতে ভোজন।
শান্ত হবে সুত তবে শুন হে রাজন্॥
ত্বরা করি কর নৃপ এই আয়োজন।
অন্যথা না হবে কভু আমার বচন॥
এতেক শুনিয়ে নৃপ গৃহেতে আসিয়ে।
দিলেন ঔষধ সব সংগ্রহ করিয়ে॥
তাহে মজ্নু ক্রমে শান্ত হইতে লাগিল।
দেখি রাজা রাণী অতি হর্ষিত হইল॥
কবি কহে ইহা শুদ্ধ লয়লার কল।
আপাততঃ ভাল কিন্তু বৃথা এ কৌশল॥

মজ্নুর বিবাহের উদ্যোগ।

নৃপতি দেখেন নিজ নন্দনে যখন।
উৎকণ্ঠিত চিত নহে সদা সুস্থ মন॥
হইয়াছে গৃহে মতি নাহি অন্য ধ্যান।
কুমতি কুতত্ত্ব ছাড়ি পাইয়াছে জ্ঞান॥

এক্ষণে বিবাহ দিতে উপযুক্ত হয়।
মনস্থ করিয়ে তবে পাত্র প্রতি কয়॥
শুন পাত্রমিত্রগণ বচন আমার।
পরম সুন্দরী কন্যা তত্ত্ব কর তার॥
অতিশয় সুকুমার মম প্রাণধন।
চন্দ্রমুখী কন্যা সঙ্গে করাব মিলন॥
নৃপ আজ্ঞা শুনি কহে সভাসদগণ।
উচিত ইহার সঙ্গে লয়লা-মিলন॥
যার প্রেমে মত্ত হয়ে ছিলনাক জ্ঞান।
তাহার মিলনে পাবে পুন প্রাণদান॥
এতেক শুনিয়ে রাজা সম্মত হইল।
পাত্র-মিত্র বন্ধুজনে আদেশ করিল॥
ত্বরায় সাজ হে তবে এখনি যাইব।
সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ আজি করিয়ে আসিব॥
হরষিত হইয়ে সাজিল সর্ব্বজন।
নৃপতির সঙ্গে রঙ্গে করিল গমন॥
আজ্ঞা পেয়ে যত সেনা চলে অগণন।
ঢাল তলয়ার-ধরা সদা সিংহ-সম॥
তথায় শুনিল সাধু এই সমাচার।
আসিছেন মহীপাল ভবনে আমার॥

মিত্রগণ লয়ে সঙ্গে ভবন হইতে।
রাজার নিকটে গেল আহ্বান করিতে॥
উভয়ে উভয়ে দেখি মহা সুখী মনে।
সমাদরে ভূপে সাধু আনিল ভবনে॥
বাটীতে আসিয়ে সাধু দিল সিংহাসন।
ভূপেরে ভবনে পেয়ে আনন্দিত মন॥
মণিময় সভামাজে সকলে বসায়।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে সে সবায়॥
আতর চন্দন চুয়া থরে থরে রয়।
যার যাহা ইচ্ছা হয় তার ঘ্রাণ লয়॥
পুষ্পের সুগন্ধি বায়ু করিছে ব্যজন।
মনে জ্ঞান হয় যেন ইন্দ্রের ভবন॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে অপরূপ সাজে।
ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড়ে সেই সভা মাজে॥
তম্বুর সারঙ্গ বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
গায়কে গাইছে গান নাহি তানে ভঙ্গ॥
নৃপতি সাধুর কর ধরিয়ে করেতে।
কাতরে কহেন কথা তাহার পরেতে॥
রাখ ওহে মিত্র এক আমার বচন।
এক ভিক্ষা চাই আমি তোমার সদন॥

উত্তর করিছে সাধু কর অনুমতি।
আমিতো কিঙ্কর তব তুমি নরপতি॥
খণ্ডিতে কি পারি আমি তোমার বচন।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
অবশেষে নৃপবর পাইয়ে আভাস।
কহেন বিনয়ে তবে সুধাময় ভাষ॥
মম পুত্র সঙ্গে তব কন্যার সহিত।
ওহে বন্ধু বিভা দিয়ে সুস্থ কর চিত।

নৃপতির প্রতি সাধুর উত্তর।

বিনয়ে কহিছে সাধু শুন হে রাজন্।
কেমনে সম্মত হই ইহাতে এখন॥
জীবনের আশা ত্যজি হয়ে অচেতন।
মজ্‌নু ভ্রমিছে সদা বিজন কানন॥
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে প্রচার নগরে।
উন্মত্ত হইয়ে সদা ফেরে ঘরে ঘরে॥
কুপথে প্রবৃত্ত তারে নিশ্চয় জানিয়ে।
কেমনে কন্যারে দিব জলেতে ফেলিয়ে॥

তাহার সহিত বিভা দিতে না পারিব।
উন্মত্ত কয়েস তব আর কি কহিব॥
শুনিয়ে ভূপতি কন তাহে নাহি ভয়।
ধরাতলে তার তুল্য জ্ঞানী কেবা হয়॥
প্রেমেতে মজিয়ে হল ক্ষিপ্ত নাম তার।
সন্দেহ ইহাতে আর নাহি আপনার॥
প্রত্যক্ষ দেখহে যদি আনি এই স্থান।
দেখিলে তাহারে তব সুস্থ হবে প্রাণ॥
এতেক শুনিয়ে সাধু সম্মত হইল।
রাজসুতে আনিবারে আদেশ করিল॥
ভূপতি কহেন তবে পাত্র মিত্রবরে।
ত্বরায় আন হে সুতে সভার ভিতরে॥
নৃপতির আজ্ঞা মাত্রে মন্ত্রী এক জন।
রাজনিকেতনে তবে করিল গমন॥
রাজপুত্রে নিকটেতে কহে বিবরিয়ে।
তব সঙ্গে সাধুকন্যা দিব মিলাইয়ে॥
শুনি সুখী হয়ে ধীর বাস-ভূষা পরে।
মণিময় অভরণ পরে তার পরে॥
রূপের মাধুরী বেশে দ্বিগুণ বাড়িল।
পুর্ণিমার চাঁদ যেন ভূতলে পড়িল॥

সৈন্যগণ সঙ্গে ধীর আরোহিয়ে করী।
সাধুর সদনে গেল অতি ত্বরা করি॥
সদাগর নিকটেতে প্রণাম করিল।
হেরিয়ে সে রূপ সাধু আলিঙ্গন দিল॥
সভাস্থ সমস্ত লোক কহে পরস্পর।
হেরি নাই হেন রূপ অবনি ভিতর॥
সাধু বলে বুঝিলাম নহে জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে আসক্ত হয়ে হইয়াছে হীন॥
বিবাহ কারণ যত সভাসদগণ।
কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন॥
প্রফুল্লিত সর্ব্বজনে নাহি দুঃখলেশ।
সুখের সাগর-নীরে ভাসিল নরেশ॥
সুমঙ্গল ধ্বনি করি নকিব ফুকারে।
সেলাম জানায় ফিরি প্রতি দ্বারে দ্বারে॥
নর্ত্তকে নাচিছে তালে গায়ক গাইছে।
কাড়া ঢোল নহবত সতত বাজিছে॥
ইতিমধ্যে আসি এক কুক্কুর ত্বরায়।
নির্ভয়েতে রঙ্গ করি প্রবেশে সভায়॥
অপূর্ব্ব কুক্কুর দেখি মজনু সুজন।
সভাসদে জিজ্ঞাসা করিল সেইক্ষণ॥

আহামরি কুক্কুরের হেরি কি লাবণ্য।
পুষেছে ইহারে যেবা সেই জন ধন্য॥
সভামধ্যে কহে কেহ শুনিয়ে বচন।
লয়লার প্রিয় অতি করে সে যতন॥
স্নেহভাবে সদা রাখে নিকটে আপন।
এরে লয়ে বিভাবরী করে সে যাপন॥
শুনিয়ে ধীরের মনে ভাব উপজিল।
প্রিয়াপ্রিয় কুক্কুরেরে আলিঙ্গন দিল॥
চুম্বন করিয়ে করে বক্ষেতে ধারণ।
তদন্তর করিলেন মস্তকে স্থাপন॥
আশ্চর্য্য মানিয়ে কহে সভাসদগণ।
কি হেতু ইহারে বল দিলে আলিঙ্গন॥
শুনিয়ে কহেন ধীর সত্বর হইয়ে।
বিধি সাধিলেন বাদ বিরহে দহিয়ে॥
প্রেয়সীর প্রিয়বর হয় যেই জন।
বহু ভাগ্যফলে হয় তাহার মিলন॥
প্রেয়সীর রূপ জাগে মনে নিরন্তর।
কেমনে তাহারে আমি রাখিব অন্তর॥
হায় রে প্রাণের প্রাণ এ অধীন জনে।
ত্যজিয়াছ ভিন্ন ভাবে কহ না কেমনে॥

প্রিয়ার মিলন সম ধরিল তাহায়।
ঊর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে চারি দিগে চায়॥
এ রূপ দেখিয়ে তায় সাধু মনে করে।
কোন্ গুণে কন্যা দিব এ বাতুল বরে॥
অনন্তর কহিলেন নৃপ-সন্নিধান।
না হয় স্বদেশ ছাড়ি করিব প্রয়াণ॥
তোমার নন্দন সহ বিবাহ না দিব।
বাতুলে বরিলে কন্যা মরমে মরিব॥
ইহার মিলনে হবে কলঙ্ক অধিক।
পুরবাসী লোকে দেবে শত শত ধিক॥
সাধুর শুনিয়ে বাণী হরিষে বিষাদ।
কহে রায় বিধি বুঝি সাধিল এ বাদ॥
সিংহাসনে তবে আর নাহি প্রয়োজন।
করিব এ দেহ-যাত্রা বন পর্য্যটন॥
জগতের সার ধন পুত্রেরে তাজিয়ে।
কিছু সুখ নাই মোর এ রাজ্য লইয়ে॥
বুঝিলাম নিতান্ত বিধির বিড়ম্বন।
উপায় না পাই আর কি করি এখন॥
এত বলি তথা হতে গমন করিল।
দুনয়নে বারি ধারা বহিতে লাগিল॥

পুত্রের প্রতীকারার্থে রাজার পুনর্ব্বার অন্য মুনি-সমীপে গমন।

করি গৃহে আগমন, নৃপতি মৌনেতে রন,
সতত নয়নে নীর বয়।
চিন্তাযুত অনুক্ষণ, সদাই বিরস মন,
পাত্র-মিত্র দেখিয়ে সভয়॥
রাজ্য নাহি পালে আর, দেশ হল ছারখার,
বঞ্চিছে বিষাদে প্রজালোক।
কার ধন কেবা হরে, কেহ বা প্রাণেতে মরে,
ব্যাপিল রাজত্বময় শোক॥
হেরিয়ে রাজ্যের গতি, মন্ত্রী মনে দুঃখী অতি,
রাজার নিকটে আসি কয়।
তুমি রৈলে অন্য মনে, রাজ্য চলে হে কেমনে
গেল রাজ্য ওহে মহাশয়॥
শুনি কন নরেশ্বর, কি কব হে মন্ত্রিবর,
প্রাণ কাঁদে পুত্রের লাগিয়ে।
এ দুঃখসাগর-পারে, লয়ে যেতে যেবা পারে,
তুষি তারে বহু ধন দিয়ে॥

হারাইয়ে সে কুমার, সব দেখি শূন্যাকার,
রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন।
সবে মাত্র সেই ধন, থাকে কিসে সে রতন,
কর সবে তাহার চিন্তন॥
যাতে ত্যজি এ কুমতি, গৃহধর্ম্মে করে মতি,
বন ত্যজি ভাল বাসে গেহ।
তুমি প্রিয় মন্ত্রিবর, মম এই বাক্য ধর,
এমন উপায় করি দেহ॥
এক আসন্তুক জন, আসি তথা সেই ক্ষণ,
নিবেদিল ভূপতি সমুখে।
গ্রামের নিকটতর, আছে এক মুনিবর,
শুনিয়াছি আমি লোকমুখে॥
পৃথিবী মধ্যেতে আর, কেহ নহে তুল্য তার,
জপ যজ্ঞ হোমেতে তৎপর।
ইষ্ট-নিষ্ঠ সাধুমতি, সদা প্রীতি ধর্ম্ম প্রতি,
যাঁরে সদা সদয় ঈশ্বর॥
তাঁহার নিকটে চল, হবে সব সুমঙ্গল,
করিবেন কৃপাকণা দান।
জানাইলে দুঃখ তব, শীঘ্র শান্ত হয়ে সব,
গৃহে রবে ওই সুসন্তান॥

শুনি নৃপ ত্বরাত্বরি, পুত্র নিল সঙ্গে করি,
বন্ধন হইয়ে আশা-পাশে।
মুনীন্দ্র আছেন যথা, উপনীত হয়ে তথা,
নিবেদিল অতি নম্রভাবে॥
এই প্রিয় পুত্র মোর, প্রিয়া-প্রেমে হয়ে ভোর,
হইয়াছে বাহ্যজ্ঞানহীন।
নাহি মানে বাপ মায়, হায় হায় একি দায়,
হইতেছে ক্ষিপ্ত দিন দিন॥
বুঝাই ইহারে যত, আরো ক্ষিপ্ত হয় তত,
তারে ভাবি ত্যজিল সকল।
বিষম পিরীতে মন, ভাবি ভাবি অনুক্ষণ,
নিতান্তই উন্মত্ত কেবল॥
উপায় করিয়া দেহ, পুত্র বিনা নাহি কেহ,
বৃথা মম সকল সংসার।
কৃপা করি এই দীনে, দিন দিয়া দিনে দিনে,
মর্ম্ম ব্যথা ঘুচাও আমার॥
রাজার বিষাদ শুনি, মুনি মহা দুঃখ গুণি,
কহিলেন কয়েসে তখন।
ত্যজি হেন রাজ্য ধন, পিতামাতা আত্মজন,
কেন ভ্রম বন উপবন॥

মজি প্রেম-পারাবারে, মায়া-পাশ একেবারে,
কেন কেন করিলে ছেদন।
পিরীতে মজিয়ে গিয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
ক্ষিপ্ত বেশ করেছ ধারণ॥
তাই বলি যুক্তি ধর, মিছে প্রেম প্রেম কর,
মনোসুখে রহ গৃহবাসে।
জ্ঞানবান হয়ে কেন, হইলে উন্মত্ত যেন,
গৃহত্যাগী পোড়া প্রেম-আশে॥
না বুঝ তাহার মর্ম্ম, কুলটার কোথা ধর্ম্ম,
বাহিরেতে প্রণয় প্রকাশে।
অন্তরে গরল-ভার, বুঝে উঠে সাধ্য কার,
ছলে কলে কত মত ভাষে॥
শুনি ধীর এই বাণী, যোড় করি দুই পাণি,
কহিছেন মুনি-সন্নিধানে।
মম মন কে জানিবে, মম ভাব কে বুঝিবে,
আমি জানি আর সেই জানে॥
মাটী মম সিংহাসন, করেছেন নিরঞ্জন,
এতে সুখ বড় তপোধন।
মাতাপিতা আত্মগণ, কোথা রবে বন্ধু জন,
সবে শব হইবে যখন॥

ধরাতলে ধন্য সেই, ভালবাসা জানে যেই,
আর আমি কব কি গোসাঁই।
মুখে প্রেম করে দান, না হেরিলে যায় প্রাণ,
সেই বন্ধু বিনা আর নাই॥
প্রকাশিয়ে অনুরাগ, আমার প্রেমের যাগ,
জাগে তার মনে অনুক্ষণ।
মম স্থখে সেই স্থখী, মম দুখে সেই দুখী,
স্নেহ করে কে আর তেমন॥
ভিন্ন কায়া মাত্র তার, ভিন্ন নহে কিছু আর,
সেই মোর ধন জন গেহ।
সেই মম ধ্যান জ্ঞান, সেই সে আমার প্রাণ,
সেই ভিন্ন নাহি মোর কেহ॥
অসার সংসার সব, ক্ষণ মাত্রে হয় শব,
কি করিবে পরিবারগণ।
আশা-পাশ করি নাশ, যখন ফুরাবে শ্বাস,
কেবা কোথা রহিবে তখন॥
কেহ নাহি যাবে সঙ্গে, শুদ্ধ যাবে প্রেম-রঙ্গে,
পূর্ব্বরাগ হয়ে আগে আগে।
তাই বলি তপোধন, কর সেই আয়োজন,

যাতে পাই তারে অনুরাগে।
তেমন রূপতো আর, ত্রিভুবনে পাওয়া ভার,
হেরিলে অমনি স্মর জাগে॥

লয়লার যৌবনাবস্থার রূপ বর্ণন।

বর বেণী যখন বিনায় বিনোদিনী।
হেলে দোলে খেলে যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥
শশীতে কলঙ্ক আছে বৃদ্ধি আর হ্রাস।
সে মুখ-চাঁদেতে সদা পূর্ণিমা প্রকাশ॥
কে বলে উত্তম পঞ্চশর-শরাসন।
প্রেয়সীর ভুরু-ধনু স্মরবিমোহন॥
নিন্দি ইন্দীবর আর কুরঙ্গ খঞ্জন।
রচিয়াছে বিধি তার নয়ন-রঞ্জন॥
নাসা দেখি খগপতি হইল খচর।
জিনিয়ে সুপক্ক বিম্ব তার ওষ্ঠাধর।
দশন মুকুতা পাঁতি জিনি মনোহর॥
মৃদু হাসে তমো নাশে নিন্দি সৌদামিনী।
কোকিল বিকল করি অমৃতভাষিণী॥
ভুজলতা দেখিয়ে মৃণাল অভিমানে।
জলে প্রবেশিল গিয়ে বিকলিত প্রাণে॥

স্তনের তুলনা তার করিকুম্ভ নয়।
তবে কেন অঙ্কুশের শাস্তি তায় হয়॥
জিনিয়ে ডমরু চারু হরি-মধ্যস্থান।
মাজা খানি বিধি তার করেছে নির্ম্মাণ॥
মরি কিবা সুগভীর নাভি-সরোবর।
থরে থরে ত্রিবলির শোভা মনোহর॥
নিতম্বের শোভা তার কি বর্ণিব আর।
হতে পারে মাটীর মহী কি তুলা তার॥
রাম-কদলীর তরু সরল কে কয়।
করিকর জিনি উরু চারু অতিশয়॥
কোকনদ জিনি তার চরণ-যুগল।
কনক চম্পক জিনি অঙ্গুলী সকল॥
গজেন্দ্র মরাল জিনি সুচারু-গামিনী।
সে রূপের তুল্য নহে স্থির সৌদামিনী॥
হাব হাস লাবণ্য মাধুর্য্য ভঙ্গী ভাব।
হেরিলে হরে রে চিত্ত উঠে কত ভাব॥
লয়লার রূপ না দেখেছে যেই জন।
ধরাতলে ধরে সেই বৃথাই জীবন॥
বলিতে বলিতে ধীর হয়ে অন্য মন।
সে স্থান হইতে শীঘ্র করে পলায়ন॥

এবনেচ্ছালাম নামক ভূপতির সহিত লয়লার বিবাহোদ্যোগ।

লয়লার রূপ বার্ত্তা গেল দেশে দেশে।
মজনু হয়েছে যোগী যার প্রেমাবেশে॥
রূপের মাধুরী শুনি সকলে বিস্মিত।
না দেখিয়ে সবে হয় অতি উৎকণ্ঠিত।
কেহ বা অমনি যায় আরব নগরে।
মোহিত হইয়ে অতি কন্দর্পের শরে॥
যে রূপ সুন্দর কবি বিদ্যার কারণ।
ছয় দিনে বর্দ্ধমানে করে আগমন॥
এবনেচ্ছালাম নামে ভূপতি-তনয়।
লয়লার রূপ শুনি বিমোহিত হয়॥
মনোদুখে অধোমুখে রহে নিরন্তর।
অধৈর্য্য হইয়ে স্মরশরে জ্বর জর॥
হইল উন্মত্ত প্রাণ ভেবে ভেবে মনে।
সদা ইচ্ছা রূপ তার দেখিবে কেমনে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি সদা সেই রূপ ধ্যান।
প্রেমেতে উন্মত্ত হয়ে হারাইল জ্ঞান॥

ভূপাল-তনয়ে দেখি পাত্র-মিত্রগণ।
যত উপদেশ দেয় না করে শ্রবণ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শেষে সকলে সত্বর।
সকল বৃত্তান্ত কহে নৃপের গোচর॥
ব্যাকুল হলেন রাজা এসব শুনিয়ে।
দুঃখানলে দগ্ধ হন পুত্রের লাগিয়ে॥
কহে রায় কেবা দিল দারুণ সংবাদ।
সাধিল প্রমোদে মোর বিষম প্রমাদ॥
আরব-পতির পুত্র কয়েস সুজন।
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে যাহার কারণ॥
যে কারণে সে জন সংসার ত্যজিয়াছে।
মম পুত্র সেই রূপ ক্ষিপ্ত হয় পাছে॥
ইহার উপায় নাই সে বালা-বিহনে।
এই যুক্তি স্থির তবে করে মনে মনে॥
পাত্র-মিত্র-সভাসদে কহেন তখন।
আরব নগরে আমি করিব গমন॥
অনুমতি পেয়ে সবে সাজিল ত্বরায়।
ভূপতির সঙ্গে রঙ্গে চলিল সবায়॥
উপনীত হল সবে আরব নগরে।
সাধু আসি গৃহে লয়ে গেল সমাদরে॥

মণিময় সভাগৃহে অপূর্ব্ব আসনে।
বসাইল মহারাজে পরম যতনে॥
সুগন্ধি চন্দন চুয়া নানা পুষ্পহার।
থরে থরে সাজাইয়ে রাখে চমৎকার॥
সবাকার অঙ্গে দেয় গোলাপ আতর।
সৌরভে মোহিত হয় সবার অন্তর॥
মহীপাল সদাগর বসি এক স্থলে।
দুই জনে কথোপকথন কুতূহলে॥
ভূপতি কহেন তবে সদাগর প্রতি।
মম নিবেদন এক শুন মহামতি॥
পুত্র এক আছে মোর পরম সুন্দর।
বৃহস্পতি সম সেই বুদ্ধির সাগর॥
অতি প্রিয়ম্বদ ধীর বয়স নবীন।
তার রূপ বর্ণে কেবা এমন প্রবীণ॥
তব কন্যা সহ দেহ বিবাহ তাহার।
এই নিবেদন মোর নিকটে তোমার॥
রাজার বচনে সাধু সম্মত হইল।
প্রণয় বচনে তবে উত্তর করিল॥
এ দীনে করুণা করি আইলে হেথায়।
পূর্ণ হল মম আশা তব করুণায়॥

অঙ্গীকার করিলাম শুন নরপতি ।
বিভা দিব কন্যা তব পুত্রের সংহতি ॥

লয়লার বিবাহের উদ্যোগ ।

রাজার বচনে সাধু করিয়ে যতন ।
কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন ॥
আত্মীয়গণেরে সাধু সমাচার দিল ।
শুনিয়ে সে কথা সবে হরিষ হইল ॥
নগরেতে এই রব হইল ঘোষণা ।
প্রমোদে প্রমদাগণ হইল মগনা ॥
আত্ম্য-জন যত সাধু-বাসে উপনীত ।
সহাস্য-বদনে সবে পুলকে পূর্ণিত ॥
রাগভরে কুলাচার্য্য বিবাহ কারণ ।
অতি শুভক্ষণ এক করে নিরূপণ ॥
প্রফুল্ল হইয়ে সাধু দাসগণ প্রতি ।
অতি অনুরাগে সবে করে অনুমতি ॥
যে যে দ্রব্য বিবাহেতে হয় প্রয়োজন ।
ত্বরায় কর রে তাহা সব আয়োজন ॥
বিবাহের দিন যবে নিরূপণ ছিল ।
কাল সম সেই কাল নিকট হইল ॥

লয়লা ভাবিছে মনে একি হল দায়।
প্রাণপ্রিয় পতি মম রহিল কোথায়॥
হায় কি হইল মোরে না দেখি সে জনে।
অন্য কারে নাহি জানি শয়নে স্বপনে॥
অন্যেরে বরিবে মোরে একি ঘোর দায়।
কি আর কহিব আমি সে পিতামাতায়॥
একে মোর লেগে আছে কপালে আগুন।
আবার ইহাতে তাহা বাড়িল দ্বিগুণ॥
এই রূপ চিন্তা করে গোপনে বসিয়ে।
মৌন ভাবে রহে সদা দুঃখিতা হইয়ে॥
সখীগণ মেলি কভু পরিহাস করে।
এত দিনে পেলে তুমি মনোমত বরে॥
আমন্ত্রিত সর্ব্ব জনে আমোদ প্রমোদে।
মনোদুঃখে রহে বালা পড়িয়ে বিপদে॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী যত সুন্দর নাচিছে।
কলাবত আদি যত গায়ক গাইছে॥
গাইছে মধুর স্বরে নাহি তালে ভঙ্গ।
ভাঁড়ে করে ভাঁড়ামি করিয়ে কত রঙ্গ॥
এমন সময়ে তবে পাত্র-মিত্রগণ।
সাধু প্রতি কহে সবে বিবাহ কারণ॥

শুভক্ষণে শুভ কর্ম্ম কর সমাপন।
কন্যার বিবাহ দিতে উচিত এখন॥
অনুমতি পেয়ে সবে প্রফুল্ল হইল।
নৃপসুত সঙ্গে করি সভায় আইল॥
সাধুর গৃহিণী হয়ে হরষিত মতি।
ঘটকিনী প্রতি শীঘ্র করে অনুমতি॥
লহ বস্ত্র অভরণ অতি ত্বরা করি।
সাজাও যতনে আজি লয়লা সুন্দরী॥
ঘটকিনী যায় তবে লয়লার কাছে।
দেখে ধনী মৌনেতে মাটীতে বসি আছে॥
ঈষদ্ হাসিয়ে গিয়ে নিকটে বসিয়ে।
আঁখি ঠারি মৃদুভাষে কহে বিনাইয়ে॥
দিয়াছেন বিধি তোরে যৌবনের ভার।
যুবক-বিহীনা হলে সকলি অসার॥
রসিক সুজন বর এসেছে সভায়।
প্রেমামৃত রসে শীঘ্র সুস্থ কর তায়॥
নবীন যুবতী হয়ে কিসের কারণ।
হরণ করিছ কাল বৃথাই এমন॥
আজি তব শুভ দিন বিবাহ হইবে॥
সুধাকর কুমুদিনী একত্রে মিলিবে॥

হে নব-ললনা দেখ এ সুখ-শর্ব্বরী।
বিফলেতে নষ্ট হয় আহা মরি মরি॥
ভাগ্যক্রমে পাবে আজি বর মনোমত।
রাজার মহিষী হয়ে সুখী হবে কত॥
ত্বরায় ধারণ কর বস্ত্র অভরণ।
সুগন্ধি চন্দন কর অঙ্গেতে লেপন॥
নয়নে অঞ্জন দেহ করিয়ে রঞ্জন।
সাজ, সাজ বিনোদিনি ভুবনমোহন॥
কেন কেন হলে হেন বিষাদিনী প্রায়।
ক্ষান্ত হও রসবতি ধরি তোর পায়॥
সুখের রজনী আজি বিফলেতে যায়।
রহিয়াছে তব পতি তোমার আশায়॥
সুন্দরি বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
বেশ-ভূষা করি শীঘ্র কর আগমন॥
এরূপ বচনে ধনা কুপিতা হইয়ে।
ঘটকিনী প্রতি কহে তর্জ্জিয়ে গর্জ্জিয়ে॥
শোন্ ঘটকিনি তুই আমার বচন।
প্রবোধ বাক্যেতে তোর নাহি প্রয়োজন॥
বিরহ-দহনে মোরে করিছে দহন।
জীবনের আশা ত্যজি প্রিয়ের কারণ॥

সেই মম প্রাণনিধি সেই সে জীবন।
দিয়াছেন বিধি মোরে সেই রত্নধন॥
এত বলি কাঁদে বালা ব্যাকুল অন্তরে।
ধারা বহে ধরাতলে নয়ন-সম্বরে॥
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে হানে কপালে কঙ্কণ।
অধীরা হইল ধীরা নাথের কারণ॥
বলে বিধি একি তব বিধি নিদারুণ।
কি দোষ পাইয়ে পুন হইলে বিগুণ॥
দিন কত দিয়ে সুখ অবশেষ পুন।
জ্বেলে দিলে একেবারে কপালে আগুন॥
উন্মত্ত বারণ মন মানে কি বারণ।
তাঁর প্রেম-পথে সদা করিছে ভ্রমণ॥
ধরাতলে তিনি বিনে কে আছে আমার।
তাঁরে ছাড়া হয়ে মোর প্রাণ বাঁচা ভার॥
হায় হায় একি দায় কি কব বিধিরে।
সম্পদ ঘটায়ে দুঃখ ঘটায় অচিরে॥
মস্তকের শিরোমণি হৃদয়-রতন।
হায় হায় কোথায় সে রহিল এখন॥
হৃদয়ের মণিহার সুখের নিধিরে।
দিয়ে কেন ওরে বিধি পুন লও ফিরে॥

আলু থালু হল বালা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
ঘন ঘন শ্বাস বহে অনল জিনিয়ে॥
ঘটকিনী প্রতি কহে কত কুবচন।
বলে বেশ-ভূষা আর নাহি প্রয়োজন॥
এ আশা ত্যজিয়ে তুই কর্ পলায়ন।
নিরর্থক অনুযোগ কিসের কারণ॥
সেই মম ধ্যান জ্ঞান সেই প্রাণধন।
তাহার বিরহে নাহি জানি অন্য জন॥

লয়লার বিবাহের অসম্মতি-শ্রবণে মাতার তিরস্কার।

ত্বরা করি ঘটকিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
চলিল সে গৃহিণীর কাছে।
আলু থালু কেশ-বেশ, দুর্গতির নাহি শেষ,
আইল শ্রেষ্ঠিনী যথা আছে॥
কহে শুন ঠাকুরাণি, না শোনে সে হিতবাণী,
বসে আছে বিরস-বদন।
যোগী যেন যোগাসনে, বসে রহে এক মনে,
নাহি কিছু বাক্য আলাপন॥

বিবাহের বার্ত্তা শুনি, বিষম বিষাদ গুণি,
বারিধারা বহিছে নয়নে।
দিছে কেন অকারণ, কর আর জ্বালাতন,
বিভা দেহ মজ্‌নুর সনে ॥
ঘটকিনী-বাণী শুনি, শ্রেষ্ঠিনী প্রমাদ গুণি,
শীঘ্র যায় কন্যার মহলে।
বহ্নি জিনি বহে শ্বাস, আলু থালু কেশ-বাস,
লাজে খেদে নেত্র ভাসে জলে ॥
কন্যা দেখি উন্মাদিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
ঘন শিরে করাঘাত করে।
বলে ওলো অভাগিনি, হলি কুলকলঙ্কিনী,
কি ক্ষণে জন্মিলি মোর ঘরে ॥
কেন এ কুমতি তোর, হইলি পাগল ঘোর,
প্রমাদ পাড়িলি ভাল শেষে।
ভাল পড়া পড়েছিলি, এই বিদ্যা কি শিখিলি,
কলঙ্ক রটালি দেশে দেশে ॥
সকলে শুনি এ কথা, নিন্দা করে যথা তথা,
ছার খার হয় কুল-মান।
শুনিলে সাধু এ কথা, পাইবে মরমে ব্যথা,
হবে তার অতি অপমান ॥

হায় কে সাধিল বাদ, প্রমোদেতে কি প্রমাদ,
কতই গঞ্জনা আর সব।
তোরে বৃথা করি রোষ, মোর কপালের দোষ,
ইহা আমি কারে আর কব॥
কে না যায় বিদ্যাগারে, বিদ্যা লাভ করিবারে,
তুই বিদ্যা এই কি শিখিলি।
শুদ্ধ করি প্রেম-তত্ত্ব, হলি লো বিষনমত্ত,
জন্মে তুই কেন না মরিলি॥
ওরে বিধি নিদারুণ, তোমার কি কব গুণ,
কপালে আগুন জ্বেলে দিলি।
কেন দিলি হেন মেয়ে, তুই কেন এর চেয়ে,
মোরে বন্ধ্যা করে না রাখিলি॥
আমি জানি মহীধন্যা, লয়লা আমার কন্যা,
প্রশংসা আছে রে সর্ব্বঠাঁই।
অতি রূপ-গুণ-যুত, মহামান্য রাজসুত,
মনোসুখে করিব জামাই॥
দেখি তোর কি কুরীত, হিতে হল বিপরীত,
হেলা কর আমার বচন।
কেন পাগলের তরে, কাল কাট সকাতরে,
তারে আর না পাবি কখন॥

রম্য বেশ-ভূষা পর, ত্বরা যাও বাসঘর,
পাবি বর রূপের নাগর।
মনেতে ধৈরয ধর, যৌবন সফল কর,
লয়ে সুখে গুণের সাগর॥
মাতার বচন শুনি, বিষম বিষাদ গুণি,
মনোদুখে রহিল যুবতী।
বলে বিনা মনোচোর, বিরহ-অনল মোর,
নিবাইতে কাহার শকতি॥

মাতার প্রতি লয়লার উত্তর।

মাতা যত কহে, কন্যা মৌনে রহে,
কেবল মজ্‌নু ধ্যান।
আঁখি ছল ছল, কাঁদিয়ে বিকল,
সেই ভিন্ন নাহি জ্ঞান॥
কেঁদে কহে ধনী, শুন গো জননি,
কেন কহ কুবচন।
তাহার পিরীতে, মজায়েছি চিতে,
সেই মম প্রাণ-ধন॥
সেই মম পতি, নাহি অন্য গতি,
নাহি অন্যে প্রয়োজন।

না পাই ভাবিয়ে, পাই কি করিয়ে,
সেই মম প্রিয়জন ॥
শ্রীপদ তাঁহার, জানি আমি সার,
সেই পদে মতি গতি।
সেই ধ্যান জ্ঞান, সেই মম প্রাণ,
সেই সে আমার পতি ॥
জানে জগজন, লয়লার মন,
মজেছে মজ্‌নু প্রতি।
কেন বাক্য-শর, হান নিরন্তর,
নাহি অন্যে মম মতি ॥
তাঁরে কিসে পাব, জীবন জুড়াব,
যে করে আমার মন।
প্রেম-আশে তাঁর, জীবন আমার,
বেঁচে আছে এতক্ষণ ॥
তিনি বিনে আর, কেহ গো আমার,
নাহি ত্রিভুবন মাজে।
বস্ত্র আভরণ, সব অকারণ,
তিনি বিনা নাহি সাজে ॥
কি কাজ জীবনে, হারায়ে সে ধনে,
অন্যে কিবা প্রয়োজন।

জননী হইয়ে, বাৎসল্য ত্যজিয়ে,
কেন কর জ্বালাতন ॥

বিবাহ রাত্রিতে লয়লা কর্ত্তৃক এবনে-ছ্ছালামের দুর্গতি।

সাধুর গৃহিণী দেখে নিজ তনয়ায়।
পাঠাতে বাসর ঘরে নাহিক উপায় ॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল এখন।
পাগলের প্রেমে মজি না শোনে বারণ ॥
অবশেষে কহে রামা ক্রোধে করি ভর।
ওরে ঘটকিনি শোন্ আমার উত্তর ॥
অতি বল করি ধরি লয়লার করে।
ত্বরিতে প্রবেশ কর জামাতার ঘরে।
মিলাইয়ে দেহ দোঁহে সুখদ বাসরে ॥
এতেক শুনিয়ে ঘটকিনী ত্বরা করি।
লয়লারে লয়ে গেল বলে করে ধরি ॥
ভূপতি-তনয়ে কন্যা দিল সমর্পিয়ে।
বলে সুখে বঞ্চ রাতি কামিনী লইয়ে ॥

এত দিনে হলে তুমি লয়লার কান্ত।
প্রমোদে প্রমদা লয়ে সুখী কর স্বান্ত ॥
এত বলি ঘটকিনী এল শীঘ্রগতি।
লয়লার রূপ দেখি ভুলিল ভূপতি ॥
নত শিরে রহে কন্যা ভাবে মনে মনে।
হায় রে বিধাতা তোর এই ছিল মনে ॥
বসেছিল বর তার শয্যার উপর।
খাট হতে নামি ধরে প্রেয়সীর কর ॥
তার পরে শয্যোপরে বসাইতে চায়।
সাধিয়ে তুষিয়ে কত পড়িয়ে ধরায় ॥
লয়লার ভাব দেখি বিস্মিত হৃদয়।
বলে হায় বিধি কেন হইলে নিদয় ॥
মৃদুভাষে তোষে তারে চরণেতে ধরি।
এ অধীনে কেন বাম হইলে সুন্দরি ॥
এই আসে আসে বলি আসার আশায়।
রহিয়াছে মনঃপ্রাণ চাহিয়ে তোমায় ॥
চাহিয়ে তোমার পথ রয়েছে নয়ন।
পলকে পলকে হয় প্রলয় যেমন ॥
না তুষিবে প্রাণ যদি কেন তবে আসা।
আশা পক্ষে আসা নয় আসা প্রাণ-নাশা ॥

প্রাণ মন সঁপিলাম ভাবিয়ে সরল।
কে জানে তোমার মনে ছলনা গরল ॥
হরে নিলে মনঃপ্রাণ হে নব-ললনা।
তবে কেন দীন-দাসে কর হে ছলনা ॥
আসিবা মাত্রত মোর হর প্রাণ মন।
উচিত কি হয় তব করিতে এমন ॥
নিরখি নবীন চাঁদ চকোর যেমন।
সগর্ব্ব গগণে করে সঘন গমন ॥
এ সময়ে হয় যদি ভাস্কর প্রকাশ।
আকাশে গিয়ে সে শুধু নিরখে আকাশ ॥
সেই রূপ মম ভাব হইল এখন।
প্রাণ মন আমার হতেছে জ্বালাতন ॥
তোমার অধীনী আমি জানিবে নিতান্ত।
তুমি দুঃখ শান্ত কর অথবা কৃতান্ত ॥
রাজসুত কহে যত প্রেমের প্রসঙ্গে।
লয়লা সতীর যেন বাণ বেঁধে অঙ্গে ॥
প্রেমের আবেশে বর হইল অধর।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে স্মরে জর জর ॥
ভাবেতে বুঝ হে যত রসিক সুজন।
অগ্নি-তাপে ঘৃত করে যে ভাব ধারণ ॥

অস্থির হইয়ে বর ধরে তার করে।
পদাঘাত করে বামা মস্তক উপরে ॥
লাথি খেয়ে পড়ে নৃপ ধরায় ত্বরায়।
ছিল না এমন কেহ ধরে আসি তায় ॥
বিষম কাতর বর দুঃখে দেহ দহে।
আবার ভাবেন পেটে খেলে পিঠে সহে ॥
এবার লয়লা বুঝি ভজিবে আমায়।
আবার ধরায় বসি ধরে তার পায় ॥
পুন ক্রোধভরে ধনী পদাঘাত করে।
অচেতনে পড়ে বর ভূমির উপরে ॥
সক্রোধে কামিনী কহে করিয়ে তর্জ্জন।
চাহ দুষ্ট পর দ্রব্য করিতে হরণ ॥
কেমন সাহস তোর মনে ভয় নাই।
হইবে আমার পতি ভেবেছ কি তাই ॥
শুন রে দুর্জ্জন তোরে করি আমি মানা।
শিবা হয়ে সিংহ-দ্বারে দিস নাকো হানা ॥
তোরে যদি ভজি তবে ধিক্ এ জীবনে।
হেন মতি হলে ডুবে মরিব জীবনে ॥
দূর হও হেথা হতে এখনি সত্বরে।
আপনার প্রাণ লয়ে যাহ নিজ ঘরে ॥

জন্ম কালে বিধি মোর লিখিয়াছে ভালে।
মজ্‌নু বিহনে পতি নাহি কোন কালে॥
সেই মম প্রাণপতি নাহি জানি অন্যে।
কলঙ্কের ডালা মোর শিরে যার জন্যে॥
লয়লা সুন্দরী ইহা বলিয়ে অমনি।
ক্রোধে পুন কিল লাথি মারিল তখনি॥
লাথি কিলে নৃপসুত অস্থির হইয়ে।
পড়িল অধর হয়ে চীৎকার করিয়ে॥
শব্দ শুনি অমনি রমণীগণ ধায়।
বর-কন্যা যথা আছে আইল ত্বরায়॥
দেখে আসি ধরাতলে পড়িয়ে সে বর।
নয়নের নীরে ভাসে বিষম কাতর॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল আবার।
দুর্ম্মতি লয়লা বুঝি করিল প্রহার॥
সাধুর গৃহিণী আর সেই ঘটকিনী।
দেখে বর পড়ে আছে লোটায়ে মেদিনী॥
দ্রুত ঘটকিনী তারে লয় কোলে করি।
বসাইল পুন বরে পালঙ্ক উপরি॥
কহে নৃপসুত ইহা করিয়ে রোদন।
দারুণ প্রহারে মোর কাতর জীবন॥

প্রিয়ার প্রেমের দায় প্রাণ বাঁচা ভার ।
এ প্রেমের চেয়ে ভাল বিরহ আমার ॥
ইহারে আমার আর নাহি প্রয়োজন ।
স্বেচ্ছায় ইহারে আমি করিব বর্জ্জন ॥
বুঝি বা ভাগ্যের বলে বাঁচিল জীবন ।
নতুবা যেতাম আমি শমন ভবন ॥
এত বলি ত্বরা করি ত্যজিয়ে আসন ।
ম্লানমুখে বাহিরেতে করিল গমন ॥

লয়লার প্রতি পিতার ভর্ৎসনা ।

লাজে খেদে ক্রোধে সাধু হইয়ে অধর ।
কন্যারে ভর্ৎসনা করে ভালে হানি কর ॥
কুকর্ম্মেতে নাহি সুখ দুঃখ অতিশয় ।
একবারে জলাঞ্জলি দিলি লাজ ভয় ॥
কুল-মান সব গেল তোমার কারণ ।
কলঙ্ক রটিল মোর জুড়িয়ে ভুবন ॥
তোর মত দুষ্টা মেয়ে আছে কোথা কার ।
বিবাহ রাত্রিতে করে বরেরে প্রহার ॥
জগত্ জুড়িয়ে মোরে সবে ব্যঙ্গ করে ।
উঠিল কলঙ্ক-ধ্বজা নগরে নগরে ॥

উচ্চ মাতা হল হেট কে মানিবে আর।
যত গর্ব্ব হল খর্ব্ব মান ছারখার॥
কালামুখি কলঙ্কিনি কুল মজাইলি।
ধর্ম্মভয় জাতি-কুল সকলি ত্যজিলি॥
প্রথম বয়সে গুণ ছিল কত মত।
পাগলে মজিয়ে শেষে সব হল হত॥
ভাল বরং ছিল তোর জন্মিয়ে মরণ।
বাঁচিয়ে রহিলি বুঝি ইহারি কারণ॥
এমন পাপিনী আর কে আছে ভূতলে।
গুণের সাগরে ত্যজি ভজে কে পাগলে॥
সবে বলে কন্যা মম অতি বিদ্যাশালী।
কি বিদ্যা শিখিলি শুধু কলঙ্কের ডালি॥
সন্তান না হত বরং তাহা ছিল ভাল।
কেন বা জন্মিলি তুই ত্রিকুলের কাল॥
দূর হও কলঙ্কিনি কুল ডুবাইলি।
আপনি মজিলি আর মোরে মজাইলি॥

পিতার প্রতি লয়লার উক্তি।

মাতাপিতা সঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
যাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় করিব এমন॥

সহোদর সহোদরা চাহিনাক কারে।
যার আশে বেঁচে আছি ত্যজিব না তারে॥
পাগলের হেতু মোর দহিতেছে মন।
তাহার বিরহে আর না রহে জীবন॥
যে করে আমার মন কহিব কাহারে।
যে জানে আমার মন চাহি আমি তারে॥
যা জান তা কর ত্বরা ত্যজিয়ে আমায়।
তোমাদের আর কিছু না রহিবে দায়॥
ওগো পিতা মোরে তুমি দেহ বনবাস।
কি ভয় দেখাও মোর নাহি কিছু আশ॥
কলঙ্ক হয়েছে মম প্রেমের কারণে।
জেনে শুনে অন্য বর আনিলে কেমনে॥
বিভা দিতে চাহ মোরে আনি অন্য বর।
মম প্রাণ বরে চাহ করিতে অন্তর॥
এ রূপ কে করে বল পৃথিবী ভিতর।
ত্যজি পতি করে উপপতি সমাদর॥
কার পিতামাতা বল আছে গো এমন।
কন্যারে কুলটা করে না শুনি কখন॥
যত দিন আমার থাকিবে এ জীবন।
তিনি বিনা অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন॥

বার বার আর না কর গো জ্বলাতন।
নাথের বিরহে মোর দহিছে জীবন॥

মজ্নুর নিকটে শ্রেষ্ঠি কর্ত্তৃক এক দূতী প্রেরণ

দুহিতার এ উত্তর করিয়ে শ্রবণ।
অধোবদনেতে সাধু ভাবেন তখন॥
প্রাচীনা রমণী এক ছিল সে নগরে।
তাহার অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাচরে॥
কত শত সুরূপিণী কুলবধূগণ।
দেখিতে না পায় যারা রবির কিরণ॥
তাহারাও তার মিষ্ট বচনেতে ভুলে।
অনায়াসে তার বাক্যে কালী দেয় কুলে॥
উপপতি-পরায়ণা যত নারীচয়।
সমাদর করে তারা তারে অতিশয়॥
আহা কিবা গুণ তার বলিহারি যাই।
তাহার তুলনা আমি কোথায় না পাই॥
কথার কৌশলে কভু বিচ্ছেদ ঘটায়।
তাহার অগম্য নাই সর্ব্বত্রেই যায়॥

সেই রমণীরে সাধু আনি সম্বোধিয়ে।
সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে॥
শুন শুন ওগো মেয়ে কহি তব কাছে।
তোমার অসাধ্য কিবা ত্রিভুবনে আছে॥
তব গুণ আমার নহেতো অগোচর।
তব যশে ভরা ধরা জানে সর্ব্ব নর॥
এই হেতু বলি আমি তোমার সদন।
কৃপা করি মম আশা কর গো পূরণ॥
মজ্‌নুর সহ মোর কন্যার প্রণয়।
হইয়াছে জানে সবে গোপনীয় নয়॥
ধরায় ধরে না মোর অপযশ আর।
ঘরে ঘরে সবে করে নিন্দা অনিবার॥
দুহিতার মন যাতে অন্য রূপ হয়।
এই রূপ কর তুমি হইয়ে সদয়॥
যাহা চাবে তাহা দিব কহিলাম সার।
বহু ধন দানে মন তুষিব তোমার॥
মজ্‌নু কাননে আছে লয়লা কারণ।
ত্বরায় তথায় তুমি কর গো গমন॥
গরবেতে কহে দূতী সাধুর কথায়।
অসাধ্য ঘটাতে মোর নহে কিছু দায়॥

এ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম কহ মহাশয়।
ধরাতলে কোন কার্য্য অসাধ্য তো নয়॥
কারো গলে দিতে পারি পিরীতের ফাঁদ।
কারো হাতে ধরে দি গো গগণের চাঁদ॥
ছলেতে ভুলাতে পারি মুনিজন-মন।
তাই বলি ইহা লাগি না কর চিন্তন॥
এত বলি হাসি হাসি হইয়ে বিদায়।
মজ্‌নু উদ্দেশে দূতী দ্রুত বনে যায়॥
রোদন-বদনে বনে করিয়ে প্রবেশ।
ভ্রমিয়ে বেড়ায় যেন পাগলিনী বেশ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কুমারে তথায়।
ধূলায় পড়িয়ে আছে যেন শব প্রায়॥
নাহি জ্ঞান অচেতন হয়ে শক্তিহীন।
জলাভাবে যে রূপেতে পড়ে থাকে মীন॥
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবিতে ভাবিতে।
অচেতনে শয়ন করেছে ধরণীতে॥

মজ্‌নু নিকটে দূতী গিয়ে করি ছল।
সুধা মাখা বাণী কহে নেত্রে ঝরে জল॥
আমার বচন শুন ওরে বাছাধন।
কেন ক্লেশ পাও আর লয়লা কারণ॥

সেতো স্বীয় প্রিয় সহচরীগণ সঙ্গে।
মনের হরিষে হরিতেছে কাল রঙ্গে॥
জনক-জননী ত্যজি কাননেতে আসি।
যার প্রত্যাশাতে তুমি হলে বনবাসী॥
বিয়া করিয়াছে সেই নৃপতি-নন্দন।
তোমারে সে মনে যাতু না করে কখন॥
যার লাগি বাপধন তুমি দুঃখী অতি।
সেতো বঞ্চিতেছে সুখে লয়ে অন্য পতি॥
ভূষণে ভূষিতা হয়ে পরিয়ে বসন।
কবরী বেঁধেছে শিরে অতি সুশোভন॥
গজমতি হার গলে অতি অপরূপ।
লক্ষ্মী দেবী লজ্জা পান হেরিলে সে রূপ॥
কি শোভে কমল-দ্বয় হৃদয়-কাননে।
হাস্যমুখে মনোসুখে বঞ্চিছে ভবনে॥
অপরূপ আরো রূপ বাড়িয়াছে তার।
তারাপতি লজ্জা পায় কি কহিব আর॥
মনোলোভা কিবা শোভা হয়েছে তাহার।
প্রেমনীরে সুখে সদা দিতেছে সাঁতার॥
অহঙ্কারে কার সহ কথা নাহি কহে।
অবিরত ভূপসুত-প্রেমে মজি রহে॥

একবার যদি তারে দেখে কোন জন।
পঞ্চশর পঞ্চ শর হানে সেইক্ষণ ॥
কি কব তাহার গুণ ওহে মহামতি।
এখন তোমারে ত্যজি ভজে অন্য পতি।
নবীনা রমণী পেয়ে নবীন রমণ।
একবারে ভুলেছে সে তোমা হেন ধন ॥
যার মধু লাগি তুমি হয়েছ কাতর।
সে ফুলে বসেছে যাদু নব মধুকর ॥
তব প্রিয়া যাদুমণি ভুলেছে তোমায়।
পাইয়ে নবীন পতি তোমারে না চায় ॥
নারীর চরিত কভু বুঝা নাহি যায়।
নারীর মনের কথা কেবা তত্ত্ব পায় ॥
মুখে এক মনে আর করে কত ছলা।
কি হেতু নারীরে বলে অবলা সরলা ॥
আগে একে প্রাণপণে সঁপেছিল প্রাণ।
এবে অন্য পতিরত[illegible]এ কোন বিধান ॥
আমার আমার তুমি করিছ যাহারে।
ভুলে একবার সেতো না ভাবে তোমারে
নৃপসুত লয়ে সদা তোমার প্রেয়সী।
দিবানিশি একাসনে থাকে সুখে বসি ॥

তাই বলি মিছে কেন ভাবি সে রমণী।
আপনার তনু কালী কর যাদুমণি॥
তার আশা ত্যজি বাছা চিত্ত কর স্থির।
পরের কারণে কেন নেত্রে বহে নীর॥
অঙ্গনা-চরিত্র আমি জানি ভাল রূপ।
নারীর অন্তর হয় হলাহল-কূপ॥
জ্ঞানিজন বিচক্ষণ সুধার ধীমান।
সমর্পণ নারীতে না করে মনঃপ্রাণ॥
নারীর চরিত্র বাছা অতি চমৎকার।
কহি এক অপরূপ ইতিহাস তার॥
নারীর অসাধ্য কার্য্য নাহি ত্রিভুবনে।
বাপ ধন পাবে জ্ঞান একথা শ্রবণে॥

স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রের উদাহরণ।

ইতিহাস।

শুন যাদুধন এক গল্প পুরাতন।
বিশ্বাসঘাতিনী অতি রমণীর মন॥

পূর্ব্বে ছিল এক নর প্রভুপরায়ণ।
গুণাকর যশোধর সুবোধ সুজন॥
রূপে গুণে ধন্য ছিল তার সীমন্তিনী।
কাঁচা স্বর্ণ জিনি বর্ণ যেন সৌদামিনী॥
থাকিতেন সদা দোঁহে প্রেম-আলাপনে।
বিচ্ছেদ না ছিল কভু দুজনার সনে॥
প্রেম-রসার্ণবে ডুবে রমণ রমণী।
করিত অনঙ্গ-খেলা জাগিয়ে রজনী॥
নয়নে নয়নে সদা রহিত দুজন।
তিলেক না ত্যজে মীন যেমন জীবন॥
এক দিন পতি কহে কামিনীর প্রতি।
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে আমার ভারতী॥
তব আগে যদি আমি মরি রসবতি।
মোর গোরস্থানে তুমি করিবে বসতি॥
কবরের ধূলা তুমি ঝাড়িবে সর্ব্বদা।
এই নিবেদন মোর শুন হে প্রমদা॥
মম আগে যদি প্রাণ যায় তব প্রাণ।
আমিও করিব ইহা থাকি গোরস্থান॥
এই রূপ দুই জনে করিলেন পণ।
ভবিতব্য যাহা তাহা কে করে লংঘন॥

আগে পরমায়ু শেষ হল রমণীর।
শমন ভবনে গেল ত্যজিয়ে শরীর॥
পড়িয়ে রহিল মায়াময় কলেবর।
শোকেতে স্বপতি তার হইল অধর॥
শিরে করাঘাত করি করে হাহাকার।
শোকের সাগরে ভাসে যেন শবাকার॥
নারী হেতু অচেতনে করে সে রোদন।
প্রবোধ বচনে শান্ত করে সর্ব্বজন॥
অবিলম্বে করি গতিক্রিয়া আয়োজন।
মৃত নারী গোরস্থানে লইল তখন॥
মাটীর ভিতরে তারে করায়ে শয়ন।
আপন আলয়ে গেল যত বন্ধু জন॥
গোরের রক্ষক হয়ে আপনি সে পতি।
সেই স্থানে রহিলেন বিষাদিত মতি॥
পত্নীর বিরহানলে হয়ে প্রজ্বলিত।
কবরের পাশে রহে সতত দুঃখিত॥
প্রতিদিন পূর্ব্ব পণ পালন কারণে।
ধূলা ঝাড়ে সন্ধ্যা দেয় কবরে যতনে॥
এরূপেতে গত হয় কতেক অয়ন।
কোন জন নাহি জানে বিশেষ কারণ॥

অতঃপর শুন এক কথা চমৎকার।
ঈশ্বরের লীলা খেলা বুঝে সাধ্য কার ॥
প্রভুর প্রেরিত মছি নামে মহাজন।
সেই পথে দৈব ক্রমে করেন গমন ॥
গোর সন্নিধানে তিনি দেখি সে যুবারে।
অতিস্নেহ প্রকাশিয়ে জিজ্ঞাসেন তারে ॥
কহ বন্ধু সত্য করি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি কোন স্থানে ধাম ॥
কিবা প্রয়োজন হেতু বিরস বদনে।
অধোমুখে বসে আছ গোরের সদনে ॥
শুনিয়ে যুবক কহে কাঁদিতে কাঁদিতে।
মম সম দুর্ভগা নাহিক পৃথিবীতে ॥
কি কহিব মহাশয়, তোমার গোচর।
দেখ দেখ এই মম প্রিয়ার কবর ॥
পতিব্রতা গুণবতী ছিল এ কামিনী।
কি কব রূপের কথা যেমন পদ্মিনী ॥
করিয়েছিলাম মোরা দোঁহে এই পণ।
আয়ু অন্তে অগ্রেতে মরিবে যেই জন ॥
তাহারে গোরের পাশে হইবে থাকিতে।
যত দিন বাঁচিয়ে রহিবে ধরণীতে ॥

প্রতিজ্ঞা পালন হেতু শুন মহাশয়।
এখানে আমার বাস জানিবে নিশ্চয়॥
প্রেয়সীর বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয়।
অসহ্য যাতনা আর প্রাণে নাহি সয়॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই উপায়।
স্মরণে তাহার মুখ বুক ফেটে যায়॥
কিবা প্রয়োজন মোর এ ছার জীবনে।
ইচ্ছা হয় মরি গিয়ে ডুবিয়ে জীবনে॥
যুবার বচনে মছি কহেন তখন।
ধর হে প্রেমিকবর আমার বচন॥
যদি অর্দ্ধআয়ু তুমি কর হে প্রদান।
তোমার ভার্য্যারে পারি দিতে প্রাণদান॥
এরূপ মধুর বাণী শুনিয়ে তখন।
যুববর কহে ধরি মছির চরণ॥
অর্দ্ধেক প্রমায়ু মোর দিলাম দারারে।
কৃপাকণাদানে বাঁচাইয়ে দেহ তারে॥
অর্দ্ধ আয়ু দান যুবা করিল যখন।
প্রাণ পেয়ে চন্দ্রাননী উঠিল তখন॥
প্রভুর প্রেরিত মছি করিল গমন।
আনন্দ সাগরে ভাসে রমণী-রমণ॥

মজ্বির কৃপায় সেই নারী পেয়ে প্রাণ।
স্থির নয়নেতে হেরে স্বকান্ত বয়ান॥
পতিমুখ পুনঃপুনঃ করিয়ে চুম্বন।
পরম আনন্দে দিল প্রেম-আলিঙ্গন॥
রসবতী রসভরে সহাস্য বদনে।
কহিতে লাগিল প্রাণনাথের সদনে॥
কহ নাথ কি রূপেতে বাঁচালে আমায়।
কত ক্লেশ পাইয়াছ থাকিয়ে এতায়॥
মরিয়ে কে কোথা পুন পেয়েছে জীবন।
কেমনে ঘটিল এই আশ্চর্য্য ঘটন॥
তোমার অধীনী আমি শুন প্রাণপতি।
পতি বিনা রমণীর নাহি অন্য গতি॥
বহু দুঃখ হইয়াছে আমার কারণে।
প্রিয়া বলি ক্ষমা কর এ অধীনা জনে॥
কহে কান্ত একে একে সব বিবরণ।
শুনি সবিস্ময় অতি রমণীর মন॥
প্রেয়সী-বিয়োগে শোকে বহু দিন তার।
সাক্ষাত্ নিদ্রার সহ হয় নাই আর॥
দিন পেয়ে দিল নিদ্রা নেত্রে আলিঙ্গন।
অবশ হইল অঙ্গ হরিল চেতন॥

নিদ্রাবেশে রসময় বনিতার কোলে।
কহিতে কহিতে কথা পড়িলেন ঢোলে ॥
অচেতনে নিদ্রা যায় ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
সমভাবে নিদ্রা যায় নাহি ফেরে পাশ ॥
অকস্মাৎ এক জন পুরুষ রতন।
অশ্বারূঢ় হয়ে দ্রুত করিছে গমন ॥
রাজার নন্দন সেই বহু গুণালয়।
রূপে শশধর তার তুল্য নাহি হয় ॥
হেরি সেই অপরূপ রূপ রমণীর।
চলিতে না পারে আর হইল অস্থির ॥
অনঙ্গের পঞ্চবাণ হৃদয়ে পশিল।
প্রেমরস পারাবার উথলি উঠিল ॥
স্মরপাশে বদ্ধ হয়ে পরিহরি হয়।
মৃদুস্বরে নৃপসুত নারী প্রতি কয় ॥
শুন ধনি চন্দ্রাননি কুরঙ্গ-নয়না।
তব কোলে নিদ্রাতুর কেবা এ বল না ॥
স্বপতি হইবে কিম্বা অন্য কোন জন।
সত্য করি বিধুমুখি কহ না কারণ ॥
মৃদুস্বরে হাস্য মুখে কহে রসবতী।
শয়ন করেছে কোলে মম প্রাণপতি ॥

প্রাণনাথ প্রাণাধিক ভাল বাসে মোরে।
দোঁহে বাঁধা আছি সুখময় প্রেম-ডোরে॥
নৃপতি-নন্দন বলে শুন বিনোদিনি।
শুনালে কি স্বর মোরে অমৃত-বাহিনী॥
নয়ন-রঞ্জিনী তুমি অতি মনোহরা।
রূপেতে তোমার সমা না হয় অপ্সরা॥
কিবা কহ আদ আদ মধুর বচন।
জ্ঞান হয় হইতেছে পীযূষ বর্ষণ॥
তব যোগ্য স্বামী এই নহে সুবদনি।
কেমনে ইহার সহ পোহাও রজনী॥
কি রূপে এরূপে তুমি রয়েছ মজিয়ে।
কিবা সুখ পাও এই বদন চুম্বিয়ে॥
করুণা করিয়ে যদি চল মম সহ।
মমালয় থাকি সুখ পাবে অহরহ॥
রাজরাণী হবে পাবে অগণন আলী।
সকলের উপরে করিবে ঠাকুরালী॥
হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়ে যতন।
অশেষ প্রকার দিব অমূল্য রতন॥
মাণিক ভূষণে সাজাইব তব অঙ্গ।
তিলেক তোমার আমি না ছাড়িব সঙ্গ॥

অপূর্ব্ব পালঙ্কে দুই জন নিরন্তর।
রসকেলি করি প্রিয়ে জুড়াব অন্তর॥
শুনি রামা ক্রোড় হতে নিদ্রিত রমণ।
ভূমে রাখি তার সহ করিল গমন॥
অতএব দেখ যাদু নারীর চরিত।
নারীরে বিশ্বাস করা নহেত উচিত॥
অর্দ্ধ আয়ু দিয়ে যেবা দিল প্রাণ দান।
তাহারে ত্যজিয়ে দুষ্টা করিল প্রস্থান॥
কি অদ্ভুত নারী-রীতি দেখ যাদুমণি।
কত ছলা মায়া জানে অবলা রমণী॥
মিছা কেন আপনারে কর জ্বালাতন।
লয়লা তোমারে হইয়াছে বিস্মরণ॥
নৃপসুত লয়ে সুখে আছে সেই ধনী।
তুমি কেন তার তরে লোটাও ধরণী॥
দূতীমুখে এই বাণী করিয়ে শ্রবণ।
ধূলায় লোটায়ে ধীর করেন ক্রন্দন॥
আক্ষেপ-অনল চিত্তে জ্বলিয়ে উঠিল।
নিবাইতে সে অনল না পারে সলিল॥
দূতীরে বলেন ধীর কহিলে কি কথা।
অন্তরেতে আজি বড় পাইলাম ব্যথা॥

সাধুর ভবনে বাছা থাক কি আপনি।
ছলনা কর না মোরে কহ সত্য বাণী॥
বৃদ্ধা বলে বাছা মিথ্যা কথায় কি কাজ।
যথার্থ সে বিয়া করিয়াছে যুবরাজ॥
নব পতি রূপবতী লয়ে হৃষ্ট মনে।
সদা সুখে আছে তোরে না ভাবে স্বপনে॥
এত শুনি কয়েস হলেন অচেতন।
ভাবেন ক্ষণেক পরে পাইয়ে চেতন॥
কেবল আমার জন্যে জন্মে যে রূপসী।
কেমনে জানিব বিয়া করে সে প্রেয়সী॥
দ্রুতগতি লিখি পাতি করিয়ে বিচার।
জানিব এখনি আমি সত্য সমাচার॥

মজ্‌নু কর্ত্তৃক লয়লার প্রতি পত্র প্রেরণ।

দীনে কৃপাকরি, শুন প্রাণেশ্বরি,
আমার সম্বাদ সব।
ঈশ্বর-সদন, করি অনুক্ষণ,
মঙ্গল প্রার্থনা তব॥
তোমার লাগিয়ে, স্বজন ত্যজিয়ে,
করি হে বিজনে বাস।

নাহি মৃত্যু ভয়, সদা মন দয়,
বিষম প্রেম-হুতাশ ॥
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
জীবনে ত্যজিব তায় ।
তব আশা করি, আছি প্রাণ ধরি,
কি আর কব তোমায় ॥
পিরীতের ডোরে, বাঁধিয়াছ মোরে,
সঁপেছি তোমারে প্রাণ ।
কেবল এখন, রেখেছি জীবন,
তোমারে করিয়ে ধ্যান ॥
হায় হায় হায়, বুক ফেটে যায়,
বিরহ-অনল জ্বলে ।
শুন প্রাণধন, নহে নিবারণ,
ঝাঁপ দিলে সিন্ধু-জলে ॥
মনোদুঃখ যত, জান সে ভাবত,
তুমি মোর মনোচোর ।
তোমার লাগিয়ে, জগত্ জুড়িয়ে,
কলঙ্ক রটিল মোর ॥
রয়েছি গহনে, বিষাদিত মনে,
মজিয়ে দুঃখ-সাগরে ।

তনু হল ক্ষীণ, বুদ্ধি-জ্ঞান-হীন,
কেবল তোমার তরে ॥
দূতীর বদনে, শুনেছি শ্রবণে,
অতি চমৎকার বাণী।
মোরে পরিহরি, অন্যে বিয়া করি,
হইয়াছ রাজরাণী ॥
নৃপসুত সঙ্গে, সুখে রস-রঙ্গে,
সদা থাক কুতূহলে।
ভুলিয়ে আমায়, লইয়ে তাহায়,
সুখেতে আছ বিরলে ॥
অতি সুশোভন, হৃদয়-কানন,
তাহাতে কমল-কলি।
যেমন যৌবনী, পেয়েছ তেমনি,
নবীন তরুণ অলি ॥
আহা বিধুমুখি, তোমাদের সুখী,
করুন করুণাময়।
প্রাণপ্রিয় সহ, প্রেমালাপে রহ,
হবে কত সুখোদয় ॥
ওরে প্রাণধন, আমি পুরাতন,
বলি হলে বিস্মরণ।

তব মধু-আশে, পিরীতের পাশে,
বাঁধা আমি অনুক্ষণ ॥
কমল-নয়না, করো না বাসনা,
ত্যজিবারে স্বীয় পতি।
কহি শুন সার, নিতান্ত তোমার,
জেন আমি রসবতি ॥
করিলে কি কর্ম্ম, না রাখিলে ধর্ম্ম,
মোরে দিয়ে বিসর্জ্জন।
তব প্রেম লাগি, হয়ে দুঃখ-ভাগী,
সার হল মোর বন ॥
সরল স্বভাব, নাহি অন্য ভাব,
জানিতাম তব আমি।
হায় কি অদ্ভুত, মহীপাল-সুত,
হইল তোমার স্বামী ॥
নারীরে প্রত্যয়, করা ভাল নয়,
ইহা কহে সর্ব্ব জনে।
স্ত্রীর ব্যবহার, বুঝা বড় ভার,
মুখে সুধা বিষ মনে ॥
এখন সুন্দরি, মোরে পরিহরি,
হলে ভূপসুত-দারা।

বিচ্ছেদ না সহে, প্রাণ মম দহে,
সদা ভেবে হই সারা॥
যাহা ছিল ভালে, ঘটিল কপালে,
কি দিব দোষ তোমার।
তোমার কারণ, আমি সর্ব্বক্ষণ,
সহিলাম তিরস্কার॥
পেয়েছি যে দুখ, বিদরিছে বুক,
জীবন্মৃত হয়ে আছি।
পাঠশালাবধি, দুঃখের জলধি-
জলে ডুবে রহিয়াছি॥
লোকের জ্বালায়, এলাম হেথায়,
ত্যজিয়ে সর্ব্বস্ব ধন।
প্রাণ-আশা নাশি, হলাম সন্ন্যাসী,
হইয়ে রাজনন্দন॥
মম দুঃখ যত, লিখিতে কি তত,
পারে এ ক্ষুদ্র লেখনী।
করি তব ধ্যান, রাখিলাম প্রাণ,
শুন সুধামুখি ধনি॥
পরে গুণধাম, শীঘ্র শিরোনাম,
লিখিয়ে লেখনোপরে।

প্রেয়সী-সদন, করিতে প্রেরণ,
দিলেন দূতীর করে ॥
লেখন লইয়ে, সত্বরা হইয়ে,
দূতী করে আগমন।
সদাগর ঘরে, লয়লার করে,
করে পত্র সমর্পণ ॥

লয়লা কর্ত্তৃক মজ্‌নুর লিপির উত্তর প্রেরণ।

দুঃখিনীর সদুত্তর, শুন শুন প্রাণেশ্বর,
প্রাণের অধিক প্রিয়জন।
তোমায় করিল বিধি, আমার প্রাণের নিধি,
জন্মাবধি জানি অনুক্ষণ ॥
তুমি মম প্রাণবঁধু, মম হৃদিপদ্ম-মধু,
তুমি বিনে কে আছে আমার।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, জগতের স্থিতি লয়,
করিবেন মঙ্গল তোমার ॥
মম দুখে তুমি দুখী, তিলেক না হও সুখী,
ব্যথা পাও আমার ব্যথায়।
দেখি এই লিপি তব, উথলিল প্রেমার্ণব,
দুঃখানলে দহে সর্ব্বকায় ॥

দ্বিগুণ করিয়ে বল, জ্বলিল বিরহানল,
নাশিবারে এ দাসীর প্রাণ।
দুঃখকর পত্র দিয়ে, দহিলে আমার হিয়ে,
দেখা দিয়ে কর মোরে ত্রাণ॥
আমি দিবা-বিভাবরী, তব গুণ ধ্যান করি,
বেঁচে আছি কেবল আশায়।
তোমা ভিন্ন অন্য নাম, নাহি জানি গুণধাম,
মিথ্যা দোষ দিতেছ আমায়॥
তব গুণ প্রাণকান্ত, স্মরণেতে হই শান্ত,
নামে দুঃখ যায় পলাইয়ে।
তব লাগি অভাগিনী, হইয়াছে কলঙ্কিনী,
সবে জানে জগত্ জুড়িয়ে॥
বিধি মোর জন্মকালে, এই লিখেছেন ভালে,
খণ্ডন হবে কি তার আর।
তুমি মম প্রাণপতি, তুমি মম রতি গতি,
আমি দাসী একান্ত তোমার॥
দিবারাত্রি করি ধ্যান, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
কি আর কহিব প্রাণধন।
আমার দুঃখের ভার, ধরায় ধরে না আর,
নিরন্তর দগ্ধ হয় মন॥

সাধের ভূষণ যত, ত্যজিয়াছি সে তাবত,
প্রাণান্তেতে নাহি করি সাজ।
তোমার বিরহ-জ্বালা, দেয় মোরে কত জ্বালা,
অবিরত হৃদে হানে বাজ ॥
আমার যে করে মন, কি জানিবে অন্য জন,
কেবল জানেন নিরঞ্জন।
করিয়ে তোমারে ধ্যান, হরিল আমার জ্ঞান,
স্মর সদা করে জ্বালাতন ॥
নেত্রে সদা ঝরে জল, কলেবরে নাহি বল,
যেন চিররোগিনীর প্রায়।
আমি আছি মহাদুখে, তুমি বরং আছ সুখে,
স্বাধীন হইয়ে রসরায় ॥
হেরিয়ে বনের শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
মুগ্ধ হতে পারে তব মন।
পড়েছি দুর্গতি ঘোরে, গৃহ-কারাগারে মোরে,
বদ্ধ করিয়াছে অনুক্ষণ ॥
জান না কি প্রাণনাথ, পরমেশ জগন্নাথ,
নারীরে করেন পরাধীনী।
নারীর রক্ষক ভর্ত্তা, সকল কর্ম্মের কর্ত্তা,
পতি বিনা নারী অনাথিনী ॥

নানা পশু পক্ষি সব, যথা করে কলরব,
তুমি নাথ আছ সে কাননে।
সুখে কর পর্য্যটন, শান্ত থাক সর্ব্বক্ষণ,
নানা স্বর শ্রবণে শ্রবণে॥
নব নব তরুপরে, বসি যত পিকবরে,
অমৃত স্বরেতে করে গান।
সারি সারি শুক শারী, গান গায় মনোহারী,
শুনিয়ে জুড়ায় তব প্রাণ॥
সুশীতল সদাগতি, করে তথা সদা গতি,
চন্দনের বায়ু লাগে কায়।
বৃক্ষ শোভে নানা জাতি, অতি মনোহর ভাতি,
হেরি সদা অন্তর জুড়ায়॥
তমাল পিয়াল শাল, মন্দার গান্ধার তাল,
হিন্তাল বকুল মনোহর।
পনস বদরী চারু, আম্র জম্বু দেবদারু,
শোভিয়াছে অটবী সুন্দর॥
আঙ্গুর খর্জ্জূর কত, ফলভরে হয়ে নত,
গুণি-গুণ প্রকাশে তৎপর॥
বসন্তের আগমনে, কুসুমিত তরুগণে,
হাসি হাসি বায়ুভরে দোলে।

কত ফুল বিকসিত, সুশোভিত সুবাসিত,
বিরাজিত বৃক্ষাবলি-কোলে ॥
হংস হংসী সরোবরে, মহানন্দে কেলি করে,
কমলিনী শোভা করে তায়।
মরি কিবা শোভাকর, মধু লোভে মধুকর,
গুন গুন রবে দ্রুত ধায় ॥
এরূপ সুখদ বনে, আছ প্রফুল্লিত মনে,
আমি এথা দুঃখে জ্বলে মরি।
বিষম পিরীতি-ডোরে, বন্ধন করেছ মোরে,
তুমি কর্ণধার আমি তরি ॥
তোমার অধীনী আমি, শুন ওহে চিত্তগামি,
তব গুণে বদ্ধ অনুক্ষণ।
পিতা মাতা আদি যত, করে ছল বল কত,
তাহে কি আমার মজে মন ॥
প্রভুর করুণা হেতু, পাপার্ণবে পেয়ে সেতু,
অনায়াসে হইয়াছি পার।
দিব্য করি কহি সার, নাহি জানি অন্যে আর,
তব প্রেম সাক্ষী আছে তার ॥
কি আর সন্দেহ কর, তুমি মম প্রাণেশ্বর,
তব পাশে আছে প্রাণ মন।

পাপ থাকে ইহকালে, ব্যক্ত হবে পরকালে,
গেলে পরে শমন-সদন ॥
লিখিতে দুর্গতি ঘোর, না পারে লেখনী মোর,
দগ্ধ করে বিরহের জ্বর ।
তাহে নাথ নীরধার, নেত্রে বহে অনিবার,
দরশন না হয় অক্ষর ॥
এই রূপে রসবতী, হইয়ে কাতরা অতি,
লিখিলেন পত্রের উত্তর ।
লিখিয়ে আপন নাম, দেন শীঘ্র শিরোনাম,
প্রেমময় পত্রের উপর ॥
পরে অতি সমাদরে, দেন অন্য দূতী-করে,
মনোদুঃখ-প্রকাশক পত্র ।
লয়ে তার অনুমতি, দূতী অতি শীঘ্রগতি,
উপনীত বনস্থলী যত্র ॥
প্রেমিকের পদ্ম-করে, সে পত্র প্রদান করে,
তিনি তাহা পড়েন যতনে ।
প্রিয়ার উত্তর শুনি, পরম প্রমোদ গুণি,
প্রেমসিন্ধু উথলিল মনে ॥
অনুভব হয় হেন, শুষ্ক তরুবর যেন,
মঞ্জরিল কিবা শোভা আহা ।

সরস মুখেতে সুখে, চুম্বিয়ে লিপির মুখে,
প্রাণের কবচ করে তাহা॥
তবে সেই গুণাকর, রসময় সুনাগর,
বিচারিয়ে বুঝেন নিশ্চয়।
প্রিয়া অতি পতিব্রতা, নহে অন্য পতিরতা,
নাহি তার পাপের সঞ্চয়॥

মজ্‌নুকে দর্শনার্থে কাননে তদাত্মীয়-গণের আগমন।

তাঁহার স্বজন যত বিষাদিত মনে।
কহিতে লাগিল সবে রোদন-বদনে॥
চল চল যাই সবে কয়েস-দর্শনে।
বহু দিন হল তারে না হেরি নয়নে॥
তাহার লাগিয়ে কাঁদে সদা প্রাণ মন।
ধৈরজ না ধরে চিত্ত সদা উচাটন॥
লয়লার আসক্তিতে রাজ্য পরিহরি।
বিরহেতে পড়ে আছে কানন ভিতরি॥
মরিল কি বেঁচে আছে সেই প্রিয়জন।
চল না দেখিব তারে যাইয়ে কানন॥

এই রূপ করি সবে কথোপকথন।
মজ্‌নু উদ্দেশে বনে করিল গমন॥
আবাল-বনিতা আদি করিয়ে সকল।
একত্রেতে সবে যায় নয়ন সজল॥
কতক্ষণ পরে প্রবেশিয়ে ঘোরবনে।
ইতস্ততঃ ভ্রমে সবে মজ্‌নু কারণে॥
চতুর্দ্দিকে করি তত্ত্ব সন্ধান না পায়।
ব্যাকুল হইয়ে সবে করে হায় হায়॥
কেহ কেহ কহে অতি শোকাকুল মন।
শুন বন্ধুচয় সেতো ত্যজেছে জীবন॥
জীবিত থাকিলে দেখা পাইতাম তার।
সুরপুরে গেছে পরিহরি এ সংসার॥
হায় হায় কোথা গেল কয়েস সুজন।
হইল ব্যাকুল চিত্ত তাহার কারণ॥
হায় রে নিঠুর বিধি কি কাজ করিলি।
কয়েস অমূল্য ধনে কেমনে হরিলি॥
কজন জননী তার রহিবে কেমনে।
ত্যজিবে জীবন তারা পশি হুতাশনে॥
এ রূপ বিলাপ সবে করিতে করিতে।
তরুতলে মজ্‌নুরে পাইল দেখিতে॥

বসিয়াছে মজ্নু মস্তকে দিয়ে কর।
বিরস বদন অতি কৃশ কলেবর ॥
কত শত বনচর অত্যন্ত ভীষণ।
মজ্নুরে ঘেরে আছে প্রহরী যেমন ॥
শার্দ্দূল ভল্লূক সিংহ বরাহ ভুজঙ্গ।
গণ্ডার মহিষ আদি করে কত রঙ্গ ॥
ভাবে সবে কেমনেতে যাব তার পাশ।
এখনিতো জন্তুগণ করিবেক গ্রাস ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পায় উপায়।
দূরেতে থাকিয়ে সবে করে হায় হায় ॥
দেখি সবে পশুগণ গণিয়ে প্রমাদ ॥
স্থানান্তরে গেল সবে করি মহানাদ।
তাহা দেখি মজ্নুর যতেক স্বজন।
ত্বরায় তাহার কাছে করে আগমন ॥
গলে ধরি তার সহ করি সংমিলন।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন ॥
কহ প্রিয় কেমনে আছ হে ঘোরবনে।
বহুকাল সাক্ষাত্ নাহিক তব সনে ॥
কেন বা সন্ন্যাসি-বেশ করিলে ধারণ।
মলিন হয়েছে কেন ও বিধু বদন ॥

তুমিতো ছিলে হে আগে বুদ্ধিমান ধীর।
পাগল হইলে প্রেমে ঢালিয়ে শরীর ॥
ত্যজি মাতাপিতা আদি যতেক স্বজন।
হয়েছ কাননবাসী নারীর কারণ ॥
সোণার মাধুরী তব গেল হে কোথায়।
এই দশা হল প্রাণ সঁপিয়ে তাহায় ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে।
পরিবারে দিলে দুঃখ উন্মত্ত হইয়ে ॥
আসক্তি-অনলে জ্বলাইয়ে তব দেহ।
মিছামিছি জীবনেরে কেন কষ্ট দেহ ॥
মনেরে প্রবোধ দিয়ে চল হে ভবনে।
তোমার কারণে কারো সুখ নাহি মনে ॥
আমাদের কথা ধীর রাখ হে এক্ষণে।
বাস না কর হে আর এ ঘোর গহনে ॥
নগরেতে আছে চারু কুসুম কানন।
যাহার সৌরভে সদা জুড়ায় জীবন ॥
কমলিনী জাতি যূথী মল্লিকা বকুল।
তব আশে আছে তারা হইয়ে ব্যাকুল ॥
তব লাগি গন্ধরাজ দিবস যামিনী।
পথ পানে চেয়ে আছে যেন পাগলিনী ॥

গোলাপের গন্ধে দিক করে আমোদিত ।
শোকেতে কাতরা তারা নহে বিকসিত ॥
কমল কুমুদ যত সরোবর মাজে ।
তোমার বিরহে আছে অতি হীনসাজে ॥
ভ্রমর আইলে কাছে নাহি করে কোলে ।
সমীরণ ভরে আর কখনো না দোলে ॥
সুচারু টগর জবা সদা করে খেদ ।
সহিতে না পারে আর তোমার বিচ্ছেদ ॥
সূর্য্যমুখী অধোমুখী না মেলে নয়ন ।
স্বর্ণচাঁপা নাগেশ্বরী করিছে রোদন ॥
মালঞ্চেতে অপরাজিতার নাহি সুখ ।
বিকসিত হয়ে পুন ঢেকে রাখে মুখ ॥
পারুল পলাশ আর মাধবী অশোক ।
তোমারে না দেখি তারা সদা করে শোক ॥
কৃষ্ণচূড়া-কলিকা সেফালী কৃষ্ণকলি ।
শুকায়ে গিয়েছে তারা নাহি ফুটে কলি ॥
মধুকরগণ মধু পান নাহি করে ।
কুঞ্জে কুঞ্জে নাহি গুঞ্জে গুন গুন স্বরে ॥
মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতর ।
স্থানে স্থানে আছে কত অতি শোভাকর ॥

তাহাতে উঠিছে কত লহরী সঘন।
দেখিলে সে ভাব শীঘ্র জুড়ায় জীবন॥
মরাল মরালী নাহি পায় সুখ তায়।
সারস সারসী তাহা দেখিতে না চায়॥
তোমার লাগিয়ে সবে দুঃখিত অন্তর।
পথ নিরখিয়ে সবে কাঁদে নিরন্তর॥
পিকবর তরুপরি বসি যেন মুক।
তব দুঃখে নিরবেতে রহে শারী শুক॥
চাতক তোমার দুখে মৌন হয়ে থাকে।
জল দে জল দে বলি জলদে না ডাকে॥
উদ্যানের শোভা নাহি তোমার কারণে।
কাঁদিতেছে তরুগণ বিরস বদনে॥
এখন রাখ হে ধীর হিত উপদেশ।
ধৈরজ ধরিয়ে মনে চল নিজ দেশ॥
কি ছার এ বনে কেন হারাবে জীবন।
আমাদের লজ্জা আর দিওনা কখন॥
দুর্নাম হয়েছে তব যে নারীর তরে।
সে কি বড় রূপবতী জানে সর্ব্ব নরে॥
নয়নে দেখেছি সবে তাহার যে রূপ।
তার লাগি দুঃখী হওয়া অতি অপরূপ॥

আপন মন্দিরে প্রিয় চল শীঘ্রগতি।
তোমারে মিলায়ে দিব অতি রূপবতী॥
দিবাকর নিশাকর হেরিয়ে যাহার।
লজ্জান্বিত হয়ে জলধরেতে লুকায়॥
এমন রূপসী বিয়া দিব তব সহ।
তাহারে লইয়ে সুখে রবে অহরহ॥
আমোদ প্রমোদ করি সে প্রমদা সঙ্গে।
সতত থাকিবে গৃহে প্রেম-রস-রঙ্গে॥
লয়লারে কিবা কাজ ধর হে বচন।
স্বজনে কর হে তুষ্ট গিয়ে স্বভবন॥
দুঃখানল সবার জ্বলিয়ে ওঠে মনে।
গৃহে গিয়ে সবে তুষ্ট কর হে এক্ষণে॥
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ মাতাপিতা তব।
কাননে রহিলে তুমি একি অসম্ভব॥
বনচরে কবে তব বধিবে জীবন।
কেন করিয়াছ তুমি বাসনা এমন॥

স্বজন প্রতি মজ্‌নুর উত্তর।

স্বজন বচন, করিয়ে শ্রবণ, নবীন রমণ,
মজনু কহে।

প্রিয়ার কারণ, সদা সর্ব্বক্ষণ, মম মনোবন,
বিষাদে দহে ॥
কিবা প্রয়োজন, এছার জীবন, ত্যজিব এখন,
ডুবিয়ে বনে।
প্রেয়সী কারণ, ছাড়িয়ে স্বজন, বিষাদিত মন,
রয়েছি বনে ॥
হায় হায় হায়, কব আমি কায়, আসক্তি জ্বালায়,
জ্বলিয়ে মরি।
প্রেয়সীর রূপ, অতি অপরূপ, নাই অনুরূপ,
জিনি অপ্সরী ॥
না হেরি তাহায়, বুক ফেটে যায়, তাহার আশায়,
এ প্রাণ আছে।
সেই মম ধ্যান, সেই মম জ্ঞান, মম মনঃ-প্রাণ,
তাহার কাছে ॥
বিনা সেই ধন, যত ধন জন, সকলি নিধন,
হকু ভুবনে।
প্রেমাধীন তার, মনঃপ্রাণামার, নাহি বাঁচে আর,
তার বিহনে ॥
কি সুখ নগরে, কিবা সুখ ঘরে, পাইব অন্তরে,
বিনা সে বালা।

কি কাজ উদ্যানে, প্রেমাসক্তি-বাণে, দেয় সদা প্রাণে,
কতই জ্বালা॥
প্রিয়া প্রাণধন, করিলে স্মরণ, কোথায় গমন,
করে গো ক্ষুধা।
তৃষ্ণা দূরে যায়, স্মরিলে প্রিয়ায়, বর্ণিব কি তায়,
যেমন সুধা॥
মম বাক্য ধর, আশা পরিহর, ফিরে যাও ঘর,
তোমরা সবে।
একে জ্বলে মরি, কেন তদুপরি, বাক্য বৃষ্টি করি,
জ্বলাও তবে॥
আমার বিহনে, কাতর স্বজনে, না হও এক্ষণে,
বৃথায় আর।
নাহি থাক বনে, যাহ নিকেতনে, আমি প্রিয়াধনে,
করেছি সার॥
যাহার কারণ, দহিছে জীবন, নহিলে সে জন,
কে করে শান্ত।
হয়েছি পাগল, ত্যজেছি সকল, নিতান্ত বিকল,
আমার স্বান্ত॥
প্রিয়ার লাগিয়ে, আত্মীয় ত্যজিয়ে, সন্ন্যাসী হইয়ে,
আছি বসিয়ে॥

মাহি যাব ঘর, কানন ভিতর, আনি নিরন্তর,
রব পড়িয়ে ॥
লয়লার রূপ, অতি অপরূপ, সে রূপ স্বরূপ,
নাই কোথায়।
করি তার নাম, করি গো বিরাম, বিধি হল বাম,
বড় আমায় ॥
তাহার বিহনে, কি কাজ জীবনে, ত্যজিব জীবনে,
জীবন মোর।
বিরহ অনল, অত্যন্ত প্রবল, করে মহাবল,
যাতনা ঘোর ॥
এতেক বচন, করিয়ে শ্রবণ, যতেক স্বজন,
দুঃখিত মনে।
রোদন-বদনে, সজল-নয়নে, গেল সর্ব্ব জনে,
স্বীয় ভবনে ॥

মজ্‌নুর স্বপ্নে লয়লা-দর্শন ও তাহার নিকটে আগমন।

স্বজন-বচনে আরো সেই গুণাকর।
প্রিয়ার বিরহে হল বিষম কাতর ॥

বিরহ-অনল হৃদে প্রবল হইল।
মনোবন অবিলম্বে দহিতে লাগিল ॥
প্রেমাসক্তি হৃদিপদ্মে করে আক্রমণ।
নিদ্রা আসি নেত্র সহ করিল মিলন ॥
ধরাপরে সকাতরে পড়িল ঢুলিয়ে।
শয়ন করিল ধীর ব্যাকুল হইয়ে ॥
নয়নেতে জাগিতেছে প্রেয়সীর রূপ।
স্বপনেতে দেখে তাহা অতি অপরূপ ॥
কতক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হল আচম্বিতে।
প্রিয়ারে না হেরি ধীর লাগিল ভাবিতে ॥
উথলিল প্রেমার্ণব হৃদয়-মন্দিরে।
যুগল-নয়ন ভাসে অনিবার নীরে ॥
কহে আহা আহা ওরে নিদারুণ বিধি।
হাতে দিয়ে হরে নিলি পুনঃ প্রাণনিধি ॥
এই ছিল প্রাণপ্রিয়া হৃদয়েতে মোর।
কোথা গেল হায় হায় একি দুঃখ ঘোর ॥
প্রাণকান্তা রূপ এই করি দরশন।
নেত্র মিলি নাহি হেরি এ আর কেমন ॥
এই রূপে গুণমণি হইয়ে কাতর।
অতি বিষাদিত হয়ে কাঁদিল বিস্তর ॥

বিষম ব্যাকুল তাঁর হইল অন্তর।
অন্তরে প্রিয়ার রূপ জাগিল সত্বর॥
উন্মত্তের ন্যায় ত্যজি নিবিড় কানন।
নগর ভিতরে ধীর করিল গমন॥
ধীরে ধীরে ভ্রমে ধীর উন্মত্তের বেশে।
প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমে প্রিয়া-প্রেমাবেশে॥
কহে রূপ ভিক্ষা মোরে দেবে কোন জন।
কাতর হয়েছি প্রিয়া-রূপের কারণ॥
কয়েসে হেরিয়ে নগরের শিশুগণ।
মার মার করি সবে আইল তখন॥
কেহ ধূলা দেয় কেহ ঢিল মারে গায়।
ধর ধর শব্দ করি পিছু পিছু ধায়॥
তাহাদের ফিরে ধীর না করে দর্শন।
যথা তথা করে প্রেয়সীর অন্বেষণ॥
এসময়ে রসবতী লয়লা যুবতী।
পিত্রালয়ে অট্টালিকা-পরে করে গতি॥
হেরিয়ে নয়নে তবে প্রিয়ার মূরতি।
প্রেমের মন্দির ধীর হরষিত অতি॥
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগণ।
আন্তরিক দুঃখ-ভার হল বিস্মরণ॥

দাঁড়ায়ে তখন কহে প্রেয়সীর প্রতি।
ভিকারীর তত্ত্ব প্রিয়ে লও হে সংপ্রতি॥
নাথের ধ্বনিতে ধনী চিনিল তখন।
দ্রুতগতি ধায় তবে করিতে দর্শন॥
কান্তেরে হেরিতে শীঘ্র খুলি বাতায়ন।
কহে নাথ এস এই গৃহের সদন॥
মনে মনে রূপবতী করেন ভাবনা।
মোর লাগি নাথ এত পেলেন যাতনা॥
আমার আসক্তি হেতু ত্যজিয়ে স্বজন।
সন্ন্যাসীর বেশ শেষ করেন ধারণ॥
মোর লাগি হল প্রাণনাথের দুর্গতি।
এই কি কপালে লিখেছেন প্রজাপতি॥
অভাগিনী মম সম কেহ নাহি আর।
মোর হেতু প্রাণেশের সন্তাপ অপার॥
এরূপে সুন্দরী মনে করেন চিন্তন।
আসক্তি-অনলে হল ব্যাকুল জীবন॥
চপলা চপলা প্রায় কান্তেরে হেরিয়ে।
রজ্জু বাঁধি অবিলম্বে নামিলেন গিয়ে॥
প্রাণেশের গলে ধরি সজল নয়নে।
মিলন করিল ধনী প্রাণনাথ সনে॥

মন অভিলাষ দোঁহে করেন প্রকাশ।
ভিজিল নয়ন-নীরে দোঁহাকার বাস ॥
নয়ন-সলিলে ধারা বহিতে লাগিল।
তায় দোঁহে বিরহ অনল নিবাইল ॥
পরে সুলোচনা ধরি স্বনাথের করে।
সন্নিকটে বসাইয়ে নিবেদন করে ॥
কহ প্রাণনাথ তব দুঃখের কাহিনী।
তোমার বিরহে আমি সদা অনাথিনী ॥
রেখেছি এ প্রাণ, নাথ তোমার কারণ।
একেবারে সুখ মোরে করেছে বর্জ্জন ॥
তোমার প্রেমের দায় আমার নয়ন।
বার বার ঝরে সদা ওহে প্রিয়জন ॥
অসুখ সাগরে মন ডুবেছে আমার।
তোমা বিনে তারে তারে হেন সাধ্য কার ॥
দিবা-বিভাবরী মম কেঁদে উঠে প্রাণ।
সহিতে না পারি আর মন্মথের বাণ ॥
দুঃসহ বিরহ-ভয়ে নিদ্রা তো আমায়।
দেখা নাহি দেয় গেল পলায়ে কোথায় ॥
বিচ্ছেদ বায়ুতে ভরা উদর আমার।
ক্ষুধা তৃষা নাই করি কেমনে আহার ॥

সতত অনঙ্গফণী করিছে দংশন।
বিষম বিষেতে হয় সংশয় জীবন ॥
কেবল তোমার নাম মন্ত্রবলে মনে।
বিষ নিবারণ করি বাঁচাই জীবনে ॥
পিকবর মধুকর হয়ে স্মরচর।
জ্বালাতন করে মোরে শুন প্রাণেশ্বর ॥
সুমধুর স্বরে শর করে বরিষণ।
তোমা বিনে করে তারা হৃদি বিদারণ ॥
সুগন্ধি কুসুম সব ধরে নানা গুণ।
বিরহিণী দেখি মোরে তাহারা বিগুণ ॥
যেই দিকে চাই সেই দিক অন্ধকার।
দেখি আমি প্রাণকান্ত বিরহে তোমার ॥
যে প্রেমে শীতল করে সদা প্রাণ মন।
সে প্রেম বিরহে মোরে করিছে দহন ॥
কেমনে দুর্নাম মোর কর রসময়।
কহিতে এমন বাণী লজ্জা নাই হয় ॥
লিখেছিলে কি প্রকারে সেরূপ লিখন।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিলে স্মরণ ॥
আমারে কহিলে যাহা কহিবার নয়।
অন্তরেতে পাইয়াছি দুঃখ অতিশয় ॥

কান্তকরে ধরি ধনী এই রূপ কহে।
শুনিয়ে লাজেতে ধীর অধোমুখে রহে ॥
মনোদুঃখে প্রেয়সীরে মধুর বচনে।
কহিতে লাগিল তবে রোদন-বদনে ॥
দুঃখিত না হও প্রিয়ে কহি তব কাছে।
তোমা বিনে এ জগতে আর কেবা আছে ॥
মনে ভেবে দেখ প্রিয়ে দেখ না চাহিয়ে।
ধরেছি যোগীর বেশ তোমার লাগিয়ে ॥
দূতীর বদনে প্রিয়ে শুনেছি যেমন।
এই হেতু লিখিলাম সেরূপ লেখন ॥
ত্বরায় জানিতে আমি তব বিবরণ।
লিখিয়াছিলাম সেই লিপি প্রাণধন ॥
কাতর পরাণ হলে প্রবোধ না মানে।
সংসারের রীতি এই আছে সর্ব্বস্থানে ॥
প্রিয়ের বচনে প্রিয়া-স্বান্ত হল শান্ত।
প্রেমরসে চিত্ত তার মজিল নিতান্ত ॥

লয়লা মজ্‌নু একত্র দর্শনে মজ্‌নুকে যথার্থ দ্বারীর আগমন।

প্রিয়-প্রিয়া দুই জনে বসি একাসনে।
জীবন জুড়াতে ছিল প্রেম-আলাপনে ॥
এসময়ে সেই দিকে দ্বারী আচম্বিতে।
মজ্‌নুরে দেখে তথা লয়লা সহিতে ॥
কোপে দ্বারপাল করবাল করে করে।
ঘূর্ণিত লোচনে কহে অতি ক্রোধভরে ॥
হারাতে জীবন বেটা এখানে আইলি।
আসিতে কালের হাতে ভয় না করিলি ॥
সাক্ষাত্‌ শমন সম হই আমি তোর।
কে রাখে এখন তোরে ওরে বেটা চোর ॥
এত বলি মজ্‌নুরে করিতে প্রহার।
ক্রোধভরে ঊর্দ্ধে দ্বারী তোলে তলোয়ার ॥
মজ্‌নু মাহাত্ম্যে দেখ দুর্গতি দ্বারীর।
নামাতে না পারে আর ভুজ হল স্থির ॥
ঊর্দ্ধ হতে নীচে না আসে তো সেই কর।
হেরিয়ে এরূপ দ্বারী চিন্তিত অন্তর ॥

অতি সলজ্জিত হয়ে ভবিছে তখন।
মজনু মাহাত্ম্যে বুঝি ঘটিল এমন॥
এই এই কর ছিল অত্যন্ত সবল।
এই কর্ম্মে বুঝি ইহা হইল বিকল॥
এখন উচিত ধরা মজনুর পদে।
ইহা বিনা পরিত্রাণ নাহি এ বিপদে॥
বিবেচনা করি দ্বারী তাঁর পদোপরি।
রাখিয়ে আপন শির কহে স্তুতি করি॥
করুণায় করুন মার্জ্জন মম পাপ।
নাহি দাও মহাশয় আর মনস্তাপ॥
আপনি পরম ভক্ত বুঝেছি এখন।
সার্থক করিলে তুমি প্রেমের সাধন॥
যে কাজ করেছি হাতে হাতে ফল তার।
কৃপা করি মহাশয় কর হে নিস্তার॥
দ্বারপাল-বাণী শুনি কহেন কয়েস।
যে কাজ করিলি ফল দিতাম বিশেষ।
কেবল প্রিয়ার প্রেম হেতু তোর দোষ॥
ক্ষমা করিলাম তোরে পরিহরি রোষ॥
পুন এইরূপ কর্ম্ম প্রাণ গেলে আর।
কভু না করিবি ত্রুটি কহিলাম সার॥

এরূপে ভৎর্সনা ধীর করিয়ে দ্বারীরে।
জগত্-ঈশ্বরে স্তব করে ধীরে ধীরে॥
জয় জয় জগদীশ জগত্ আধার।
জগজন প্রাণ ধন সকলের সার॥
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভর।
দেবের দেবতা তুমি অনাদি ঈশ্বর॥
দুর্ব্বলের বল বিভু নির্ধনের ধন।
পুণ্যবানে ফলদান কর অনুক্ষণ॥
কৃপা করি কৃপাকর কর কৃপাদান।
দ্বারিভূজ সুস্থ করি রাখ মম মান॥
কয়েসের স্তবে প্রভু হলেন সদয়।
দ্বারপাল সে বিপদ হতে মুক্ত হয়॥
রসবতী কয়েসের মহিমা-দর্শনে।
প্রভুর পরম ভক্ত বুঝিলেন মনে॥
পরম সাধক সেই জানিল তখন।
মনে মনে সুবদনী করেন চিন্তন॥
পরম সৌভাগ্যে পাই এই প্রিয় জনে।
মম সম ভাগ্যবতী আছে কি ভুবনে॥
সংগোপনে প্রিয় মোর বিহরে সংসারে।
সিন্ধুমধ্যে রত্ন থাকে কে জানে তাহারে॥

প্রভু-প্রিয়তম মধ্যে এই মহাজন।
করিলেন মান্য তিনি ইহাঁর বচন ॥
দয়া করি দিল বিধি হেন গুণময়।
মম প্রতি প্রজাপতি পরম সদয় ॥
এরূপ ভাবিয়ে মনে লয়লা সুন্দরী।
মিলন করিল প্রাণনাথে গলে ধরি ॥
বচনেতে নিবাইল মনের আগুন্।
দোঁহে মহানন্দে গান দোঁহাকার গুণ ॥
মুখে মুখ দিয়ে দোঁহে হরষিত মন।
মৃত দেহাগারে প্রাণ করে আনয়ন ॥
নিবিল বিচ্ছেদানল যামিনী পোহায়।
প্রস্ফুটিত পঙ্কজিনী শশী অস্তে যায় ॥
প্রভাত সময় আসি হল উপস্থিত।
তরুণ অরুণ আভা হল প্রকাশিত ॥
এসময়ে কামিনীমোহন রসময়।
চলিল কাননে তবে তাপিত হৃদয় ॥
চিত্তোদয়াচলে পুন বিরহ তপন।
উদিত হইল যেন করাল শমন ॥
নিবিড় বিপিনে ধীর করিলেন বাস।
প্রিয়াধ্যানে থাকে সদা মন বহে শ্বাস ॥

অন্তঃপুরে গুণবতী লয়লা যুবতী।
রহিল প্রিয়ের ধ্যানে অতি দুঃখমতি ॥

নওফল নামক নৃপতির মৃগয়ার্থ কাননে আগমন।

নওফল নামে মহীপাল,
যেমন সে কালান্তের কাল।
মহাবীর মহাজন, যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ,
যার রাজ্যে না ছিল জঞ্জাল ॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যেশ্বর,
নামে তাঁর শত্রু পায় ডর।
ছিল যত নরবর, সবে দিত তাঁরে কর,
ধরাধন্য গণ্য ভাগ্যধর ॥
স্বদেশ বিদেশ অধিকার,
বাহুবলে হয়েছিল তাঁর।
হয়-হস্তী অগণন, পদাতিক কত জন,
ছিল ধনপূর্ণ কোষাগার ॥
তস্করাদি সবে দন্তে তাঁর,
ত্যজেছিল মন্দ ব্যবহার।

দুষ্টে দিয়ে বহু কষ্ট, সতত করিত নষ্ট,
সাধুর করিত পুরস্কার ॥
এক দিন সেই রাজ্যেশ্বর,
সভা করি অতি মনোহর।
পাত্র মিত্রগণ লয়ে, পুলকে পূরিত হয়ে,
বসিলেন সিংহাসনোপর ॥
মৃগয়ায় যাইতে কাননে,
নৃপতি করিয়ে সাধ মনে।
আদেশিল সযতনে, প্রিয়জন সভাজনে,
সাজিতে ত্বরায় সেনাগণে ॥
পাত্রমিত্র আদি যত জন,
হয়ে সবে প্রফুল্লিত মন।
ডাকি সব সৈন্যগণে, কহিলেন সেইক্ষণে,
দ্রুতগতি করিতে সাজন ॥
সৈন্যচয় পেয়ে অনুমতি,
অগ্রসর হল শীঘ্রগতি।
কুঞ্জর আরূঢ় হয়ে, সভ্যবৃন্দ সঙ্গে লয়ে,
ভূপ বনে চলে হৃষ্টমতি ॥
প্রবেশ করিয়ে ঘোর্ বন,
করিয়ে কুরঙ্গ অন্বেষণ।

করে নৃপ পর্য্যটন, করি করি আরোহণ,
সঙ্গেতে নাহিক অন্য জন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নরবর,
মজ্নু পাশে গেলেন সত্বর।
হেরিয়ে তাহারে বনে, জিজ্ঞাসেন ক্ষুব্ধ মনে,
স্নেহভাবে করি সমাদর ॥
ওহে যুবা কও হে কারণ,
কেন কেন এবেশ ধারণ।
কহ তব কিবা নাম, কোন নগরেতে ধাম,
কাননেতে কেন আগমন ॥
জনক জননী বন্ধুগণ,
বল কেন করিলে বর্জ্জন।
আছ সদা কি অসুখে, বনবাসী হয়ে দুখে,
কহ মোরে যথার্থ কারণ ॥
এখনি উপায় করি তার,
নাশিব তোমার দুঃখভার।
পুরাইব তব আশ, কহ সব মম পাশ,
তোমার করিব উপকার ॥
যাহা চাবে তাহা দিব আমি,
করে দিতে পারি রাজ্যস্বামী।

কিম্বা প্রেমরসে কার, সঁপ প্রাণ আপনার,
বিহিত করিব দ্রুতগামী ॥
কে তোমারে দিয়েছিল আশা,
তব হৃদে করি প্রেম-বাসা।
তব দশা নিরখিয়ে, বিষাদে বিদরে হিয়ে,
বল মোরে কি তব প্রত্যাশা ॥

নৃপতি নিকটে মজ্‌নুর পরিচয়।

দেখি দয়া ভূপতির, কয়েস হইয়ে স্থির,
কহে তবে সজল নয়ন।
শুন শুন ধরাপতি, বিচক্ষণ মহামতি,
অভাগার দুঃখ বিবরণ ॥
উন্মত্ত হইয়ে বনে, পড়ে আছি ক্ষুণ্ন মনে,
বিস্মৃত হয়েছি বাসস্থান।
মাতাপিতা পরিহরি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরি,
এথা আছি হইয়ে অজ্ঞান ॥
জীবন বিফল মম, মহীতলে মম সম,
দুঃখী নাহি আর কোন জন।
স্বজন ভবন ত্যজি, এক নারী প্রেমে মজি,
আসক্তিতে হয়েছি এমন ॥

কি কহিব রূপ তার, অতিশয় চমৎকার,
পদ্ম লাজে পশিল জীবনে।
জগজন-মনোলোভা, হেরিয়ে তাহার শোভা,
সুধাকর উঠিল গগণে ॥
পুষ্প সম কলেবর, হেরে তায় মধুকর,
মধু লোভে ভ্রমে ভ্রমে তথা।
যদি সেই চতুর্ম্মুখ, দেন মোরে বহু মুখ,
বর্ণিতে কি পারি রূপ কথা ॥
লয়লাতো অভিধান, আমি দেহ সে যে প্রাণ,
শুধু সে আমার আমি তার।
মুগ্ধ হয়ে তার রূপে, ডুবেছি প্রেমের কূপে,
আকুলিত জীবন আমার" ॥
কিবা সুধামাখা বাণী, কিবা তার পদ্মপাণি,
মনে হলে জ্ঞান শূন্য হই।
স্মরণেতে সেই নারী, ধৈরজ ধরিতে নারি,
ঘোর দুঃখার্ণবে ডুবে রই ॥
শুনি মজ্‌নুর বাণী, কহিলেন দণ্ডপাণি,
অতিশয় করিয়ে সাহস।
শুন শুন গুণমণি, এনে দিব সে রমণী,
যার লাগি হয়েছ বিরস ॥

কহিতেছি সত্যবাণী, তোমার প্রিয়ারে আনি,
তব সহ করাব মিলন।
যাবে তব দুঃখভার, চিন্তা না কর হে আর,
তারে হেরি সুস্থ হবে মন॥
লয়লার পিতা সাধু, সুধীর সুজন সাধু,
তারে আমি লিখিয়ে লেখন।
লওয়ায়ে তাহার মন, শুন ওহে প্রিয়জন,
তব আশা করিব পূরণ॥

নওফল নৃপতি কর্ত্তৃক লয়লার পিতার নিকটে পত্র প্রেরণ।

মজ্‌নুর ধরি কর, নওফল নৃপবর,
উত্তরিয়ে স্বনগর, বসি সভা-সদনে।
প্রেমিকরাজের তরে, আদেশিল মন্ত্রিবরে,
লিখিবারে সদাগরে, পত্র অতি যতনে॥
শুন প্রিয় মন্ত্রিবর, আমার বচন ধর,
লেখ পত্র শীঘ্রতর, এইরূপ তাহারে।
ত্বরা করি মনোরঙ্গে, স্বীয় তনয়ার সঙ্গে,
বিয়া দেহ মজ্‌নু সঙ্গে, মান্য করি আমারে॥

নতুবা বিপদ হবে, কারাগারে বদ্ধ রবে,
প্রাণ নষ্ট হবে তবে, কহিলাম সার হে।
পাঠাইব রসাতল, দেখিবে আমার বল,
হাতে হাতে পাবে ফল, না পাবে নিস্তার হে ॥
শুন ওহে সাধুবর, তুমি নানা গুণধর,
তব সম সাধু নর, নাহি হেরি ভুবনে।
তব কন্যা মহাসতী, রূপে গুণে ধন্যা অতি,
অতিশয় গুণবতী, শুনিয়াছি শ্রবণে ॥
যদি মজনুর সনে, বিয়া তার এইক্ষণে,
দাও হে প্রফুল্ল মনে, তবে হবে ভাল হে।
যদি এ বচন মোর, নাহি শুন করি জোর,
করিব সমর ঘোর, ঘটিবে জঞ্জাল হে ॥
শীঘ্র তুমি ছারেখারে, যাইবে সপরিবারে,
পাঠাব শমনাগারে, জানিবে নিশ্চয় হে।
ধন্য তুমি মানে ধনে, কহিতেছি সে কারণে,
কর হে বিচারি মনে, যাতে ভাল হয় হে ॥
এই রূপ রাজাদেশে, মন্ত্রিবর মহাবেশে,
লিখিলেন পত্র শেষে, হরষিত হইয়ে।
দূতেরে ডাকিয়ে রায়, লেখন দিলেন তায়,
পত্র লয়ে দূত যায়, রাজাদেশ পাইয়ে ॥

দূত অতি হরষিত, হয়ে তথা উপনীত,
দিল পত্র ত্বরান্বিত, সদাগর-করেতে।
সাধু অতি সমাদরে, লেখন লইয়ে করে,
পঠন করিয়ে পরে, কহে সুধা-স্বরেতে॥
লিখেছেন নৃপবর, শুন দূত তদুত্তর,
করো তাঁরে সুগোচর, বাচনিক কথনে।
মম নমস্কার আগে, জানাইবে মহাভাগে,
কবে পরে অনুরাগে, মহীশের সদনে॥
মম কন্যা ধন্যা অতি, আলো করে বসুমতী,
কয়েস বাতুল মতি, তারে দিব কেমনে।
কত শত রাজসুত, অতি রূপ-গুণযুত,
আসে যায় অবিরত, সদা যার কারণে॥
শুন দূত সারোদ্ধার, এই অনুরোধ তাঁর,
প্রাণান্তেতো আমি আর, নাহি পারি রাখিতে।
থাকিতে আমার প্রাণ, ত্যজি ভূপ ভাগ্যবান,
পাগলেরে কন্যা দান, পারিব না করিতে॥
সাধুর শুনিয়ে কথা, দূত পেয়ে মর্ম্মে ব্যথা,
গিয়ে নরবর যথা, সব কথা কহিল।
শুনে তাহা নৃপবর, ক্রোধে কাঁপে থর থর,
যুগল নয়নবর, রক্তবর্ণ হইল॥

কহে সৈন্যগণে সবে, সমরেতে যেতে হবে,
বিলম্ব নাহিক সবে, চল দ্রুত গমনে।
সদাগর করে জোর, সহ্য নাহি হয় মোর,
করিয়ে সংগ্রাম ঘোর, বিনাশিব সে জনে॥
দেখ না বচন মম, না শুনিল নরাধম,
নাশিব তাহার তম, যাবা মাত্র অমনি।
সঙ্গে করি সৈন্যগণ, চল গিয়ে করি রণ,
শাস্তি তারে বিলক্ষণ, দিব দ্রুত এখনি॥
ঘোর রণবাদ্য বাজে, শুনি সেনাচয় সাজে,
সঘন কামান গাজে, কোলাহল হইল।
করি রণজয় আশ, পরে সবে রণ-বাস,
বিহীন হইয়ে ত্রাস, সমরেতে চলিল॥

লয়লার পিতার সহিত নওফলের যুদ্ধ।

ঘন সিংহরব, চলে সেনা সব,
অতি দ্রুত রণস্থলে।
কত হস্তী হয়, সঙ্খ্যা নাহি হয়,
সেনাপতি সহ চলে॥
কহে নৃপ রায়, ক্রোধে কাঁপে কায়,
মম সেনা আছ যত।

নির্ভয় অন্তরে, বাঁধ সদাগরে,
শাস্তি দিয়ে নানা মত ॥
লুট রে আগার, লুট রে ভাণ্ডার,
লুট রে নগর তার।
দেখিব এখন, করিয়ে কেমন,
সাধু রক্ষা পায় আর ॥
শুনি নৃপবাণী, সহিত সেনানী,
করি মার মার ধ্বনি।
সেনাপতিচয়, উপনীত হয়,
সমর-ভূমে অমনি ॥
অশ্বারোহিগণ,যেমন শমন,
বেগে ফেরে অসি করে।
কার করে শর, যমের দোসর,
কেহ সিংহনাদ করে ॥
আরব ভিতর, মার ধর ধর,
এই মাত্র রব হয়।
দ্রুত কোন জন, সাধুর সদন,
আসিয়ে সংবাদ কয় ॥
নওফল ভূপতি, স্ববল সংহতি,
রণ হেতু আসিয়াছে।

লুটিছে নগর, নির্ভয় অন্তর,
বলে দেশ ঘিরিয়াছে ॥
একথা শ্রবণে, সাধু ক্রোধ-মনে,
কহে বীর সেনাগণে।
রণসজ্জা করি, চল ত্বরাত্বরি,
অস্ত্র শস্ত্রে সর্ব্বজনে ॥
আসিয়াছে অরি, ঘোর দম্ভ করি,
বধ রে ত্বরায় তারে।
সঙ্গী যত তার, আছে সঙ্গে আর,
পাঠাও শমনাগারে ॥
সাধুর বচনে, যত সেনাগণে,
দ্রুত যায় রণস্থলে।
কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে গজে,
সৈন্যশ্রেণী সব চলে ॥
সেনাপতি মাজে, রণবাদ্য বাজে,
শুদ্ধ মার মার রব।
গিয়ে রণস্থলে, মিলিল দুদলে,
ভয়ে লোক প্রায় শব ॥
নওফল বলে, শুন রে সকলে,
বিলম্ব না কর আর।

না করিহ ডর, লয়ে ধনুঃশর,
যারে পাও তারে মার॥
নৃপাদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ ধেয়ে,
তর্জ্জন গর্জ্জন করে।
কেহ খড়্গ হানি, বধে কত প্রাণী,
কেহ মারে ধরি করে॥
কেহ ছাড়ে তীর, মরে কত বীর,
রুধিরেতে নদী বহে।
হস্তপদহীন, হয়ে কোন দীন,
ধরাতলে পড়ি রহে॥
কেহ চড়ি হয়, কার প্রাণ লয়,
মারিয়ে দ্রুত আছাড়।
কেহ ত্যজে প্রাণ, কেহ হতজ্ঞান,
কেহ বলে ছাড় ছাড়॥
দোঁহার সেনানী, মার মার বাণী,
কেবল মুখেতে বলে।
নাশ রে এক্ষণে, যত অরিগণে,
একে একে ধরি বলে॥
হাঁকে সেনাগণে, শ্রবণে শ্রবণে,
তালি লাগে সবাকার।

নর-হস্তি-হয়, নাহি দৃষ্ট হয়,
বাণে দিক্‌ অন্ধকার ॥
সাধুর সেনানী, আকুল পরাণী,
পলায় হারিয়ে রণে।
আর সঙ্গী যত, সবে হল হত,
প্রফুল্ল বিপক্ষগণে ॥
নওফল নৃপাল, দুর্জ্জনের কাল,
সাধুরে ধরিল তবে।
স্বজন তাহার, যত ছিল আর,
ত্বরা বন্দী করে সবে ॥
জিনিয়ে সমর, কহে নরবর,
নিজ পারিষদচয়ে।
আন রে ত্বরায়, সাধুর কন্যায়,
প্রবেশ করি আলয়ে ॥
যাহার কারণ, করিলাম রণ,
অন্যে নাহি প্রয়োজন।
সাধুরে মোচন, কর রে এখন,
সহিত আত্মীয় জন ॥
রাজার আজ্ঞায়, সাধু মুক্তি পায়,
আর তার আত্মগণ।

মুক্ত হয়ে সবে, লাজেতে নীরবে,
পলায় ত্যজি ভবন ॥
লয়লারে পরে, মহীশ গোচরে,
আনিল দ্রুত তখন।
হেরি তার রূপ, জ্ঞানহীন ভূপ,
চঞ্চল হইল মন ॥
রাগে কলেবর, কাঁপে থর থর,
বার বার ঘর্ম্ম ঝরে।
উন্মত্তের ভাবে, সেই রূপ ভাবে,
ধৈরজ নাহিক ধরে ॥
মজ্নুর বচন, ভুলিল তখন,
ডুবি রূপ-পারাবারে।
ভাবে এই রূপ, অতি অপরূপ,
আর নাহি দিব কারে ॥
এই রূপবতী, জিনি তারাপতি,
তুলনা না দেখি আর।
অন্যেরে এ ধনে, দিব বা কেমনে,
হেরে যায় প্রাণামার ॥
দয়া করি বিধি, মোরে দিল নিধি,
আমি কভু না ত্যজিব।

কটাক্ষে হরণ, করিল এ মন,
কেমনে প্রাণে বাঁচিব ॥
বধি মজ্নুরে, আপনার পুরে,
লয়ে যাব এইক্ষণে।
ধন্য ধন্য মার, অসাধ্য তোমার,
নাহি কিছু ত্রিভূবনে ॥

লয়লা মজ্নুর বিবাহার্থ সুসজ্জা ও নওফলের বিষপানে মৃত্যু।

লয়লারে হেরি রাজা ব্যাকুলিত মতি।
তথাপি ধরিয়ে ধৈর্য্য কন দূত প্রতি ॥
দ্রুত মজ্নু সন্নিধানে কর রে গমন।
বল তারে করিবারে বিবাহ সাজন ॥
বিবাহ তাহার আজি লয়লার সনে।
মনের আনন্দে আমি দিব শুভক্ষণে ॥
নৃপাদেশে মন্ত্রী গিয়া মজ্নুরে কয়।
আজি তব বিয়া হবে সাজ মহাশয় ॥
এতেক শুনিয়ে ধীর প্রেমের সাগর।
করেতে পাইল যেন চারু সুধাকর ॥

পুলকে পূরিল অঙ্গ মুখে মৃদু হাস।
মনের যতেক দুঃখ হইল বিনাশ॥
সুখার্ণবে মনোসুখে করিলেন স্নান।
পরিধান করে বিবাহের পরিধান॥
হেথা ধনী নাথ সহ করিতে মিলন।
মনের আনন্দে করে বিবাহ সাজন॥
লয়লা লইয়ে করে নানা আভরণ।
সাজিতে বসিল নিজে প্রফুল্ল বদন॥
বাঁধেন বিনোদ বেণী বিনাইয়ে কেশ।
লাজেতে ভুজঙ্গ করে বিবরে প্রবেশ॥
মুক্তাময় টীকা ভালে পরে রসবতী।
হেরিয়ে সে রূপ মুগ্ধ হয় রতিপতি॥
দর্পণ লইয়ে পরে মজাইয়ে মন।
হীরক জড়াও পরে কর্ণের ভূষণ॥
নাসায় পরেন ধনী মরি কি বেশর।
তাহাতো বেশর নয় পঞ্চশর-শর॥
নয়নে অঞ্জন পরে ভুবন-রঞ্জন।
প্রফুল্ল পঙ্কজে যেন খেলে রে খঞ্জন॥
মরি কিবা মণিময় হার গলে সাজে।
সুবর্ণ সে বর্ণ হেরি দগ্ধ হয় লাজে॥

গলে মুক্তাহার পরে করেতে কঙ্কণ।
চরণে পরিল যত চরণাভরণ ॥
বিচিত্র বসন ধনী পরে কত রঙ্গে।
জীয়াবে যুবতী বুঝি আজি সে অনঙ্গে।
একেতো ভুবনে নাই সে রূপ স্বরূপ।
বুঝা লোক সেজে আরো কত হল রূপ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডে সাধ্য কার।
কুবুদ্ধি ঘটিল অতি লওফল রাজার ॥
লয়লার রূপে রাজা মোহিত হইয়ে।
পাত্র মিত্রগণে তবে কহেন ডাকিয়ে ॥
লয়লার লাগি মন অধৈর্য্য আমার।
যাহাতে তাহারে পাই কর যুক্তি তার ॥
পরে নৃপ এক জন দূতীরে ডাকিয়ে।
নির্জ্জনে কহিল তারে কাতর হইয়ে ॥
এক কর্ম্ম কর তুমি রাখ মম বাণী।
তাহাতে তোমার কিছু না হইবে হানি ॥
বাটী বাটী শর্করা ত্বরায় পানা কর।
এক বাটী রাখ বিষ তাহার ভিতর ॥
সে বিষ রাখিবে তুমি মজনুর কারণে।
তুষিব তোমায় আমি নানা রত্ন-ধনে ॥

বিষপানা পানে সেতো হইলে নিধন।
লয়লা লইয়ে আমি জুড়াব জীবন॥
একথা শুনিয়ে দূতী কহিল তখন।
ইহার কারণে রাজা না কর চিন্তন॥
বিবাহের আয়োজন কর মহাশয়।
বিরলে একর্ম্ম আমি সাধিব নিশ্চয়॥
পরে রাজা আজ্ঞা দিল যত সভাজনে।
আয়োজন কর সবে বিবাহ কারণে॥
আদেশ পাইয়ে সবে অতি কুতূহলে।
বসিলেন সমারোহ করি সভাস্থলে॥
নওফল নৃপবর বসিল তথায়।
সমাদরে নিজ পাশে মজ্‌নুরে বসায়॥
মুখে সুধা অন্তরেতে হলাহল বিষ।
এখন বিবাহ দাও কহিল মহীশ॥
শুভ কর্ম্মে ব্যাজ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়।
পানা পান কর সবে বিলম্ব না সয়॥
ভূপাদেশে সকলেতে আনন্দ অন্তরে।
একে একে পানা সবে দেয় সমাদরে॥
মজ্‌নুর জন্যে যাতে দিয়াছিল বিষ।
সেই পাত্র নিজ করে পাইল মহীশ॥

ঈশ্বরের মায়া কিছু বুঝা নাহি যায়।
বিষ-পানা পান করে নওফল রায়॥
পান মাত্র নৃপবর হইল কাতর।
বিষের জ্বালায় হয় অস্থির অন্তর॥
করাঘাত হানে ভালে চক্ষে বারি বহে।
বাণীহীন হল মুখ দুঃখ মনে রহে॥
মলিন হইল তনু বক্ষে বিমরিষে।
জর জর কলেবর কালকূট বিষে॥
হাহাকার করি রায় ত্যজিল জীবন।
জগতে দুর্নাম তার হল প্রকটন॥
পরে সেই মৃত দেহ স্বদেশে লইয়ে।
মহা শোকে গেল সবে দুঃখিত হইয়ে॥

নওফলের মরণে মজ্‌নুর পুনর্ব্বার বন-গমন।

এ ব্যাপারে মজি ধীর শোক-পারাবারে।
মনোগত ভাব তার জানিতে না পারে॥
কাতর অন্তরে কহে রোদন-বদনে।
কি বিষাদ বিধি বাদ সাধিল এক্ষণে॥

দুঃখের সাগরে মোরে যে করিল পার।
সে জন ত্যজিল প্রাণ সাক্ষাতে আমার॥
তাহার নিধনে মোর কি সুখ মিলনে।
বিশেষতঃ সাধু বাঁদী হবে এইক্ষণে॥
ইহা বলি মহাদুঃখে মজনু সুজন।
পুনর্ব্বার করিলেন কাননে গমন॥
প্রবেশিল নব দুঃখ মজনুর মনে।
আইল বসন্ত ঋতু সহিত স্বগণে॥
কোকিল কুহরে বিকসিত নানা ফুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিকুল॥
পশু পক্ষী যত নিজ নিজ প্রিয়া-সঙ্গে।
বিপিনে বিহার করে মাতিয়ে অনঙ্গে॥
প্রিয়া-শোকে কাঁদি ধীর করেন ভ্রমণ।
শান্ত নাহি হয় মন প্রেয়সী কারণ॥
জ্ঞানহীন হয়ে বনে করে পর্য্যটন।
অপূর্ব্ব উদ্যান পরে করিল দর্শন॥
প্রেমভরে গেল সেই উদ্যান ভিতর।
বসন্তে ফুটেছে যত পুষ্প মনোহর॥
হেরিয়ে মালঞ্চে ধীর কুসুমের শোভা।
মনেতে জাগিল প্রিয়া-রূপ মনোলোভা॥

রঙ্গণে হেরিয়ে ধীর প্রেমের সাগর।
প্রিয়া বলি ধরে তারে বাড়াইয়ে কর॥
অপরাজিতায় দেখি প্রফুল্ল হৃদয়।
কহে এই পুষ্প প্রিয়া-কেশ সম হয়॥
মাধবী মালতী প্রতি বলেন কাঁদিয়ে।
প্রাণ না জুড়াল মোর উদ্যানে আসিয়ে॥
কিংশুক কুসুমে ধীর কহেন তখন।
প্রেয়সীর হাসি তুমি করেছ হরণ॥
দেখিতে না পারি শুন অতসী অশোক।
কেবল তোমরা বাড়াইয়ে দেহ শোক॥
স্বর্ণচাঁপা হেরি ঠিক যেন প্রিয়াতনু।
তথাপি আমারে কেন জ্বলায় অতনু॥
কুসুম ফুটেছে সব দেখিতে সুন্দর।
হেরিলে হৃদয়ে মোর লাগে তীক্ষ্ণশর॥
তমালে হেরিয়ে ধীর কহিল তখন।
প্রিয়ার লালিত্য তুমি করেছ ধারণ॥
তথায় আসিয়ে এক মালী হেনকালে।
করাত ধরিল সেই কাটিতে তমালে॥
তাহা দেখি কহে ধীর মালীরে তৎক্ষণে।
এ তরু কাটিবে তুমি কিবা প্রয়োজনে॥

রাখ রে আমার বাণী না কর ছেদন।
প্রিয়ার লালিত্য ইহা করেছ ধারণ॥
মালাকার কহে আমি দুঃখী অতিশয়।
এ বৃক্ষ কাটিয়ে আমি করিব বিক্রয়॥
মালীর বচনে কহে সেই মহামতি।
ব্যাকুল না হও মালি স্থির কর মতি॥
তাঁহার নিকটে ছিল এক রত্ন-মণি।
যাহা হেরি মুগ্ধ হয় অখিল অবনি॥
সেই মণি মজ্নু মালীরে করি দান।
করুণা করিয়ে বাঁচালেন বৃক্ষ প্রাণ॥
সেই তমালের তলে বসিয়ে তখন।
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবে অনুক্ষণ॥
প্রিয়া-লাগি জ্ঞানহীন চক্ষে ঝরে জল।
নিদ্রাগত হল কলেবরে নাহি বল॥
নিদ্রাতে প্রেয়সীরূপ করেন দর্শন।
প্রিয়াগলে পুষ্পহার করেন অর্পণ॥
চন্দন সুগন্ধি পুষ্প লয়ে নিজ করে।
যেন প্রিয়া দাঁড়াইয়ে নিদ্রা ভঙ্গ করে॥
এই রূপ স্বপ্নে ধীর করি নিরীক্ষণ।
অকস্মাত্ জাগিয়ে উঠিল ততক্ষণ॥

জাগ্রত হইয়ে নেত্রে নাহি হেরে পুন।
বিরহ-আগুন মনে জ্বলিল দ্বিগুণ॥
প্রেয়সীর নাম যেন হল জপমালা।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চলে যেন মাতয়ালা॥
দুঃখানলে দহে প্রাণ ঘন বহে শ্বাস।
নিবিড় গহনে ধীর করিলেন বাস॥
প্রেয়সীর রূপ সদা অন্তরে উদয়।
পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-সঙ্গে দুঃখ কথা কয়॥
এখানে লয়লা ধনী থাকিয়ে ভবন।
একাকিনী প্রেমময়ী করেন ক্রন্দন॥
বিষম সমরে প্রাণ ত্যজে বহু জন।
অবশিষ্ট ছিল যারা করে পলায়ন॥
আত্মালোক তথা তাঁর নাহি কোন জন।
বিষাদে ব্যাকুল প্রাণ সজললোচন॥
ধূলায় লোটায় ধনী কাতর জীবন।
প্রবোধ করিতে তথা নাহি এক জন॥
তথা হতে চলে ধনী ব্যাকুলিত মনে।
ক্রমে পড়িলেন আসি নিবিড় গহনে॥

শ্রেষ্ঠি কর্ত্তৃক কাননে লয়লার অন্বেষণ।

বিষপানা পান করি মরিল ভূপতি।
সদাগর শুনি হল প্রফুল্লিত মতি॥
উথলিল তাহার আনন্দ-পারাবার।
উষ্ট্র আরোহণে চলে উদ্দেশে কন্যার॥
অন্তরঙ্গ যত ছিল আর সেনাচয়।
সাধু-সহ যায় সবে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
একাকিনী প্রেমাধীনী লয়লা রূপসী।
রোদন করেন দুঃখে কাননেতে বসি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে নন্দিনীরে।
বসন ভিজেছে তার নয়নের নীরে॥
মলিন হয়েছে অতি কমল বদন।
কৃশ কলেবর মুখে না সরে বচন॥
কন্যার দুর্গতি সাধু করিয়ে দর্শন।
দ্রুত কোলে নিল তারে সজল-নয়ন॥
কহেন সুতারে মা গো তোরে হারাইয়ে।
অন্ধপ্রায় হইয়াছি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥

এত বলি উষ্ট্র এক করি আনয়ন।
তনয়ারে তাহাতে করান আরোহণ॥
লয়লারে লয়ে সাধু করিল গমন।
আগু পিছু হয়ে চলে যত সেনাগণ॥
এই কালে অস্তাচলে চলে দিনমণি।
তিমির-বসন পরি আইল রজনী॥
কৃষ্ণপক্ষ নিশি অন্ধকার অতিশয়।
তরু লতা আদি কিছু দর্শন না হয়॥
তাহে ক্ষুদ্রবন-পথ অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে নাহি দেখে সভয় অন্তর॥
উষ্ট্রারোহী ছিল যত সাধুসুতা সনে।
কে কোথা পলায়ে গেল ভয় পেয়ে মনে॥
একাকী রহিল বালা উষ্ট্রের উপরে।
শ্রম হেতু নিদ্রা তাঁরে অধিকার করে॥
নিদ্রাবেশে অচেতনে থাকে বিনোদিনী।
এসময়ে অবসন্ন হল তমস্বিনী॥
প্রভাতে অরুণোদয় হইল গগণে।
জাগিয়ে উঠিল ধনী ভয়াতুর মনে॥
জনক স্বজনে আর দেখিতে না পায়।
একাকিনী উষ্ট্রোপরে করে হায় হায়॥

বিজন বিপিনে বালা কাঁদে দুঃখিমনে।
উষ্ট্রে করাইল স্নান নয়ন-জীবনে ॥
ওরে বিধি বহু দুঃখ দিলি হয়ে বাম।
তথাপি তোমার না পূরিল মনস্কাম ॥
মরিয়েছিলাম একে প্রিয়ের কারণ।
এখন সঙ্কটে বনে হারাই জীবন ॥
মাহুত অভাবে উট পথ নাহি পায়।
যথা ইচ্ছা তথা যায় হয়ে অন্ধপ্রায় ॥
কোথায় সে প্রিয়তম মোর প্রাণধন।
মাতাপিতা কোথায় বা রহিল এখন ॥
মানুষের সমাগম নাহি এই বনে।
নগরের পথ জিজ্ঞাসিব কোন জনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি পশুগণ।
রক্ষা নাহি দেখি আর যে ঘোর কানন ॥
এরূপ ভাবিয়ে রামা করেন রোদন।
থরথর কাঁপে অঙ্গ কাতর জীবন ॥
পশু-পক্ষি-তরু নিরখিয়ে সুলোচনা।
তাদের শুধান ভ্রমে বিরস-বদনা ॥
ওহে বনচরগণ করুণা করিয়ে।
অবলারে দেহ সবে পথ দেখাইয়ে ॥

বিষাদে বিদীর্ণ প্রাণ উষ্ট্রোপরি বসি।
ত্যজিয়ে জীবন-আশা ভাবেন রূপসী॥
লয়লারে লয়ে উষ্ট্র ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মজ্নু যথা আছে তথা গেল আচম্বিতে॥
চারিদিক দেখি ধনী যায় উষ্ট্রোপরে।
দূর হতে নিরীক্ষণ করে এক নরে॥
ভরসা হইল তার হেরিয়ে তাহায়।
উপনীত হল গিয়ে মজ্নু যথায়॥
নিজ কান্তে বিনোদিনী চিনিতে না পারে।
সমুখেতে দাঁড়াইয়ে জিজ্ঞাসে তাহারে॥

বনমধ্যে লয়লা-মজ্নুর মিলন।

উষ্ট্রে দাঁড় করাইয়ে লয়লা তথায়।
জিজ্ঞাসে নাথেরে কহ কে তুমি হেথায়॥
কিবা নাম কোথা ধাম কও হে বিশেষ।
কি কারণে ধরিয়াছ সন্ন্যাসীর বেশ॥
এত দুঃখ তোমারে হে দিল কোন জন।
কার লাগি সার তব এঘোর বিজন॥
শুনি ধীর ধীরে ধীরে করেন উত্তর।
আমার দুর্গতি সত জানেন ঈশ্বর॥

মম দুঃখকথা মুখে না হয় বর্ণন ।
দুঃখের সাগরে আমি হয়েছি মগন ॥
কয়েস আমার নাম জানে সর্ব্বজন ।
কোথা মম বাস হইয়াছি বিস্মরণ ॥
লয়লারে সঁপি প্রাণ এতেক দুর্গতি ।
তাহার কারণে হেথা আছি দুঃখিমতি ॥
প্রেমাসক্তি-শরে মোর বিঁধেছে হৃদয় ।
তিলেক বিচ্ছেদে মোর বর্ষ বোধ হয় ॥
স্মরিয়ে তাহার রূপ প্রাণ দেহে আছে ।
নতুবা যাইত কবে কৃতান্তের কাছে ॥
আমার কারণে সেই প্রেয়সী নবীনা ।
ধূলায় পড়িয়ে আছে হয়ে জ্ঞানহীনা ॥
কি করিবে বাহিরে সে না পারে আসিতে ।
সতত আমার লাগি আছে দুঃখিচিতে ।
প্রাণেশের নাম যেই শুনিল সে ধনী ।
প্রেমানন্দে অচেতন হইল অমনি ॥
উষ্ট্র হতে পড়ে ধনী ধরণী উপর ।
ভূমে যেন পড়ে গগণের সুধাকর ॥
চেতন পাইয়ে সতী কাঁদেন তখন ।
প্রেমপূর্ণ কলেবর সজল-নয়ন ॥

প্রাণসম প্রিয়তম কান্ত গুণনিধি।
মিলাইয়ে দিল মোরে কৃপা করি বিধি ॥
মাতাপিতা হতে মোরে আনিয়ে এ বনে।
মিলন করিয়ে বিধি দিল তব সনে ॥
এখন মিলন নাথ কর ত্যজি দুখ।
কুসুমের শয্যা কর ওহে বিধুমুখ ॥
প্রেমোন্মাদ ভাব তার জাগিতেছে চিতে।
সাধনের ধনে ধীর না পারে চিনিতে ॥
কহে আহা লয়লারে কোথা গেলে পাব।
তাহারে হেরিয়ে মম মনোগ্নি নিবাব ॥
মুখে না নিঃসরে বাণী নাহি জ্ঞান লেশ।
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়িল কয়েস ॥
প্রেমে জরজর তনু বহে দীর্ঘশ্বাস।
লয়লা অঞ্চলে তারে করেন বাতাস ॥
কতক্ষণ পরে ধীর পাইয়ে চেতন।
প্রাণের প্রিয়ারে পরে চিনিল তখন ॥
কহে আহা প্রাণপ্রিয়ে প্রাণাধিক মোর।
তব লাগি হল মোর এ দুর্গতি ঘোর ॥
তব দেখা বনে পাব না জানি স্বপনে।
বিধি মিলাইয়ে দিল তোমা হেন ধনে ॥

কেমনে এ বনে এলে কহ না কারণ।
শুনি ধনীএকে একে কন বিবরণ॥
হেথা আনি তব সঙ্গে বিবি মিলাইল।
দুঃখের শর্ব্বরী মোর আজি পোহাইল॥
আমার কারণে নাথ ধর যোগিবেশ।
বনে বনে ভ্রম ত্যজি স্বজন স্বদেশ॥
চিরদিন তৃষ্ণাতুর আছ তুমি প্রাণ।
আজি সুখে কর হে মিলন-সুধাপান॥
যৌবন রাজ্যেতে মম তুমি হে ভূপতি।
পয়োধর আদি তার প্রজা শান্তমতি॥
অরাজক হয়ে তারা হয় অতি দীন।
কত শত বিপদ ঘটিছে অনুদিন॥
আজি কর-কমল প্রসারি প্রাণপতি।
আশ্বাস প্রদান কর তাহাদের প্রতি॥
তবেত ভরসা হয় যতেক প্রজার।
নতুবা উচ্ছিন্ন হবে এ রাজ্য তোমার॥
সঁপেচি যৌবন রাজ্য আমি হে তোমায়।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর আপন ইচ্ছায়॥
দুঃখিনীর প্রতি দৃষ্টি কর একবার।
অদ্যাবধি তব আশে আছে প্রাণ আমার॥

মজ্‌নু কহেন শুন ওহে রসবতি।
তব দরশনে মম জুড়াইল মতি॥
তব প্রেমব্রতী প্রভু করেন আমায়।
হলাম বিপিনবাসী তোমার আশায়॥
কেবল তোমার ধ্যানে অনুরক্ত মন।
কেবল তোমারে চায় দেখিতে লোচন॥
শ্রবণ কেবল শোনে তোমার বচন।
বদন তোমারে চায় করিতে বর্ণন॥
তোমা ভিন্ন কিছু আমি নাহি চাহি আর।
শুদ্ধ হইয়াছি সিদ্ধ প্রেমেতে তোমার॥
এই কর যেন প্রিয়ে ভুল না আমায়।
পূর্ব্বরাগ হয়ে প্রেম যেন আগে যায়॥
যদি হয় আমাদের পিরীতি-ভঞ্জন।
প্রভুর গোচরে লজ্জা পাইব দুজন॥
আশা আছে মনে পরকালে তব সহ।
দেখা হবে একত্রেতে রব অহরহ॥
বিরহে বিরহে আর রহে কি জীবন।
অনুমান করি শীঘ্র হইবে নিধন॥
তাই বলি বিধুমুখি কি কহিব আর।
আশা আছে অন্তে হবে মিলন দোঁহার॥

এইকালে সদাগর সহ সহচর।
আসিতেছে সেই পথে হইয়ে সত্বর ॥
হেরিয়ে মজ্‌নু কহে ওই দেখ প্রিয়ে।
আসিছেন তব পিতা তোমার লাগিয়ে ॥
আর এথা থাকা মোর উচিত না হয়।
যাও প্রিয়ে পিতৃসহ আপন আলয় ॥
বিস্মরণ কিন্তু মোরে না হবে সুন্দরি।
আমি পরকালেও তোমার আশা করি ॥
এজন্মের মত বুঝি হলাম বিদায়।
দগ্ধ হল প্রাণ মোর বিরহ-জ্বালায় ॥
এত বলি প্রেয়সীর চুম্বিয়ে বদনে।
বিদায় হইল ধীর সজললোচনে ॥
অনন্তর বনে ধীর মনোদুঃখে চলে।
লয়লার উষ্ট্র গিয়ে মিলিল সে দলে ॥
শোকাতুরা প্রেমময়ী সজল-নয়ন।
সকাতরে দল সহ করিল গমন ॥
নিজালয়ে গিয়ে সতী বিষম বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত-ধ্যানে রহে ॥
আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করিলেন ধনী।
সর্ব্বদা চঞ্চলা যেন মণিহারা ফণী ॥

ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ক্ষণেকে কম্পন॥
ক্ষণেক শয্যায় পড়ে ক্ষণেক ধরায়।
ক্ষণেক সখীর কোলে পড়েন ত্বরায়॥
বলে সখি কই মোর প্রাণের রতন।
তিনি বিনে মোরে কেন করিস যতন॥
সন্তান বিহীনে বৃথা যেমন সংসার।
তিনি বিনা বৃথা এই জীবন আমার॥
আর প্রাণে কাজ নাই ওগো সহচরি।
বিষ এনে দাও তাই পান করে মরি॥
পলকে প্রলয় হয় না হেরে যাহায়।
কেমনে বাঁচিব আমি ত্যজিয়ে তাহায়॥
বলিতে বলিতে ধনী মূর্চ্ছিতা হইল।
সখীগণ ধরাধরি করিয়ে তুলিল॥
বলে কি কঠোর সাধু সাধুর গৃহিণী।
সাধ করি কন্যারে করিল অনাথিনী॥
পাগলেরে কন্যা দান করিবে না বলি।
হায় হায় হারাইল সোণার পুতলী॥
পাগলেরে যদি দিত না হত এ দায়।
হায় হায় হেলা করি কি ধন হারায়॥

মেয়ে সুখী হবে বলি দেয় ভাল বরে।
মেয়ের না হলে সুখ তাহাতে কি করে॥
কে জানে উত্তম আর কে জানে অধম।
যে বর কন্যার প্রিয় সেই সে উত্তম॥
বিশেষ এবর সম পাত্র কে এমন।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী মহীশ-নন্দন॥
রূপের তুলনা তার নহে সুধাকর।
তাহার কলঙ্ক আছে ব্যক্ত চরাচর॥
অকলঙ্ক নিরমল রূপের সাগর।
আর কি তেমন আছে অবনী ভিতর॥
গুণের কি কব কথা সর্ব্ব শাস্ত্র জানে।
সুধীর সুশীল অতিশয় বিজ্ঞ জ্ঞানে॥
বিশেষত সে রঙ্গ কি মনে নাই কার।
দ্বারী এল যখন বধিতে প্রাণ তার॥
যেই মাত্র খর করবাল করে ধরি।
কাটিতে উদ্যত তারে ভুজ ঊর্দ্ধ করি॥
নাড়িতে না পারে ভুজ হইল অচল।
বিষম বিপদে দ্বারী হইল বিকল॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে ধরে মজনুর পদে।
হাসিয়ে সুধীর তারে তারে সে বিপদে॥

ভক্তিভাবে ভগবানে করিল স্তবন ।
দ্বারীর দুর্গতি হল অমনি মোচন ॥
হায় হায় তবু তারে চিনিতে না পারে ।
তেমন সাধক আর কে আছে সংসারে ॥
কেবল প্রেমের দায়ে হয়েছে বাতুল ।
রূপে গুণে ধনে মানে কেবা সমতুল ॥
লয়লার সঙ্গে যদি হইত মিলন ।
কখনো সে গুণাকর না হত এমন ॥
কোন কালে হেন প্রেম কে শোনে কোথায় ।
সে হল বিপিনবাসী এ মরে এথায় ॥
এমন পিরীতি ভঙ্গ করিবেক যারা ।
কোন্ অপকর্ম না করিতে পারে তারা ॥
সতীর পতিরে দেখ দূর করি দিয়ে ।
দিতে চায় দুষ্ট উপপতিরে ডাকিয়ে ॥
বিশেষত সম্ভোগ হইল যার সনে ।
তারে ত্যজি অন্য বরে দেয় গো কেমনে ॥
হেন পিতামাতা কেবা দেখেছে কোথায় ।
কন্যারে কুলটা করে আপন ইচ্ছায় ॥
সাধুরে কে বলে সাধু অতি নরাধম ।
সংসারে না দেখি আর পাপী তার সম ॥

রাজার উচিত সদাগরে বধি রণে।
লয়লার বিয়া দেন মজ্‌নুর সনে॥
আমাদের মতে এতে নাহি কিছু পাপ।
কি জানি কি জন্যে রাজা ভাবেন সন্তাপ॥
কিম্বা তারে দেশ হতে দিয়ে দূর করি।
প্রাণপ্রিয় পুত্রে দেন লয়লা সুন্দরী॥
এত বলি সবে তারে ডাকে রে সত্বরে।
কর্ণমূলে মুখ দিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
ওগো সতি প্রেমময়ি উঠ গো বসিয়ে।
তোমারে অজ্ঞান দেখি বিদরে গো হিয়ে॥
এই কালে স্থিরচিত্তে শুনিল সকলে।
কণ্ঠ তার মজ্‌নু মজ্‌নু শুধু বলে॥
বলে সবে আহা মরি ওগো সুলোচনে।
হেন প্রেম দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥
ধন্য ধন্য ধরাতলে তোমরা দুজন।
কিছুতে বুঝিল নাকি সাধু অভাজন॥
বুঝি কোন দেব দেবী এই অবনীতে।
এসেছেন প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তারিতে॥
এসময়ে সুন্দরীর হইল চেতন।
বলে কই কই মোর প্রাণের রতন॥

সখীগণ বলে সতি স্থির কর মন।
রাখ রাখ আমাদের এই নিবেদন॥
সরস বসন্ত ঋতু এসেছে ভুবনে।
বড় শোভা হইয়াছে নিকুঞ্জ কাননে॥
চল তথা মনোব্যথা হবে নিবারণ।
দেখিয়ে জুড়াবে আঁখি সুস্থ হবে মন॥
শুনি সখী-স্কন্ধে কর দিয়ে সাধুবালা।
নিকুঞ্জ কাননে চলে যেন মাতয়ালা।

বসন্ত বর্ণন।

ঋতুরাজ বসন্ত আইল ধরাতলে।
স্বসৈন্য-সামন্ত সঙ্গে অতি কুতূহলে॥
বার দিয়ে বসিলেন অতি মনোরঙ্গে।
প্রাণের প্রেয়সী রাণী পিরীতির সঙ্গে॥
রাজ্যের দীপক তাঁর পূর্ণ সুধাকর।
মলয় মারুত আসি ঢুলায় চামর॥
বিচিত্রিত চন্দ্রাতপ রূপ যত তারা।
সুচারু কুসুম যত সভাসদ তারা॥
আরজবেগীর কর্ম্ম করে পিককুল।
সংযোগিজনের প্রতি সদা সানুকূল॥

বিরহী প্রজার প্রতি অতি প্রতিকূল।
তার রবে রবে কার জাতি-মান-কুল ॥
মধুকর বন্দিবর করে গুনগুন।
এই ছলে বুঝি গায় বসন্তের গুণ ॥
রতিপতি সেনাপতি সমরে প্রচণ্ড।
যার করে শোভা করে কুসুম-কোদণ্ড ॥
এই রূপ অপরূপ রাজারে হেরিয়ে।
আনন্দ-রসেতে রসা গেলেন গলিয়ে ॥
মহোল্লাসে প্রেমাবেশে হইয়ে অধরা।
নবীন যুবতী রূপ ধরিলেন ধরা ॥
শাখী সব নবীন পল্লবে সুশোভিত।
কত তরু মঞ্জরিল অতি শোভান্বিত ॥
নানা জাতি কুসুম হইল বিকসিত।
হেরিয়ে নয়ন মন হয় হরষিত ॥
ফুটিল পলাশ পুষ্প কি শোভা তাহার।
রূপবান্ মূর্খ সহ তুলনা যাহার ॥
ফুটিল মাধবীলতা পুষ্প চমৎকার।
মাধব রাধার গলে দেন যার হার ॥
পুষ্পবনে বিকসিত হল কুন্দফুল।
সুন্দরীর দন্ত সহ যার সমতুল ॥

সংযোগী জনের পক্ষ ফুটিল অশোক।
তারে হেরি বিরহীর বাড়ে বড় শোক॥
জগতের প্রিয়ফল আম্র সুধাসার।
এই কালে দেখা দেয় মুকুল তাহার॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে।
শাখাতে শাখাতে নানা বিহঙ্গ বিহরে॥
নীর অতি নিরমল হল এ সময়।
সরোবর সলিল যেমন সুধাময়॥
ঢল ঢল করে জল মন্দগন্ধ বহে।
হেরি বিরহিণীর নয়নে নীর বহে॥
জুড়ায় জগত্‌-জ্বালা জলের এ গুণ।
এই কালে বিরহীর সে যেন আগুন্‌॥
বুঝ লোক বিরহের প্রভাব কেমন।
জগতেরে বিপরীত করে সে এমন॥
হংস চক্রবাক সারসাদি জলচরে।
নানা রঙ্গে প্রিয়া-সঙ্গে সুখে জলে চরে॥
ফুটিল কুমুদ ফুল মানস-রঞ্জন।
প্রাণের প্রেয়সী যেন মেলিয়ে নয়ন॥
সরোবরে প্রস্ফুটিত হইল নলিনী।
বদন প্রকাশি যেন পদ্মিনী কামিনী॥

প্রাণবঁধু মধুকর মধুপান করে।
নীলকান্ত মণি যেন সুবর্ণ উপরে॥
পশু-পক্ষী-কীট-নর-ভুজঙ্গ-পতঙ্গ।
সরস বসন্তে বাড়ে সকলের রঙ্গ।
সদা করে প্রাণের প্রিয়ার অঙ্গসঙ্গ॥
সুখ পেয়ে দিবসের বৃদ্ধি হয় কায়।
রসময়ী রাত্রি কিন্তু ক্রমে ক্ষয় পায়॥
বিরহিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়ে।
বুঝি নিশা হন কৃশা ভাবিয়ে ভাবিয়ে॥
কিবা তাহাদের ক্লেশ অল্প করিবারে।
নিজ পরিমাণ অল্প করেন সংসারে॥
যত জরা জর্ণ-রোগী হল রোগমুক্ত।
অত্যন্ত বৃদ্ধেরো মন হল রসযুক্ত॥
হইল তাহারা যেন পুন নবতনু।
মূর্ত্তিমান হল যেন আবার অতনু॥
এই কালে দোলে দোলে রাধা শ্যামরায়।
সে রূপ স্বরূপ রূপ না দেখি কোথায়॥
দেখি মাত্র শশী নব নীরদ গগনে।
কিন্তু তারা সমতুল হইবে কেমনে॥

সুধাংশু কলঙ্ক-পূর্ণ বিখ্যাত ভুবন।
বৃষ্টিছলে নবঘন কাঁদে ঘন ঘন॥
হেরি সে যুগল রূপ যত ভক্তগণ।
প্রেমরস-পারাবারে হইল মগন॥
আবির খেলায় লোকে মহা রঙ্গে ভঙ্গে।
বসন্ত রাগিণী গীত গায় নানা রঙ্গে॥
কাটাইয়ে দুরন্ত শীতের ঘোর দায়।
বারবধূ বার দিয়ে পথপানে চায়॥
রসের সাগর যত নবীন নাগর।
মনের হরিষে তাঁরা আসে নিরন্তর॥
এই রূপে রসা নব রসেতে রসিয়ে।
রসরাজ ঋতুরাজে ভেটিল আসিয়ে॥
অমনি বসন্তরাজ ভাসি প্রেমনীরে।
আলিঙ্গন দিল আসি সে রসা রাণীরে॥
অনন্তর করাদায় করিবার তরে।
পাঠান সসৈন্য স্মরে প্রজার গোচরে॥
আইল কন্দর্প দর্পে পরম রঙ্গেতে।
রাজার সভাস্থ যত আইল সঙ্গেতে॥
দূতীরূপা নিশা দিল সংবাদ সত্বর।
সংযোগিজনেরা দিল রসরঙ্গ কর॥

বিরহি মণ্ডলে কর না পাইয়ে স্মর।
অজ্ঞান করিল সবে প্রহারিয়ে শর॥
সহায় হইল শশী মলয় পবন।
কেমনে বাঁচিবে তবে নরের জীবন॥
কলঙ্ক ভূষিত চন্দ্র বিখ্যাত সংসার।
প্রাণি বধ করিবারে কি ভয় তাহার॥
জগৎপ্রাণ হয়ে প্রাণ বধ সমীরণ।
তোমার এ রীতি কেন কহ না কারণ॥

পুষ্পবনে লয়লার ভাব বর্ণন।

সখী সনে উপবনে এল সাধুবালা।
মনে ভাবে জুড়াইব বিরহের জ্বালা॥
তথায় আসিয়ে আরো ঘটিল বিপদ।
অবশ হইল অঙ্গ নাহি চলে পদ॥
বলে সখি আর মোর রহে না পরাণ।
কুসুম কানন যেন হানে মোরে বাণ॥
যতেক কুসুম মোর প্রিয়েরে ধরিয়ে।
লইয়াছে ওই দেখ বিভাগ করিয়ে॥
লয়েছে অপরাজিতা চিকুর চিকণ।
অমল কমল তাঁর হরেছে বদন॥

তিল ফুল নিল নাসা অধর বান্ধুলী।
চম্পক-কলিকা হরো লয়েছে অঙ্গুলী॥
ইন্দীবর নিল প্রাণপ্রিয়ের নয়ন।
মৃণাল লইল ভুজ উরুর বলন॥
স্থলপদ্ম নিল তাঁর যুগল চরণ।
কনক চম্পক করে বরণ হরণ॥
গোলাপ হরিল হাসি কুন্দ দন্ত তাঁর।
লাবণ্য লইল বল্লী প্রিয়ের আমার॥
নির্জনে পাইয়ে বনে প্রাণকান্তে মোর।
ভাগ করি লয়ে এল ওই সব চোর॥
আর কি আমার প্রাণনাথ আছে বনে।
বুঝি তাঁর আত্মা গেছে অমর ভুবনে॥
বলিতে বলিতে ধনী ভাবিয়ে আকাশ।
ধরাতলে পড়িলেন ঘন বহে শ্বাস॥
সখীগণ তুলিল করিয়ে ধরাধরি।
আলু থালু হয়ে অতি চলিল সুন্দরী॥
দূর হতে সরোবর করিয়ে দর্শন।
কাতরে কহেন রামা সজল নয়ন॥
যেও না গো প্রাণসখি ওই সরোবরে
যার জল প্রিয়ের মাধুরী চুরি করে॥

বিরহ-অনল মোর জুড়ায় না জলে।
শতগুণ প্রবল হইয়ে আরো জ্বলে॥
চল চল প্রাণসখি চল গো ভবন।
এখানে থাকিয়ে আরো জ্বলে গো জীবন॥
সখী সনে ভবনে আসিয়ে বিনোদিনী।
ধূলায় পড়িয়ে রহে যেন উন্মাদিনী॥

লয়লার খেদোক্তি।

প্রেমময়ী লয়লা কামিনী।
আসি আপনার বাসে, নয়ন-নীরেতে ভাসে,
বিষম বিরহে বিষাদিনী॥
কহে কোথা প্রাণেশ্বর, প্রেমাসক্তি-খরশর,
সদা মোরে জরজর করে।
বিধাতা নিদয় যারে, কে আর তারে গো তারে,
ছেদ করে বিচ্ছেদ অন্তরে॥
আগে মিত্র ছিল যারা, এখন শত্রুতো তারা,
বিরহে হরিবে বুঝি প্রাণ।
তা[illegible]াক্ষী পুষ্পোদ্যান, দৃষ্টি মাত্রে হরে জ্ঞান,
প্রাণে হানে যেন অগ্নিবাণ॥

বনে প্রিয়তম-সঙ্গে, ছিলাম কি রসরঙ্গে,
বাদ সাধিল সে পুনর্ব্বার।
অবলা রমণী আমি, কোথা প্রভু চিত্তগামি,
সহিতে না পারি দুঃখ আর॥
এই রূপে প্রমোদিনী, প্রায় যেন উন্মাদিনী,
বৃদ্ধি হয় বিরহ-বিকার।
ত্যজে বেশ আভরণ, দিবানিশি জ্বালাতন,
নয়ন-নীরদ রূপ তার।
ধূলার শয্যাতে থাকে, কোথা প্রিয় বলি ডাকে,
অনিবার করে হাহাকার॥
এক দিন রজনীতে, পড়ি গৃহে ধরণীতে,
কান্ত-রূপ ভাবিতেছে ধনী।
এসময়ে প্রাণহরা, কালনিদ্রা অতি ত্বরা,
নেত্রে তার আইল অমনি॥
নিদ্রিত হইয়ে সতী, স্বপ্নে দেখে প্রাণপতি,
বনমাজে হইল নিধন।
স্বপ্ন দেখি এপ্রকার, করে রামা হাহাকার,
চমকিয়ে উঠিল তখন॥
পড়িয়ে ধরণীপরে; কাঁদে রামা উচ্চৈঃস্বরে,
মন শিরে করে করাঘাত।

ওরে নিদারুণ বিধি, হরিলি প্রাণের নিধি,
হৃদয়ে করিয়ে বজ্রপাত ॥
না হল মরণ মম, মরিল সে প্রিয়তম,
অনাথিনী করিয়ে আমায়।
ত্যজিব এ প্রাণ আমি, নাথ যেই পথগামী,
সেই পথে যাইব ত্বরায় ॥
এরূপ বচন খেদে, কহে ধনী কেঁদে কেঁদে,
স্বর্ণলতা ধূলায় লোটায়।
ছিন্ন ভিন্ন করি কেশ, দূরে ফেলে ভূষা বেশ,
অলঙ্কার নাহি রাখে গায় ॥
বিধবা আকার ধরে, প্রাণের পতিরে স্মরে,
কহে আর কি কাজ বাঁচিয়ে।
কান্ত বিনে নাহি ত্রাণ, শান্ত কে করিবে প্রাণ,
ত্যজিব পরাণ বিষ পিয়ে ॥
লয়লারমণ নাম, ধরি নাথ গুণধাম,
হলে সুরবধূর রমণ।
নারীর ভূষণ পতি, পতিহীনা হলে সতী,
কিবা কাজ তাহার জীবন ॥
এই রূপে গুণবতী, কাঁদে ব্যাকুলিত মতি,
যেন মীন হীন হয়ে নীর।

তেমন রূপের ডালি, ভাবিয়ে হইল কালী,
হেরে তারে সকলে অস্থির ॥
শুকাইল বিধুমুখ, হেরিয়ে তাহার দুখ,
ধরায় ধরে না দুঃখভার।
শরীর বিবশ হয়, যেন আপনার নয়,
ভুবনে ভরিল হাহাকার ॥
দেহে নাহি কিছু বল, নেত্রে সদা ঝরে জল,
ক্রমে কালীবর্ণ হল কায়।
প্রাণ বলে যাই যাই, মন বলে ভাল তাই,
কাজ নাই থাকিয়ে এতায় ॥
এরূপ হইল যবে, লয়লা জানিল তবে,
মৃত্যুকাল আইল তাহার।
মায়ে ডাকি ততক্ষণ, করে রামা নিবেদন,
প্রাণ বায় রক্ষা নাই আর ॥
উদ্যানের পক্ষিচয়, খেদে রব হীন হয়,
তার দুঃখে সকলে দুঃখিত।
মালঞ্চে কুসুম রাশি, ত্যজিল মধুর হাসি,
ফুটে ফুল হইল মুদিত ॥

লয়লার মৃত্যু ও মাতার রোদন।

জননীরে প্রেমময়ী ডাকিয়ে তখন।
কহে মাতা শুন আজি মম নিবেদন॥
দাও গো জননি মোরে বিদায় এখন।
প্রাণনাথ বিনে মোর না রহে জীবন॥
জানিলাম হইল গো আয়ুঃশেষ মোর।
শমন এসেছে ওই লয়ে মৃত্যুডোর॥
করেছিলে আমারে মা উদরে ধারণ।
আমি কন্যা জন্মে সুখ না পেলে কখন॥
কত দুঃখ পেয়েছ মা প্রসবি আমারে।
বিস্তর পেয়েছ লজ্জা এভব সংসারে॥
দুর্নাম হইল তব আমার কারণে।
অপমান সহ্য কত করিল স্বজনে॥
মোর লাগি মাতা কত দ্বন্দ্ব করিয়াছ।
ইতর লোকের কত কথা সহিয়াছ॥
কত দোষ করিয়াছি তোমার চরণে।
তনয়া বলিয়ে কিছু না রাখিবে মনে॥
মম মৃত্যুকাল এই হল উপস্থিত।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম গো ত্বরিত॥

দাও শ্রীচরণ তব আমার মাতায়।
জনমের মত আমি হলাম বিদায়॥
তব ঋণে বদ্ধ রহিলাম চিরদিনে।
আমার নাহিক গতি তব কৃপা বিনে॥
কিন্তু এক কথা মাতা করি নিবেদন।
কৃপা করি তাহা না হবে গো বিস্মরণ॥
যাহার বিরহে আমি হলাম নিধন।
যদি বেঁচে থাকে সেই সাধনের ধন॥
তবে তাঁরে পাঠাইবে মোর সমাচার।
প্রাণের লয়লা তব ত্যজিল সংসার॥
যাহার স্মরণে হত সুখোদয় তব।
তোমার অভাবে সেই ত্যজিল এ ভব॥
এই রূপে করি ধনী মুখে মজনু রব।
অচেতনা হয়ে পড়ে হইয়ে নীরব॥
শমন হেরিয়ে তাহা করেন রোদন।
কহে কোথা নাহি হেরি প্রণয় এমন॥
প্রেমময়ী ত্যজে প্রাণ মুদি দুই আঁখি।
দেহ শূন্য করি উড়ে গেল প্রাণপাখী॥
তখন জননী তার করে হায় হায়।
অজ্ঞান হইয়ে রামা পড়িল ধরায়॥

কাতরা হইয়ে করাঘাত করে ভালে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে গালাগালি দেয় কালে॥
আগেতে কি জানি আমি ঘটিবে এমন।
তা হলে দিতাম তারে করিয়ে মিলন॥
কে জানে এমন মন হয়েছিল তোর।
হায় হায় হারালাম সার ধনে মোর॥
কেন মজিলাম পোড়া লোকের কথায়।
সর্ব্বনাশ করি তারা রহিল কোথায়॥
করিলে কি কাল প্রেম কয়েসের সনে।
থাইলে মায়ের মাতা ওগো সুলোচনে॥
জননীরে লয়লা গো ত্যজিলে কেমনে।
হায় কোথা গেলে শূন্য করিয়ে ভবনে॥
অঞ্চলের নিধি মোর কে নিল হরিয়ে।
কে আর ডাকিবে মোরে জননী বলিয়ে॥
পাইলি কি দোষ মোর নিদারুণ বিধি।
কেন রে হরিয়ে নিলি মম প্রাণনিধি॥
শমন তোমার কিবা কঠিন হৃদয়।
দুঃখিনীরে হলে তুমি বিষম নিদয়॥
এমন সিঁদাল চোর কোথায় বা ছিল।
দেহ হতে প্রাণ চুরি সন্মুখে করিল॥

প্রাণের লয়লা মোর উঠে আয় কোলে।
চাঁদমুখে একবার ডাক মা মা বোলে॥
নয়ন কমল মিলি চাহ একবার।
কি দশা হইল মা গো মায়ের তোমার॥
সুধা-মাখা কথা কহ তোল শশিমুখ।
নীরব হেরিয়ে তোরে ফেটে যায় বুক॥
আর কত নিদ্রা যাও বস মা উঠিয়ে।
অভাগিনী ডাকে মা গো কাতরা হইয়ে॥
কেন বা এমন হলে কহ না আমায়।
কটাক্ষ চাহনী তোর গেল গো কোথায়॥
কোথা রে শমন লয়ে যাও রে আমারে।
কেমনে বাঁচিয়ে আমি থাকিব সংসারে॥
নয়ন-রতন মোর সে গেল কোথায়।
কি ফল জীবন মোর হারায়ে তাহায়॥
তিলেক না দেখি যারে প্রাণে হই সারা।
জনমের মত হল হেন ধন হারা॥
আর না তোমার কথা শুনিব শ্রবণে।
আর না কাঁদিবে তুমি মজ্‌নু কারণে॥
যে মুখ হেরিয়ে লজ্জা পায় পদ্মফুল।
মধুভ্রমে যাহাতে বসিত অলিকুল॥

সে মুখ এখন তব শুকায়ে গিয়েছে।
ভৃঙ্গগণ এসে এসে ফিরিয়ে যেতেছে ॥
নিদ্রা তোর সুকোমল শয্যায় না হত।
এখন ধূলায়-নিদ্রা যাইতেছ কত ॥
এই রূপে সুতা-শোকে সাধুর রমণী।
বিনাইয়ে কাঁদে কত লোটায়ে ধরণী ॥
কবি কহে মিছে খেদ কর গো এখন।
কয়েসে মিলায়ে দিলে না হত এমন।

শ্রেষ্ঠীর খেদ এবং লয়লার গতিক্রিয়া।

তনয়ার মরণ শুনিয়ে সদাগর।
হাহাকার করে অতি অস্থির অন্তর ॥
অকস্মাৎ বজ্র যেন পড়িল মাতায়।
মূর্চ্ছাগত হয়ে শীঘ্র পড়েন ধরায় ॥
চৈতন্য পাইয়ে পরে করেন রোদন।
নদীর সমান হল যুগল নয়ন ॥
কহে নিদারুণ বিধি একি তব বিধি।
কোন্ প্রাণে আমার হরিলি প্রাণনিধি ॥
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী মোর কন্যা।
কোথা গেলি লয়লা গো ধরণীর ধন্যা ॥

বাপ বলে আর মোরে নাহি এ সংসারে।
কেমনে কঠিন প্রাণে ত্যজিলি আমারে ॥
তুমি মা সর্ব্বস্ব ধন সংসারের সার।
তোমা বিনে দেখি আমি সব অন্ধকার ॥
তোমা বিনে ঐশ্বর্য্যেতে কিবা কার্য্য আর।
জ্ঞান হয় বন সম ভবন আমার ॥
করিলে কি কাল প্রেম পাগল করেসে।
চিরকাল দুঃখে গেল মৃত্যু অবশেষে ॥
সবে বলে প্রেম শুদ্ধ সুখের ভাণ্ডার।
আমি বলি প্রেম শুদ্ধ দুঃখ-পারাবার ॥
আগে যদি জানিতাম ঘটিবে এমন।
তা হইলে করিতাম করেসে অর্পণ ॥
এইরূপে আত্মবন্ধু যতেক স্বজন।
হাহা রবে কাঁদে সবে সজল-নয়ন ॥
অন্তঃপুরে নারীগণ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
স্মরি তার গুণ ভাসে শোকের সাগরে ॥
ঝর ঝর ঝরে সদা যুগল নয়ন।
পরে সাধু করে গতিক্রিয়া আয়োজন ॥
গোলাবেতে লয়লারে স্নান করাইয়ে।
বিচিত্রিত বাস-ভূষা দিল পরাইয়ে ॥

কস্তুরি চন্দন চুয়া নানা পুষ্পহার।
শোভিত করিয়ে দিল শ্রীঅঙ্গে তাহার॥
বিবাহের কন্যা সম শোভা হল তার।
স্বর্গে মজ্‌নু সঙ্গে বিয়া হইবে এবার॥
পরেতে সকলে লয়ে চলিল তাহারে।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভাসি শোক-পারাবারে॥
হাহাকার করে নগরের লোক সব।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তারা হল যেন শব॥
ঘোরতর শোকানলে হইয়ে দহন।
সমাধি স্থানেতে উপনীত সর্ব্বজন॥
স্বর্ণ অঙ্গ রাখি তার মৃত্তিকা ভিতরে।
গতিক্রিয়া করি সবে গেল নিজ ঘরে॥
তনু ত্যজি প্রেমময়ী অমর ভুবনে।
গেলেন ত্বরায় স্বীয় প্রিয় অন্বেষণে॥
শুনি ভাবুকের ভাবে নেত্রে ঝরে নীর।
বুঝ এই ভাব যার প্রেমের শরীর॥

লয়লার স্বজনের খেদোক্তি।

আলয়ে আসিয়ে সবে, মনোদুঃখে হাহা রবে,
কাঁদে লয়লার আত্মজন।

দহে শোকে কলেবর, হৃদি হল জরজর,
অশ্রুজলে পূরিল নয়ন ॥
যত সহচরীগণে, বিষম দুঃখিত মনে,
বিনাইয়ে কাঁদে নানা ছাঁদে।
পথের পথিক যারা, শুনে কেঁদে যায় তারা,
পশু পক্ষি বৃক্ষ আদি কাঁদে ॥
সদাগর-সীমন্তিনী, সুতা-শোকে বিষাদিনী,
খেদে অঙ্গ করিল অঙ্গার।
কহে কোথা প্রাণকন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
কোথা গেল করিয়ে আঁধার ॥
দয়া নাহি হল তোর, কাটিলি মা মায়া ডোর,
প্রাণেতে হানিলি শোকশর।
আমার কপালে ছাই, মৃত্যু কেন হল নাই,
হারালাম প্রাণের দোসর ॥
মা মোর রূপের রাশি, বিদ্যুত্ সমান হাসি,
শশি সম সোণার আকার।
মহাকাল রাহু আসি, তোমারে ফেলিল গ্রাসি,
ভুবন করিয়ে অন্ধকার ॥
বিধি দিল এত তাপ, পূর্ব্ব জন্মে বুঝি পাপ,
করিয়েছিলাম আমি কত।

এই রূপে খেদ করে, ধৈরজ নাহিক ধরে,
শোকভরে কহে নানা মত ॥
মনেতে পড়িল তাহা, কন্যা মৃত্যুকালে যাহা,
বলেছিল কাতর অন্তরে।
সাধুর গৃহিণী পরে, কাননেতে সকাতরে,
গেল ত্বরা মজ্‌নু গোচরে ॥

মজ্‌নুর বিরহ-বিকার বর্ণন।

প্রেমের তপস্বী মজ্‌নু কাননে এখানে।
বসিয়ে রহিল প্রাণপ্রেয়সীর ধ্যানে ॥
বিরহ বিকার তার হইল প্রবল।
বিষম জ্বালায় ধীর হইল বিকল ॥
বলে কোথা গেলে পুন প্রেয়সী আমার।
চপলার ন্যায় দেখা দিয়ে একবার ॥
বহুকাল পরে হেরি তব মুখশশী।
সুখের সাগরে মজেছিলাম প্রেয়সি ॥
পুনর্ব্বার প্রাণপ্রিয়ে করি অন্তর্ধান।
শাণ দিয়ে গেলে যেন বিরহের বাণ ॥
আর কি দেখিবে আঁখি সে বিধু বদন।
আর কি শুনিবে কর্ণ মধুর বচন ॥

আর কি পাইবে ভুজ তব আলিঙ্গন।
আর কি পাইবে মুখ শ্রীমুখচুম্বন ॥
আর কি এমন ভাগ্য হইবে আমার।
মিলন-সলিলে আমি খেলিব সাঁতার ॥
আগে আমি বিরহের ভয়েতে তোমার।
কণ্ঠেতে না পরিতাম মণিময় হার ॥
উভয়ের মাজে কিন্তু রহিল এখন।
কত দেশ নদ নদী বন উপবন ॥
দারুণ বিরহ মোরে সহিল এখন।
হায় হায় কি কঠিন আমার জীবন ॥
সুধার সমান প্রিয়ে তোমার বচন।
শশীর সমান তব সুন্দর বদন ॥
অমল কমল সম শরীর কোমল।
স্বর্ণের সমান তব বর্ণ সমুজ্জ্বল ॥
কমল-কলিকা সম পয়োধর-শোভা।
বিদ্যুত্ সমান হাসি প্রাণ-মনোলোভা ॥
প্রাণ স্নিগ্ধকারী তব সকলি হে প্রাণ।
কিন্তু এ বিরহ যেন বজ্রের সমান ॥
ভাবিতে ভাবিতে ধীর বিষম বিকল।
তথা হতে উঠিলেন হইয়ে চঞ্চল ॥

বিরহ বিভ্রমে ধীর ভ্রমে ধীরে ধীরে।
উপনীত হন এক সরোবর-তীরে ॥
নীর অতি নিরমল করে ঢল ঢল।
ডুবিয়ে রয়েছে তায় একটি কমল ॥
হেরি তাঁর উপজিল চমৎকার ভাব।
বুঝ লোক পিরীতের কেমন প্রভাব ॥
বলে প্রিয়ে বুঝি মোর বিরহে দহিয়ে।
জলে ডুবে মরিবে হে অধৈর্য্য হইয়ে ॥
প্রিয়ে তুমি প্রাণ হইতেও বড় ধন।
কেমনে দেখিব তুমি হইবে নিধন ॥
এত বলি ঝাঁপ দিয়ে পড়িয়ে সে জলে।
ধরিলেন ধীর সেই অমল কমলে ॥
তীরেতে তুলিতে তায় করেন যতন।
মৃণাল সহিত তাহা হল উৎপাটন ॥
প্রেমাবেশে ঘন ঘন করেন চুম্বন।
ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়েতে করেন স্থাপন ॥
কিছুতে বুঝিতে না পারেন ভাব তার।
ধন্য ধন্য ধন্য ওরে পিরীতি-বিকার।
ক্ষণেক বিলম্বে ধীর হয়ে সচেতন।
হায় হায় করি শেষে করেন ক্রন্দন ॥

হেনকালে উদয় হইল সুধাকর।
সুধার সমান যার সুশীতল কর॥
তাঁহার হইল জ্ঞান অনল যেমন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়ে তর্জ্জন॥
ওরে সুধাকর মোরে করিছ দহন।
এখনি তোমারে পারি করিতে দমন॥
ধনুর্ব্বাণ এইক্ষণে আনিয়ে সত্বরে।
করিতে পারি রে তোরে খণ্ড খণ্ড শরে॥
আমার প্রিয়ার রূপ অতি অপরূপ।
তোমার লাবণ্য প্রায় তার অনুরূপ॥
সেই হেতু সহিলাম আমি তোর তাপ।
নতুবা দেখিতে আজি আমার প্রতাপ॥
এত বলি ভ্রমে বনে সুধীর কিশোর।
প্রেয়সীর প্রেমরসে হইয়ে বিভোর॥
এক বৃক্ষে লাগিয়াছে শশীর কিরণ।
হেরি চমকিয়ে উঠে মজনুর মন॥
সেই সুধাকর-করে ভাবে গুণাধার।
বুঝি দাঁড়াইয়ে ওই প্রেয়সী আমার॥
বুঝি মোর উদ্দেশ পাইয়ে প্রাণপ্রিয়ে।
দাঁড়ায়ে আছেন অভিসারিকা হইয়ে॥

এত বলি মোহিত হইয়ে সেইক্ষণ।
মনের আবেশে বক্ষে দেন আলিঙ্গন ॥
লয়লা ললিত অতি নবনী সমান।
দারুণ দারুর স্পর্শে না জুড়াল প্রাণ ॥
পরে প্রেমময় মজ্‌নু হন সচেতন।
বলে বুঝি আজি আমি দেখেছি স্বপন ॥
এসময়ে মেঘে শশী হল আচ্ছাদন।
অন্ধকার হল কিছু না হয় দর্শন ॥
খেদে কেঁদে কহে ধীর একি হল দায়।
প্রিয়া-মুখ সম শশী গেল রে কোথায় ॥
হাসির হিল্লোল সম কোথা পুষ্পগণ।
নয়নের অনুরূপ কোথায় খঞ্জন ॥
প্রিয়া-পয়োধর প্রায় কোথা পুষ্পকলি।
আর না দেখিতে আমি পাই সে সকলি ॥
উপমানগণ ছিল শোক নিবারণে।
দৈবদোষে সে সবেও না দেখি নয়নে ॥
ওরে বিধি লুকাইলি প্রিয়ারে আমার।
উপমানগণে পুন হরিলি আবার ॥
এতে বুঝিলাম তুমি অন্য কোন বিধি।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি হলে না হত এ বিধি ॥

যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর ভোজন।
যে বিধি করেছে তায় কলঙ্ক যোজন॥
যে বিধি করেছে কাঁটা পঙ্কজ মৃণালে।
সে বিধি বিরহ-জ্বালা ঘটায় কপালে॥
ভাবিতে ভাবিতে ধীর গণিয়ে হুতাশ।
শিরে করাঘাত করি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥
কহে কোথা প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমারে না হেরি অতি তাপিত নয়ন॥
মনোমণি-মন্দিরে আবেশ সিংহাসনে।
রেখেছি তোমারে প্রিয়ে পরম যতনে॥
অহরহ আছে তথা পিরীতি প্রহরী।
তবে কেন প্রাণ মন জ্বলে আহা মরি॥
এত বলি ধীরবর হইয়ে নীরব।
রহিলেন কাননে পড়িয়ে যেন শব॥

লয়লার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মজ্‌নুর মৃত্যু।

সাধুর রমণী পরে, কাননে প্রবেশ করে,
মজ্‌নু দেখেন তারে তথা।

কৃশ তনু হীনবল, দুনয়ন ছল ছল,
রয়েছে হৃদয়ে মহাব্যথা ॥
মজ্‌নু তারে যোড় করে, বিনয়ে জিজ্ঞাসা করে,
সম্ভাষিয়ে মধুর বচনে।
কহ মা গো কি কারণে, আইলে এ ঘোর বনে,
কেন হেন মলিন বদনে ॥
কহ গো মা সমাচার, হয়েছে কি দুঃখভার,
তব দুঃখে তাপিত হৃদয়।
পদব্রজে আসিয়াছ, ছিন্ন বেশ করিয়াছ,
কেন তুমি মৌন অতিশয় ॥
কহে সাধু-সীমন্তিনী, শুন ওরে যাদুমণি,
পাগল তুমি রে যার তরে।
শূন্য করি মম পুরী, গেছে সেই যমপুরী,
শোকে মম পরাণ বিদরে ॥
সর্ব্বস্ব বলিতে যারে, ত্যজিয়ে সে সবাকারে,
ভূমিতলে করেছে নিবাস।
যাহার লাগিয়ে তুমি, ছাড়িয়ে জনম ভুমি,
যাদু এসেছ রে বনবাস ॥
তোমার বিরহ-জ্বরে, ত্যজেছে সে কলেবরে,
তব নাম বলিতে বলিতে।

শুনি ধীর এই কথা, পাইয়ে বিষম ব্যথা,
শোকেতে পড়িল অবনিতে ॥
করে মুখে হায় হায়, শুনাইলে কি আমায়,
বিধি মোরে হইল বিগুণ।
হাহা প্রিয়ে বিধুমুখি, করিলে বিষম দুখী,
লাগিল রে কপালে আগুন ॥
আমারে ভুলিয়ে প্রিয়ে, রহিলে কোথায় গিয়ে,
শোকে মম দহে সর্ব্বকায়।
প্রেয়সী যথায় আছে, লও মোরে তার কাছে,
ওরে যম ধরি তোর পায় ॥
জানি প্রাণ রে তোমারে, ভালবাস লয়লারে,
সর্ব্বাপেক্ষা এ তিন ভুবনে।
আহা আহা মরি মরি, তবে তারে ত্যাগ করি,
রহিয়াছ বাঁচিয়ে কেমনে ॥
এখনো দেখ রে গিয়ে, কত দূর প্রাণপ্রিয়ে,
যেতেছেন গণিয়ে হুতাশ।
মনোসঙ্গে বেগভরে, গিয়ে অতি অকাতরে,
কর তারে ত্বরায় আশ্বাস ॥
প্রাণ তুমি গেলে তবে, ত্রাণ পাই দুঃখার্ণবে,
নহে আর নাহিক উপায়।

খেদ করি এই রূপ, মজ্‌নু রসের কূপ,
ঢলে পড়ে অমনি ধরায়॥
নিশ্বাস হইল স্থির, শরীর হইল ধীর,
মুখে আর নাহি স্ফূরে রব।
উড়ে গেল প্রাণপাখী, মায়ার কায়ারে রাখি,
বন মাঝে হল কলরব॥
কাঁদে যত পশুগণ, শাখী পাখী অগণন,
কীট পতঙ্গাদি করি সব।
শোকে করে হায় হায়, গালি দেয় বিধাতায়,
কেহ কেহ হয় যেন শব॥
বনচর বনচরী, তাঁহারে বেষ্টন করি,
খেদ করে ব্যাকুল হৃদয়।
বলে অন্ধকার বন, করিল রে কোন জন,
বায়ু আর তথা নাহি বয়॥

মজ্‌নুর গতিক্রিয়া।

লয়লার শোকে ধীর ত্যজিল জীবন।
হাহাকার করে যত পশু পক্ষিগণ॥

এমন সুজন মিত্র পাইব কোথায়।
মরিল প্রাণের মজনু হায় হায় হায়॥
এইরূপে বনচর সবে খেদ করে।
অন্তর্যামি ভগবান জানিলা অন্তরে॥
দেবদূতগণে ত্বরা পাঠান তথায়।
মজনুর গতিক্রিয়া করিতে ত্বরায়॥
আসি তারা চমৎকার করে দরশন।
মৃত দেহে শশী সম শোভা করে বন॥
বলে সবে আহা মরি মরি কিবা রূপ।
এজন পরম ভক্ত বুঝেছি স্বরূপ॥
মহাযোগী বিনে বনে থাকিতে কে পারে।
ঈশ্বরে সঁপিয়ে প্রাণ ত্যজিল সংসারে॥
পশু পক্ষি বনচরে প্রহরী হইয়ে।
শোকার্ণবে মগ্ন সবে ইহারে ঘেরিয়ে॥
পরে সবে করিল তাহার গতিক্রিয়া।
বসন পরায় তারে স্নান করাইয়া॥
রীতি মত কর্ম্ম যত করি সমাপন।
মৃত্তিকার মাঝে তারে করিল অর্পণ॥
তদন্তে তাহারা গেল প্রভুর গোচরে।
মজনুর আত্মা গেল অমর নগরে॥

লয়লার সঙ্গে তথা হইল মিলন।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে মজিল তখন ॥
দোঁহার ভঞ্জন হল জনমের দুখ।
দোঁহারে লইল কোলে আসি নিত্যসুখ ॥
লয়লা মজ্নুর সম ধন্য কেবা আর।
নিত্যপ্রেমে কেবল জানিয়েছিল সার ॥
শুদ্ধ-প্রেম উপাসনা [illegible]রায়।
নিত্য প্রেমধনে লাভ [illegible] ॥

প্রেম-মাহাত্ম্য [illegible]

এই প্রেমে সেই প্রেম হতে [illegible]ভ।
ভাবুক বিনে কে আর বুঝে এই [illegible] ॥
ধন-জন-কুল-মান আর প্রাণ মন।
প্রেমের পদেতে কর সর্ব্বস্ব অর্পণ ॥
সন্ন্যাসী হলেও যদি পাও প্রেমধন।
তাহাও স্বীকার কর ওরে মোর মন ॥
জগতের গুরু শিব প্রেমের কারণ।
জটা ভস্ম অস্থিমালা করেন ধারণ ॥
নারদাদি মহাঋষি প্রেমের লাগিয়ে।
ভ্রমেন ভুবনে দেখ সংসার ত্যজিয়ে ॥

প্রেম-তত্ত্বে ত্যজে কুল যত ব্রজবধূ।
সন্ন্যাসী হলেন গৌর পেয়ে প্রেমমধু॥
প্রেমদায়ে পতঙ্গ প্রদীপে পুড়ে মরে।
তবু কভু প্রেমরস ত্যাগ নাহি করে॥
পিরীতি পরম ধনে চেনে যেই জন।
অতি দুঃখ হইলেও না করে বর্জ্জন॥
মলয় পর্ব্বতোপরি বসতি যাহার।
ভুজঙ্গের ভয় কভু আছে কি তাহার॥
প্রেম বিনে আর ধন কি আছে ভুবনে।
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় শুধু প্রেমের সাধনে॥
সাধনের ধন ব্রহ্ম শুদ্ধ প্রেমময়।
প্রেমহীন উপাসনা ফলদায়ী নয়॥
প্রেমের অধীনে মাত্র চলিছে সংসার।
বুঝে দেখ বুদ্ধিমানে মনে আপনার॥
প্রেমভরে সতী করে পতির সেবন।
প্রেমভরে পতি করে সতীর পালন॥
প্রেমভরে মাতাপিতা পুত্র-হিত চায়।
সংসারের প্রেমে লোক নানা কর্ম্মে ধায়॥
তিলার্দ্ধ হইলে প্রেমহীন এ সংসার।
সব শব হয় কিছু নাহি থাকে আর॥

তাই বলি প্রেমতো সামান্য ধন নয়।
প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্মময় ॥
প্রেমের মাহাত্ম্য কেবা পারিবে বর্ণিতে।
কিঞ্চিত্ বর্ণন আছে রাসরসামৃতে ॥
শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় গ্রন্থকার।
রচিলাম এই কাব্য সাহায্যে তাঁহার ॥
শরে গজি ঋষিদ্বয় পরব্রহ্মে পান।
সেই শকে এ গান হইল সমাধান ॥ ১৭৭৫।

গুণগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন।

সূর্প যথা অসার সরায়ে সার লয়।
সুধীর সুধীর রীতি সেই রূপ হয় ॥
তাই বলি ভ্রমে মম নাহি কিছু ভয়।
দোষ যদি থাকে শুধিবেন সুধীচয় ॥
" মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ " বুধবর্গে কয়।
আমি কোন তুচ্ছ তায় হব নিঃসংশয় ॥

সম্পূর্ণ।